Contents

চতুর্দশ বর্ষ

৬ষ্ঠ সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

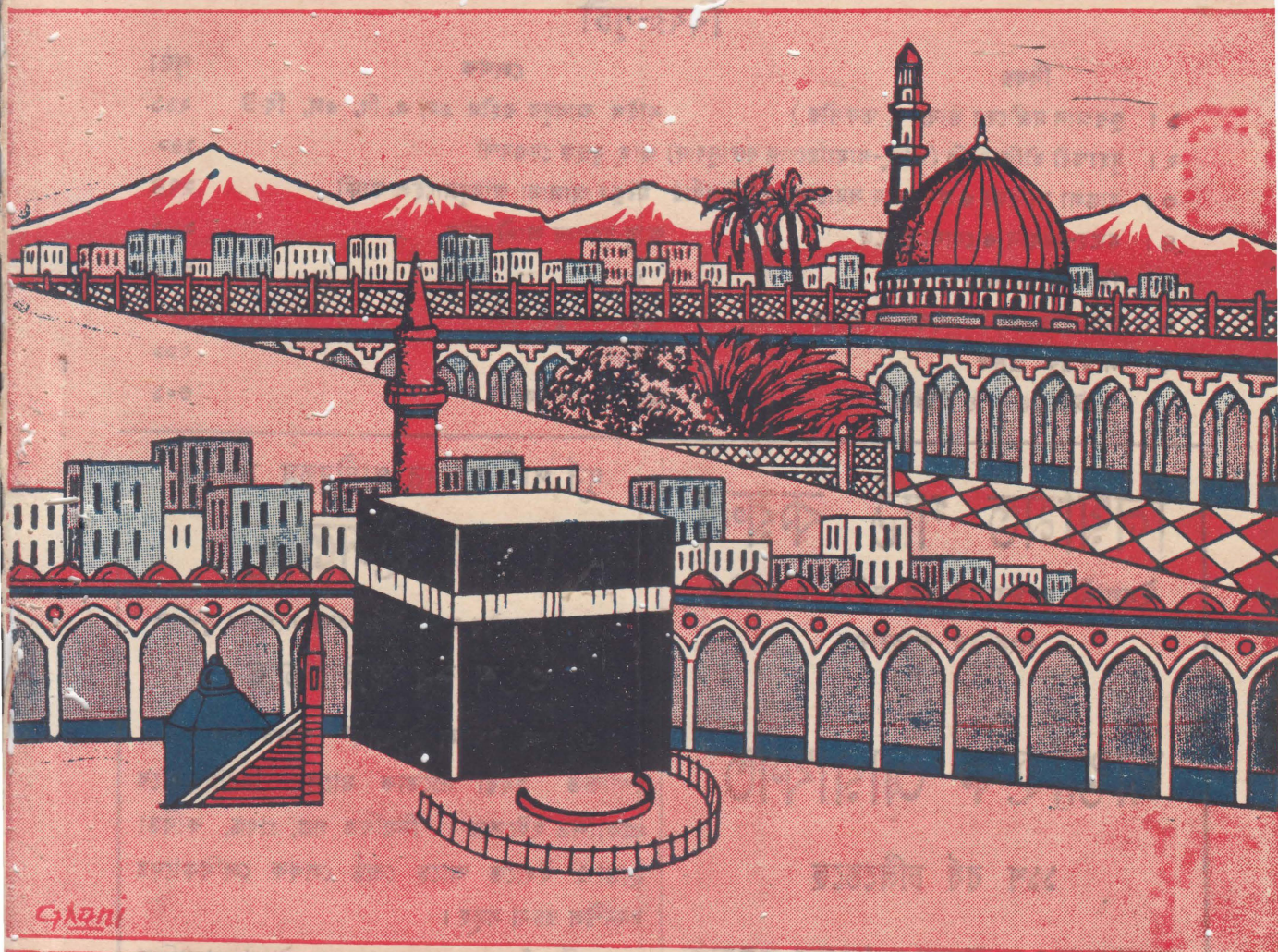

সম্পাদক

মোহাম্মদ মওলা বখ্‌শ নদভী

এই সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬·৫০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল-হাদীস

(মাসিক)

চতুর্দশ বর্ষ—ষষ্ঠ সংখ্যা

অগ্রহায়ণ—১৩৭৪ বাং ডিসেম্বর—১৯৬৭ ইং

রমযান—১৩৮৭ হিঃ

বিষয়-সূচী

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	কুরআন মজীদের ভাষ্য (তফসীর)	শাইখ আবদুর রহীম এম, এ, বি, এল, বি-টি	২৬১
২।	মুহাম্মদী রীতি নীতি (আশ্-শামায়িলের বঙ্গানুবাদ)	আবূ য়ুসুফ দেওবন্দী	২৮৯
৩।	বাঙলা সাহিত্য ও মুসলমান সমাজের রুচিবিপর্যয়	মহদুস আল্লামা আবদুল্লাহেল কাফী	২৭৪
৪।	মাহে-রমযান ও রোযা প্রসঙ্গে	আবু মুহাম্মদ আলীমুদ্দীন	২৮১
৫।	জিজ্ঞাসা ও উত্তর	... ...	২৮৯
৬।	বিশ্বনবীর প্রবর্তিত ইসলামী ভ্রাতৃত্ব	শেখ আইনুল বারী	২৯৫
৭।	সাময়িক প্রসঙ্গ	সম্পাদক	২৯৯
৮।	জমঈয়তের প্রাপ্তি স্বীকার	আবদুল হক হক্কানী	৩০১

নিয়মিত পাঠ করুন

ইসলামী জাগরণের দৃপ্ত নকীব ও মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

সাপ্তাহিক আরাফাত

১১শ বর্ষ চলিতেছে

সম্পাদক : মোহাম্মদ আবদুর রহমান

বার্ষিক চাঁদা : ৬·৫০ ষান্মাসিক : ৩·৫০

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ম্যানেজার : সাপ্তাহিক আরাফাত, ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

পূর্ব পাকিস্তানের প্রাচীনতম মাসিক

আল ইসলাহ

সিলহেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের মুখপত্র

৩৬শ বর্ষ চলিতেছে

এই বর্ষে "আল ইসলাহ" সুন্দর অঙ্গ সজ্জায় শোভিত হইয়া প্রত্যেক মাসে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছে। নিয়মিত গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা ছাড়াও ইহাতে আছে শ্রেষ্ঠ লেখক লেখিকাদের মননশীল রচনা সমূহ।

বার্ষিক চাঁদা সাধারণ ডাকে ৬৲ টাকা, ষান্মাসিক ৩৲ টাকা, রেজিষ্টারী ডাকে ৮৲ টাকা, ষান্মাসিক ৪৲ টাকা।

ম্যানেজার—আল ইসলাহ

জিন্নাহ হল, দরগা মহল্লাহ, সিলহেট

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল হাদীস

(মাসিক)

কুরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

প্রকাশ মহল : ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

চতুর্দশ বর্ষ	অগ্রহায়ণ, ১৩৭৪ বংগাব্দ ; রমযান, ১৩৮৭ হিঃ ডিসেম্বর, ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দ ;	ষষ্ঠ সংখ্যা

تفسير القران العظيم

কুর্‌আন-মজীদের ভাষ্য

আম পারার তফসীর

সূরা' কুরাইশ্

শাইখ আবদুর রহীম এম.এ, বি.এল বি.টি, ফারিগ-দেওবন্দ

سورة قريش

সূরা কুরাইশ্

এই সূরার প্রথম আয়াতে 'কুরাইশ' শব্দ থাকায় ইহার এই নাম হইয়াছে।

মানুষ স্বভাবতঃ নিজের জন্য উপকারী ও লাভজনক বস্তু পাইবার জন্য এবং নিজের পক্ষে অপকারী ও ক্ষতিকর বস্তু দূর করিবার জন্য ব্যগ্র ও ব্যাকুল হইয়া থাকে। তাই মানুষকে তাহার আকাঙ্খিত বস্তু দান করাও যেমন আল্লাহ তা'আলার একটি নি'মাৎ, সেইরূপ মানুষের অবাঞ্ছিত বস্তু তাহা হইতে দূর করাও আল্লাহ তা'আলার একটি নি'মাৎ। আব্‌রাহার আক্রমণ দূর করিয়া আল্লাহ তা'আলা কুরাইশ-দের প্রতি যে নি'মাৎ দান করেন তাহা তিনি পূর্বের সূরাটিতে বর্ণনা করেন। তারপর, কুরাইশদের প্রতি আরবদের অনুরাগ ও প্রীতি স্থাপন করিয়া তিনি কুরাইশদের যে কল্যাণ সাধন করেন তাহা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তিনি এই সূরায় উল্লেখ করেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অসীম দয়াবান অত্যন্ত দাতা আল্লার নামে।

১। কুরাইশদের অনুরাগ ও প্রীতি স্থাপনের জন্য, ১ । لِإِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ۝

১। (لإيلف) 'লি-ঈলাফ' ل অব্যয়টির এবং 'ঈলাফ' শব্দটির একাধিক অর্থ ও তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়।

'লাম' সম্পর্কে আলোচনা— اسجدوا لآدم (উস্‌জুদু লি-আদম) এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে (তর্জুমানুল হাদীস ১০ম বর্ষ, ৩১২—১৩ পৃষ্ঠায়) বলা হইয়াছে যে, 'লাম' অব্যয়টি কুরআন মজীদে বারোটি অর্থে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। ঐ অর্থগুলি হইতে মাত্র দুইটি অর্থ এখানে এই লামের প্রতি প্রযোজ্য হইতে পারে। একটি হইতেছে কারণ বা উদ্দেশ্য বর্ণনা অর্থে এবং অপরটি হইতেছে 'ইলা (الى) বা সংযোগ সাধন অর্থে।

'লাম' কে 'কারণ বর্ণনা' অর্থে গ্রহণ করা হইলে উহার সংযোগ তিন ভাবে সম্ভব হইতে পারে। যথা পূর্বের সূরার শেষ আয়াতের সহিত অথবা পূর্বের সূরার প্রথম আয়াতের সহিত অথবা এই সূরার তৃতীয় আয়াতটির সহিত। আর উহা যখন ইলা (الى) অর্থে ব্যবহৃত হয় তখন উহাকে সংযুক্ত ধরা হয় উহ্য কোন ক্রিয়ার সহিত। বিস্তারিত বিবরণ এই ঃ—

(ক) পূর্বের সূরার শেষ আয়াতের সহিত সংযুক্ত ধরিয়া তাৎপর্য হইবে "কুরাইশদের **'ইলাফ'এর উদ্দেশ্যে** আল্লাহ তা'আলা **'আস্‌হাবুল ফীলকে' ধ্বংস করেন।**

(খ) পূর্বের সূরার প্রথম আয়াতের সহিত সংযুক্ত ধরিয়া তাৎপর্য হইবে **"আস্‌হাবুল ফীলের সহিত আল্লাহ তা'আলার ঐ রূপ আচরণ,** তাহাদের সকল ফন্দী-ফিকির ব্যর্থকরণ, তাহাদের দিকে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী পাঠাইয়া তাহাদের উপরে কঙ্কর নিক্ষেপ করাইয়া তাহাদের সংহার সাধন—এই সবই আল্লাহ তা'আলা করেন কুরাইশদের 'ঈলাফ' এর উদ্দেশ্যে।"

এই ব্যাখ্যা দুইটিকে অধিকাংশ আলিমই প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। তাঁহারা ইহার বিপক্ষে দুইটি আপত্তি তোলেন। তাঁহাদের প্রথম আপত্তি এই যে, আস্‌হাবুল ফীলের সহিত আল্লাহ তা'আলার উল্লিখিত আচরণ ও তাহাদের সংহার সাধন—এ সবেরই মূলে ছিল তাহাদের কুফর বা আল্লার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। অর্থাৎ এই সংহারের উদ্দেশ্য ছিল তাহাদিগকে তাহাদের কুফর এর জন্য শাস্তি দান; কুরাইশদের ঈলাফ এই সংহারের উদ্দেশ্য ছিল না।

তাঁহাদের দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, পূর্বের সূরার সহিত উল্লিখিত সংযোগ মানিয়া লইলে এই সূরাটিকে একটি স্বতন্ত্র সূরা গণ্য করা যায় না।

প্রথম আপত্তিটির জওয়াবে বলা হয় যে, অস্‌হাবুল ফীলের এই সংহার ও নিধন তাহাদের 'কুফর' এর শাস্তিদানের উদ্দেশ্যে আদৌ করা হয় নাই। তাহাদের এই 'কুফর' এর শাস্তি তাহাদিগকে দেওয়া হইবে আখিরাতে। বস্তুতঃ তাহাদিগকে ঐ ভাবে সংহার করার একমাত্র উদ্দেশ্য হইতেছে কুরাইশদের ঈলাফ। দ্বিতীয়তঃ আসহাবুল ফীলের ঐ ভাবে ধ্বংস প্রাপ্ত হওয়াকে যদি 'কুফর' এর শাস্তিদান উদ্দেশ্যে ধরাও হয় তথাপি তাহাদিগকে যে-ভাবে সংহার করা হয়, তাহাই কুরাইশদের ঈলাফ এর কারণ হইয়া উঠে বলিয়া কুরাইশদের ঈলাফকে আসহাবুল-ফীলের ঐ নিধন-প্রাপ্তির উদ্দেশ্য বলা অসঙ্গত হয় না। এই জওয়াব অনুযায়ী কুফর এর জন্য শাস্তি দান হইবে প্রত্যক্ষ ও মুখ্য উদ্দেশ্য আর ঈলাফ হইবে পরোক্ষ ও গৌণ উদ্দেশ্য। তৃতীয়তঃ, একই কাজের একাধিক উদ্দেশ্য থাকা মোটেই অসঙ্গত বা অস্বাভাবিক নয়। কাজেই কুফরের জন্য শাস্তি দান এবং কুরাইশদের ঈলাফ সাধন উভয়কেই ঐ সংহারের উদ্দেশ্য বলিয়া গণ্য করা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বটে।

পূর্বের সূরার সহিত উল্লিখিত ভাবে দুই প্রকার

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সংযোগ সাধন সম্পর্কে দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, সে ক্ষেত্রে সূরা কুরাইশ স্বতন্ত্র একটি সূরা থাকে না; বরং ইহা সূরা আল-ফীলেরই অংশবিশেষ হইয়া উঠে; অথচ একমাত্র উবাইই ইবন কা'ব সাহাবী ছাড়া বাকী সকল সাহাবীরই মতে সূরা আল-ফীল ও সূরা কুরাইশ দুইটি স্বতন্ত্র সূরা এবং ইহাই বিশুদ্ধ মত। যাঁহারা লাম এর উল্লিখিত দুই প্রকার সংযোগ সমর্থন করেন তাঁহারা এই আপত্তির জওয়াবে বলেন যে, কুরআন মজীদের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত অনুধাবন সহকারে পড়িয়া দেখিলে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, প্রত্যেকটি সূরার আয়াতগুলি ভাব ও অর্থের দিক দিয়া যেমন পরস্পর পরস্পরের সহিত সংযুক্ত, সম্পূর্ণ কুরআন মজীদের সূরাগুলিও সেইরূপ ভাব ও অর্থের দিক দিয়া পরস্পর পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। কাজেই যে কোন সূরার শেষের সহিত পরবর্তী সূরার প্রথম ভাগের যোগ স্বাভাবিকভাবেই রক্ষিত হইয়াছে। এই ধরণের সংযোগকে যদি সূরাদ্বয়ের অভিন্ন হওয়ার যুক্তি হিসাবে গ্রহণ করা হয় তাহা হইলে সূরা ফাতিহা হইতে সূরা 'আন নাস' পর্যন্ত মোট ১১৪টি সূরাকে একটি সূরাই ধরিতে হয়; অথচ ইহা কেহই স্বীকার করেন না। কাজেই উল্লিখিত সংযোগের কারণে সূরা কুরাইশকে স্বতন্ত্র একটি সূরা না মানিয়া সূরা আল-ফীলের অংশ বিবেচনা করা কোন ক্রমেই সঙ্গত হইতে পারে না। তারপর, যে ক্ষেত্রে তামাম সাহাবী এই সূরাদ্বয়কে স্বতন্ত্র দুইটি সূরা বলিয়া স্বীকার করেন এবং সেই অনুসারে মুসহাফ-উসমানীতে যখন উহা দুইটি স্বতন্ত্র সূরারূপে লিপিবদ্ধ হয় তখন মাত্র একজন সাহাবীর সংকলনকে তামাম সাহাবীর মতের উর্ধে স্থান দেওয়া কদাচ সঙ্গত হয় না। তারপর হযরৎ 'উমরের তিলাওৎ ধারার কথা। ইহা সকলেই স্বীকার করেন যে, ইমামের পক্ষে অথবা যে কোন একেলা নামায সম্পাদনকারীর পক্ষে একই রাক'আতে একাধিক সূরা তিলাওৎ করা নিশ্চিত ভাবে বৈধ ও জায়িয। কাজেই হযরৎ উমরের উল্লিখিত তিলাওৎ হইতে ইহা আদৌ প্রমাণিত হয় না যে, এই দুইটি সূরা প্রকৃতপক্ষে একটি সূরা। তাঁহাদের জওয়াবের সার কথা এই যে, উল্লিখিত সংযোগ মানিয়া লওয়া সত্ত্বেও এই সূরাকে একটি স্বতন্ত্র সূরা মানিতে কোন বাধা বিপত্তি উঠিতে পারে না।

উল্লিখিত মতের সমর্থনকারীদের এই যুক্তির জওয়াবে অধিকাংশ আলিমদের পক্ষ হইতে বলা যে, কুরআন মজীদের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত যাবতীয় আয়াতের পরস্পরের সহিত ভাব ও অর্থের দিক দিয়া অবিচ্ছেদ্য ভাবে সংযুক্ত থাকার কথা কেহই অস্বীকার করে না, আপত্তি হইতেছে বাক্যের অংশবিশেষ এক সূরায় এবং অবশিষ্ট অংশ পরবর্তী সূরায় থাকা সম্পর্কে। 'লি-ঈলাফি' কে পূর্ববর্তী সূরার কোন ক্রিয়ার সহিত সংযুক্ত (متعلق) ধরা হইলে তাৎপর্য এই দাঁড়ায় যে, 'কা-'আসফিম মা'কুল' দ্বারা বাক্য সমাপ্ত হইল না; আর বাক্য যখন অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল তখন ঐখানে সূরা সমাপ্ত হইল না। কারণ, সূরা বলিতে কুরআন মজীদের স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাবপ্রকাশক অংশবিশেষকেই বুঝানো হইয়া থাকে। কাজেই উক্ত উভয় প্রকার সংযোগই অসঙ্গত ও অযৌক্তিক।

(গ) 'লি' অব্যয়টিকে 'কারণ' অর্থে গ্রহণ করিয়া উহার তৃতীয় প্রকার সংযোগ দেখানো হয় এই সূরারই মধ্যভাগে অবস্থিত 'ফাল্-য়া'বুদু' (فليعبدوا) এর সহিত। তখন অর্থ দাঁড়ায় এইরূপ "আল্লাহ তা'আলা কুরাইশদের ঈলাফ সাধন করেন বলিয়া তাহাদের কর্তব্য হইতেছে "এই ঘরটির' রব্বের ইবাদাৎ করা।" এই সংযোগটির দুর্বলতা কয়েক ভাবে ধরা পড়ে। প্রথমতঃ এই সংযোগে 'ফাল-য়া'বুদু' এর 'ফা' অবান্তর হইয়া উঠে। দ্বিতীয়তঃ এই সংযোগে 'ফা' কে সঙ্গত প্রমাণ করিতে গিয়া বেশ কিছু অনাহূত কথা উহ্য ধরিতে হয়। উহ্য কথাগুলি হইবে এইরূপ—"কুরাইশেরা যদি আল্লাহ তা'আলার অপরাপর দানগুলির শুকরীয়া প্রকাশার্থ তাঁহার ইবাদাৎ না করে"। (ফাল-য়া'বুদু লি-ঈলাফি কুরাইশ) তবে অন্ততঃ তাহাদের এই ঈলাফের জন্যও তাহাদের উচিত তাহারা যেন ইবাদাৎ করে এই প্রসঙ্গে ভাষাতত্ত্বের একটি মূলনীতি উল্লেখ করিতে হয়। তাহা এই—মূল বচনের যে তাৎপর্য গ্রহণে যত কম কথা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

উহ্য ধরিবার প্রয়োজন হয় সেই তাৎপর্যটি তত বেশী শুদ্ধ ও সবল বলিয়া গৃহীত হয় এবং যে তাৎপর্য গ্রহণে যত বেশী কথা উহ্য ধরিতে হয় সেই তাৎপর্যটি তত বেশী কষ্টকল্পিত হওয়ার কারণে উহা তত বেশী দুর্বল বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

তৃতীয়তঃ, এই সংযোগে 'এই ঘরটির রব্ব' কথাটিতে 'ঘরটির' উল্লেখের কোনই সার্থকতা থাকে না বলিয়া উহা অবান্তর হইয়া উঠে। কেন না এই সংযোগে যাহা উহ্য ধরা হয় তাহাতে 'ঘরটির' ধ্বংস হইতে রক্ষা ব্যাপারটি জড়িত হয় না বলিয়া 'ঘরটির' উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইয়া উঠে। বস্তুতঃ এই সংযোগ মতে বাক্যটির স্বচ্ছন্দ, সাবলীল ভাব দাঁড়ায় এইরূপ—"কুরাইশেরা যদি তাহাদের প্রতি তাহাদের রব্বের অপরাপর দানগুলির জন্য উহার শুকরীয়া স্বরূপ তাঁহার ইবাদাৎ করিতে প্রবৃত্ত না হয় তবে অন্ততঃ তাহাদের এই ঈলাফের জন্য তাহাদের কর্তব্য হইবে 'তাহাদের' রব্বের ইবাদাৎ করা।" এ ক্ষেত্রে 'এই ঘরটির' উল্লেখের কোনই প্রশ্ন উঠিতে পারে না। কাজেই এই সংযোগও বলিষ্ঠ নয়।

(ঘ) অধিকাংশ ভাষাতাত্ত্বিক ও তাফসীরকারের মত এই যে, 'ঘরটির' উল্লেখের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এবং 'লি-ঈলাফ' এর 'লাম' এর সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান অর্থ 'কারণ' বা 'উদ্দেশ্য' গ্রহণ করিয়া এই 'লাম' এর সংযোগ কোন উহ্য বাক্যের সহিত স্থাপন করাই সর্বাধিক সঙ্গত। তারপর, তাঁহারা বলেন, ঐ উহ্য বাক্যটি হইতেছে 'উল্লিখিত যাহা কিছু করিলাম তাহা আমি করিলাম' (فعلنا ما نعلنا)—(লি-ঈলাফি কুরাইশ) কুরাইশদের ঈলাফের জন্য। এই ধরনের বাক্য উহ্য মানিয়া লওয়ার ভূরি ভূরি প্রমাণ কুরআন মজীদে এবং আরবী সাহিত্যে পাওয়া যায়। কাজেই এই মতটিই হইতেছে সর্বাধিক সঙ্গত।

ইহা ছাড়া এ সম্পর্কে আরো দুইটি দুর্বল মত পাওয়া যায়। (এক) 'লাম' অব্যয়টিকে 'ইলা' অর্থে ধরিয়া। তখন আয়াতটির অর্থ দাঁড়াইবে এইরূপ—'আমি কুরাইশদের ঈলাফ সাধনের সহিত তাহাদিগকে আরও বহু নি'মাৎ দান করিলাম।' এই সংযোগ মতে "আরও বহু নি'মাৎ দান করিলাম" এই বাক্যটি উহ্য ধরিতে হয়। বস্তুতঃ এই বাক্যটি কষ্টকল্পিত ও সম্পূর্ণ অনাহূত এবং উহাকে গোজামিল বলাও অসঙ্গত হইবে না। কাজেই এই সংযোগ গৃহীত হইতে পারে না। (দুই) 'লাম' কে আশ্চর্য অর্থে ধরিয়া। তখন আয়াতটির অর্থ দাঁড়ায় এইরূপ, 'কুরাইশদের ঈলাফ একটি আশ্চর্যজনক ব্যাপার.... অতএব তাহাদের উচিত....'। এই মত অনুযায়ী অনাহূত অতি দীর্ঘ কথা উহ্য ধরিতে হয়। তখন আয়াতটির অর্থ হয় এইরূপ—এই কুরাইশ বংশের লোকদের ঈলাফ সাধনের ব্যাপারটি কতই না আশ্চর্যজনক। তদুপরি, ফাল্-য়া'বুদূ এর 'অতএব' এর সহিত মিল রক্ষা করিতে গিয়া উহ্য ধরিতে হয়—"কেননা, তাহাদিগকে যতই সাহায্য করা হয় এবং তাহাদের নিরাপত্তার জন্য যতই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় ততই তাহারা তাহাদের রব্বের ইবাদাৎ হইতে দূরে সরিয়া যাইতে থাকে।" (ফাল্-য়া'বুদূ) অতএব তাহাদের উচিত তাহারা যেন এই 'ঘরটির' রব্বের ইবাদাতে মশ্‌গুল হইয়া পড়ে। বলা বাহুল্য, এই মত অনুসারে 'ঘরটির' উল্লেখ একেবারে অবান্তর হইয়া উঠে। তারপর এই অনাহূত দীর্ঘ বাক্যটি উহ্য ধরিয়াও 'অতএব' এর সহিত উহা খাপ খায় না। ঐ উহ্য বাক্যটি খাপ খাইত যদি এখানে 'কিন্তু' থাকিত। এই সকল কারণে এই মতটির দুর্বলতা প্রকাশ্য ও স্পষ্ট হইয়া উঠে এবং ইহা দুর্বলতম মতে পরিণত হয়।

إِيلَاف—'ঈলাফ' শব্দের অর্থ 'প্রীতি ও অনুরাগ স্থাপন করানো,' 'প্রিয় করিয়া তোলা'। কাজেই আয়াতটির অর্থ হয়, 'কুরাইশদের অনুরাগ ও প্রীতি স্থাপনের জন্য'। কিন্তু 'কিসের সহিত' অথবা 'কাহার সহিত' এই অনুরাগ ও প্রীতি স্থাপন—তাহা প্রথম আয়াতে বলা হয় নাই। এই কারণে উহার তাৎপর্যে বলা হয়, 'কুরাইশদের নিজেদের পরস্পরের সহিত' এবং 'আরবের অপর গোত্রগুলির সহিত'। ফলে আয়াতটির তাফসীর হইবে এইরূপ—কুরাইশরা নিজেদের আভ্যন্তরীণ পারস্পরিক কলহ-কোন্দল ভুলিয়া গিয়া

www.ahlehadeethbd.org

সাহাতে পর[illegible] গভীর অনুরাগ ও অনাবিল প্রীতি ডোরে আবদ্ধ হ[illegible] উঠে এই জন্য করা হইল আবরাহার ঐ আক্রমণ ব্যর্থ; আর কুরাইশদের সহিত অপর আরব গোত্রগুলির অনুরাগ ও প্রীতি-সৌহার্দ্যগাতে গড়িয়া উঠে সেই জন্য আবরাহার সৈন্যবাহিনীকে বিধ্বস্ত করা হইল এবং যে কাবা ঘরটি যাবতীয় আরব গোত্রের লোকদের পরম সম্মানিত এবং কুরাইশেরা যাহার তত্ত্বাবধানকারী ও পরিচালক সেই কা'বা ঘরটিকে ধ্বংসের হাত হইতে অলৌকিকভাবে রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হইল।

قريش—হযরত মুহাম্মাদ সঃ-র ত্রয়োদশ ঊর্ধতন পুরুষ 'নাযর' (نضر) এর বংশধরগণ কুরাইশ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। তাঁহারা রাসূলুল্লাহ সঃ-র যমানায় দশটি শাখায় বিভক্ত হইয়া দশ নামে পরিচিত হইতে থাকেন। শাখাগুলির বিবরণ পরে দেওয়া হইতেছে।

'নাযর' এর বংশধরদের 'কুরাইশ' নামকরণ সম্পর্কে কয়েকটি মত পাওয়া যায়। যথা, ইহাকে 'কারাশা' (قرش) ক্রিয়াপদ হইতে অথবা কারশ (قرش) বিশেষ্য পদ হইতে উদ্ভূত ধরা হয়। 'কারাশা' ক্রিয়াপদের অর্থ হইতেছে 'জমা করা', 'সমবেত করা', 'উপার্জন ও রোযগার করা', 'তত্ত্ব-তালাশ লওয়া', 'খোঁজ খবর রাখা'। এই অর্থগুলির পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয় যে, (ক) 'নাযর' এর অধস্তন অষ্টম বংশধর ও রসূলুল্লাহ স র ঊর্ধতন পঞ্চম পুরুষ 'কুসাইই' (قصى) এর যমানা পর্যন্ত 'নাযর' এর বংশধরগণ মক্কা ও তাহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত অবস্থায় বাস করিতে থাকেন। অনন্তর 'কুসাই' মক্কার হারাম' সীমার মধ্যে এক স্থানে তাঁহাদের সকলের সমবেত ভাবে বসবাস করার ব্যবস্থা করেন। এই ভাবে তাঁহারা একত্রিত হইয়া বাস করার কারণে তাঁহাদিগকে 'কুরাইশ' বলা হয়। অথবা (খ) নাযর এর বংশধরেরা ব্যবসা বাণিজ্য দ্বারা উপার্জন করিতেন এবং তাহা হইতে কিছু কিছু সঞ্চয় করিয়াও রাখিতেন। অনন্তর, তাহারা হজ্জের মওসমে হজ্জ উপলক্ষে বহিরাগত লোকদের তত্ত্ব-তালাস ও খোঁজ-খবর লইয়া তাঁহাদের অভাব মোচনে অর্থ ব্যয় করিতেন বলিয়া তাঁহাদের এই নাম হয়।

তারপর (গ) 'কারশ' শব্দটিকে বিশেষ্য পদ ধরিলে উহার অর্থ হয় 'এক প্রকার বিরাটকায় সামুদ্রিক জন্তু—যে জন্তু সমুদ্রের যাবতীয় জন্তুকে পর্যুদস্ত করিয়া উদরস্থ করিয়া থাকে, কিন্তু তাহাকে সামুদ্রিক অপর কোন জন্তুই পরাস্ত করিতে পারে না'। ঐ 'কারশ' শব্দের তাসগীর (تصغير) করিয়া 'কুরাইশ' শব্দ গঠিত হইয়াছে—অর্থ 'ছোট কারশ'। নাযর এর বংশধরেরা যেহেতু বরাবর স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করিয়া আসিতেছিলেন এবং অপর কোন গোত্র বা বংশ যেহেতু তাঁহাদিগকে পদানত করিতে পারে নাই এই কারণে তাঁহাদিগকে কুরাইশ বলা হইত।

কুরাইশদের শাখাসমূহ: কুরাইশ গোত্রের দশটি শাখা রহিয়াছে। ঐ শাখাগুলির নাম এই—

১। **হাশিম**—রসূলুল্লাহ সঃ-র তৃতীয় ঊর্ধতন পুরুষের নাম **হাশিম**। হাশিমের বংশধরগণ হাশিমী নামে পরিচিত। **রসূলুল্লাহ সঃ** এবং **হযরত আলী** উভয়েই হইতেছেন হাশিমের প্রপৌত্র।

২। **উমাইয়া**—রসূলুল্লাহ সঃ-র চতুর্থ ঊর্ধতন পুরুষ 'আবদু মানাফ'। এই আবদু মানাফ এর পুত্র 'আবদু শামস এবং আবদু শামসএর পুত্রের নাম **উমাইয়া**। এই শাখার লোককে 'উমাবী' বলা হয়। **হযরত উসমান** রাঃ হইতেছেন উমাইয়ার প্রপৌত্র।

৩। **নাওফাল**—রসূলুল্লাহ সঃ এর চতুর্থ ঊর্ধতন পুরুষের নাম আবদু মানাফ। এই আবদু-মানাফের এক পুত্রের (হাশিম এর এক ভাইয়ের) নাম নাওফাল। সাহাবী জুবাইর (جبير) ইবন মুৎইম রাঃ হইতেছেন নাওফালের প্রপৌত্র।

(جبير بن مطعم بن عدى بن نوفل)

৪। **আসাদ**—রাসূলুল্লাহ সঃ-র ঊর্ধতন পঞ্চম পুরুষের নাম 'কুসাইই'। এই 'কুসাইই' এর পুত্র 'আবদুল 'উযযা এবং 'আবদুল 'উযযার পুত্রের নাম **আসাদ**। **হযরত যুবাইর** রাঃ এই আসাদের প্রপৌত্র।

৫। **যুহরাহ**—রাসূলুল্লাহ সঃ এর ঊর্ধতন ষষ্ঠ পুরুষের নাম কিলাব। এই কিলাবের এক পুত্রের নাম

www.ahlehadeethbd.org

২। শীত ও গ্রীষ্মের বিদেশ-গমণের প্রতি তাহাদের অনুরাগ ও প্রীতি স্থাপনের জন্য [যাহা করিবার ছিল তাহা করিলাম]। ২

٢ - إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ

৩। অতএব তাহারা ইবাদাৎ করুক এই ঘরটির রব্বের, ৩

٣ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ •

যুহরাহ। আবদুর রাহমান ইবনে-'আওফ এবং সা'দ ইবন আবী অক্কাস উভয়ই হইতেছেন এই যুহরাহ এর পৌত্রের পৌত্র। রাসূলুল্লাহ সঃ-র মাতা আমিনা ছিলেন এই 'যুহরাহ'এর পৌত্র অহবের কন্যা।

মাখযূম—রাসূলুল্লাহ সঃ-র উর্ধতন সপ্তম পুরুষের নাম মুররাহ। এই মুররাহ এর এক পুত্রের নাম য়াকৃযাহ, এবং এই 'য়াকৃযাহ' এর পুত্রের নাম হইতেছে 'মাখযূম'। খালিদ-ইবনুল-অলীদ হইতেছে মাখযূমের পৌত্রের প্রপৌত্র।

৭। তাইম—রাসূলুল্লাহ সঃ-র উর্ধতন সপ্তম পুরুষের নাম মুররাহ। এই মুর্রাহ এর পুত্রের নাম তাইম। হযরৎ আবুবকর রাঃ হইতেছেন এই তাইমের প্রপৌত্রের প্রপৌত্র এবং হযরৎ তালহা রাঃ হইতেছেন এই তাইমের প্রপৌত্রের প্রপৌত্রের পুত্র।

৮। 'আদী—রাসূলুল্লাহ সঃ-র উর্ধতন অষ্টম পুরুষের নাম কা'ব। এই কা'ব এর পুত্রের নাম 'আদী। হযরৎ উমর রাঃ হইতেছেন এই 'আদীর প্রপৌত্রের পৌত্র এবং হযরৎ সা'ঈদ-ইবন-যাইদ হইতেছেন 'আদীর প্রপৌত্রের প্রপৌত্রের প্রপৌত্র।

জুমাহ—রাসূলুল্লাহ সঃ-র অষ্টম উর্ধতন পুরুষের নাম কা'ব (كعب)। তাঁহার পুত্রের নাম হাসীস (هصيص); হাসীস (هصيص) এর পুত্রের নাম 'আমর এবং 'আমর এর পুত্রের নাম 'জুমাহ'। রাসূলুল্লাহ সঃ-র দুধ ভাই উসমান ইবন-মায'উন হইতেছেন 'জুমাহ' এর প্রপৌত্রের পৌত্র।

(عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح)

১০। সাহম—'জুমাহ' এর এক ভাইয়ের নাম 'সাহম'। বিখ্যাত সাহাবী 'আমর-ইবনুল 'আস 'সাহম' এর প্রপৌত্রের প্রপৌত্র ছিলেন।

عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد (সু'আইদ) بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن مرة ٤

২। 'ঈলাফ' শব্দটি পূর্বের আয়াৎটিতে একবার এবং এই আয়াতে আর একবার উল্লেখ করা হইয়াছে। ফলে, আয়াৎ দুইটির একত্রে তাফসীর হইবে এইরূপ—(প্রথম আয়াৎ) কুরাইশদের আভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ প্রীতি অনুরাগ সর্বতোভাবে স্থাপনের জন্য—(দ্বিতীয় আয়াৎ) বিশেষতঃ শীত ও গ্রীষ্মের ব্যবসায় অভিযানের প্রতি তাহাদের প্রীতি ও অনুরাগ স্থাপনের জন্যে [উল্লিখিত ব্যাপারটি এবং অপর ব্যাপারগুলি ঘটানো হইল।]

رحلة - বিদেশ গমন। এ সম্পর্কে অধিকাংশ তাফসীরকার বলেন, কুরাইশগণ বৎসরে দুইবার ব্যবসায় উপলক্ষে বিদেশ যাইতেন। মাক্কার তুলনায় য়ামান অধিকতর উষ্ণ প্রদেশ বলিয়া তাঁহারা শীতকালে য়ামান অঞ্চলে ব্যবসায়ে যাইতেন এবং সিরীয়া প্রদেশ অধিকতর ঠাণ্ডা বলিয়া তাঁহারা গ্রীষ্মকালে সিরীয়াতে ব্যবসায় করিতে যাইতেন।

৩। هذا البيت —'এই ঘরটি' বলিয়া কা'বা ঘরকে বুঝানো হইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

৪ الَّذِىْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۚ

৪। যিনি তাহাদিগকে তীব্র ক্ষুধার পরে খাদ্য দান করিয়া এবং ভীষণ ভীতির পরে তাহাদিগকে নির্ভয় করিলেন। ৪

৪। اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ—'তাহাদের ক্ষুধার পরে তাহাদিগকে খাদ্য দান করিলেন'। এই খাদ্য দানের স্বরূপ একাধিকভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। (এক) আস্‌হাবুল-ফীলের ঘটনার পূর্বে কুরাইশদিগকে খাদ্যাভাবে বড়ই কষ্ট ভোগ করিতে হইত। কুরাইশেরা কা'বা ঘরের তত্ত্বাবধানকারী ছিলেন বলিয়া সমগ্র আরব জাতি তাঁহাদিগকে সম্মান দেখাইলেও মাঝে মাঝে ব্যবসায় উপলক্ষে তাঁহাদের বিদেশ গমনকালে লোকে তাঁহাদিগকে লুটপাট করিতে কসুর করিত না। বস্তুতঃ বিদেশে তাঁহাদের জান-মাল সব সময়ে নিরাপদ ছিল না। এই কারণে তাঁহারা প্রায়ই প্রয়োজনের উপযোগী যথেষ্ট খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারিতেন না বলিয়া তাঁহাদিগকে অনেক দিনই উপবাস করিয়া কাটাইতে হইত। অনন্তর, আস্‌হাবুল-ফীলের ঘটনাটির পরে তামাম আরববাসীর অন্তরে কুরাইশদের সম্পর্কে গভীর শ্রদ্ধা, ভয় ও ভক্তি স্থান লাভ করে। উহার ফলে কুরাইশদের পক্ষে নির্ভয়ে অবাধে সকল সময় সর্বত্র বিদেশ গমন সম্ভব হওয়ায় তাঁহারা অনায়াসে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য সংগ্রহ করিতে সক্ষম হন। এইভাবে আল্লাহ তা'আলা তাঁহাদিগকে খাদ্য দানের ব্যবস্থা করেন।

(দুই) পূর্বকালে খাদ্য সংগ্রহের জন্য কুরাইশদিগকে একবার য়ামান, একবার সিরীয়া দৌড়াদৌড়ি করিতে হইত। ইহা তাহাদের পক্ষে বাস্তবিকই নিতান্ত কষ্টের ছিল। অনন্তর, আল্লাহ তা'আলা এই ব্যবস্থা করেন যে, হাবশীগণ য়ামানে খাদ্যাদি নোকায় বোঝাই করিয়া মক্কা হইতে মাত্র দুই রাত্রির পথ দূরে জিদ্দায় পৌঁছাইতে আরম্ভ করে এবং কুরাইশেরা উট ও গাধা-যোগে খাদ্যাদি জিদ্দা হইতে মক্কায় আনিতে থাকে। এইভাবে কুরাইশেরা একটি বিদেশ গমনের কষ্ট হইতে অব্যাহতি লাভ করে।

مِّنْ جُوْعٍ—'ক্ষুধার পরে'। এখানে খাদ্য দান সম্পর্কে ক্ষুধার উল্লেখের একাধিক তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়। (এক) ক্ষুধার গুরুত্ব প্রকাশ করিবার জন্য। বস্তুতঃ তীব্র ক্ষুধার পরে সামান্য পরিমাণে খাদ্য পাওয়াও যে কত বড় একটি নি'মাৎ তাহা ভুক্তভোগীই সম্যক উপলব্ধি করিয়া থাকে। ক্ষুধায় কাতর না হইলে খাদ্যের কদর ও মর্যাদা হয় না। শস্যাদি ও ফল-ফলাদি শূন্য মরু প্রান্তর মক্কায় কুরাইশেরা খাদ্যাভাবে ক্ষুধার যন্ত্রণায় কষ্টভোগ করিত। এমত অবস্থায় খাদ্যদানের গুরুত্বের কথা প্রকাশের জন্য এই শব্দ দুইটি বৃদ্ধি করা হইয়াছে। (দুই) কুরাইশদিগকে তাহাদের অতীত কালের দুরবস্থার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া তাহাদিগকে এই নি'মাতের যথাযথ কদর করিবার জন্য তাহাদের চেতনাকে জাগ্রত করিবার উদ্দেশ্যে ইহা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। (তিন) ক্ষুধা নিবারণই মানুষের প্রকৃত কাম্য ও উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ। ক্ষুধা নিবারণ হইলেই মানুষ স্বচ্ছন্দে, নিশ্চিত মনে নিজ পার্থিব কর্তব্যও সমাধা করিতে পারে, পারলৌকিক কর্তব্যও পালন করিতে পারে। ভুরি ভোজন ও পরিতৃপ্ত আহার মানুষের কাম্য হইতে পারে না। কারণ পরিতৃপ্ত ভোজন প্রকৃত পক্ষে একটি আযাব বিশেষ। তাহা ছাড়া পরিতৃপ্ত ভোজনের পরে কিছুক্ষণ যাবৎ মানুষকে বেকার অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে হয়। তখন সে না পারে দুনয়ার কোন কাজ কাম করিতে আর না পারে আখিরাতের কোন কাজ করিতে। এই কথা মানুষকে শিক্ষা দিবার জন্য এখানে ক্ষুধার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে 'আশবা'আহুম' (اَشْبَعَهُمْ—তাহাদিগকে পরিতৃপ্ত ভোজন করাইলেন) না বলিয়া 'আৎ'আমাহুম'

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(اطعمهم—তাহাদিগকে খাদ্যদান করিলেন) বলা হইয়াছে।

امنهم من خوف—'তাহাদিগকে ভীষণ ভীতির পরে নির্ভয় করিলেন'। উল্লিখিত ভয় এবং ঐ ভয় হইতে মুক্তির স্বরূপ কয়েকভাবে বর্ণিত হইয়াছে। (এক) আস্‌হাবুল ফীল্‌কে ধংস করিয়া তাহাদের আক্রমণ জনিত ভয় হইতে নিশ্চিত করিলেন। (দুই) কুরাইশ ছাড়া আরবের অপর গোত্রের লোকেরা কী স্বদেশে, কী বিদেশে, সর্বত্রই সর্বদাই আক্রান্ত ও লুণ্ঠিত হইবার আশঙ্কায় সন্ত্রাস্ত হইত এবং কার্যতঃ আক্রান্ত ও লুণ্ঠিত হইত। কিন্তু আল্লা কুরাইশদিগকে তাহাদের নিজ দেশ 'হারাম'। অঞ্চলে নিরাপদে বসবাস করিবারও ব্যবস্থা করেন এবং বিদেশেও তাহাদের নিরাপদে যাতায়াতের অবস্থার সৃষ্টি করেন। (তিন) আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে কুষ্ঠ ব্যাধির আশঙ্কা হইতে নিশ্চিত করেন। বস্তুতঃ কুরাইশদের কাহারও কুষ্ঠব্যাধি হয় না। (চার) আরবের য়াহুদী, খৃষ্টান এবং বহিরাগত অগ্নি উপাসক প্রভৃতি জাতি ও ধর্মাবলম্বীগণ ধর্ম, সমাজ ব্যবস্থা, কৃষ্টি, সভ্যতা ইত্যাদি কুরাইশদের নানা প্রকার সমালোচনা, বিদ্রূপ মন্তব্য এমন কি বিদ্রূপও করিত। (আরব-নরপতি নু'মান-ইবনুল-মুন্‌যির পারস্য সম্রাটের দরবার হইতে আরব-কৃষ্টি ও সভ্যতা ব্যাপারে সমালোচনা[illegible] তিক্ত অভিজ্ঞতা লইয়া ফিরিয়া আসেন তা[illegible] ইতিহাসে স্পষ্টভাবে বর্ণিত রহিয়াছে।) ঐ সকল জাতি ও ধর্মাবলম্বী নিজেদেরে আহলুল কিতাব এবং কৃষ্টি ও সভ্যতার ধারক-বাহক বলিয়া গর্ব ও অহঙ্কার করিত এবং কুরাইশদিগকে মূর্খ, অসভ্য, বর্বর বলিয়া ঘৃণা করিত। অনন্তর, আল্লাহ তা'আলা কুরাইশদের মধ্য হইতে হযরৎ মুহাম্মদ সঃ-র প্রতি কুরআন নাযিল করিলে তাহারা ধর্ম ও কৃষ্টি ব্যাপারে যে কোন সভ্য জাতির সমকক্ষ হইয়া উঠে এবং **পৃথিবীর অপর জাতিগুলির বিদ্রূপ মন্তব্যের আশঙ্কা হইতে নিরাপদ হয়।**

এই চতুর্থ তাৎপর্যটি পূর্ববর্তী 'ক্ষুধার পরে খাদ্য দান' এর সঙ্গে বেশ সমঞ্জস ও সঙ্গত। উভয়ে মিলিয়া অর্থ দাঁড়ায় এই—যে রব্ব তোমাদের দৈহিক ক্ষুধা মিটাইবার ব্যবস্থা করার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের মানসিক ও আত্মিক ক্ষুধা মিটাইবারও এরূপ ব্যবস্থা করেন যে, উহার ফলে তিনি তোমাদের স্বতন্ত্র ধর্মীয় ব্যবস্থা, সমাজ, কৃষ্টি ও সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়া তোমাদিগকে সকল ব্যাপারে নিশ্চিত ও নির্ভয় অবস্থায় পৃথিবীতে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন সেই রব্বের এবং একমাত্র সেই রব্বেরই ইবাদৎ ও গোলামী করাই তোমাদের উচিৎ।

www.ahlehadeethbd.org

মুহাম্মাদী রীতি-নীতি

(আশ-শামায়িলের বাঙ্গানুবাদ)

॥ আবু মুসুফ দেওবন্দী ॥

'আশ-শামায়িল' রচয়িতার সংক্ষিপ্ত জীবনী

'আশ-শামায়িল' রচয়িতার নাম 'মুহাম্মদ'; পিতার নাম 'ঈসা'; পিতামহের নাম 'সাওরাহ'। প্রাচীন খুরাসানের যে অংশ বর্তমান ইরাণের অন্তর্ভুক্ত সেই অংশে 'বালখ' বা 'জাইহুন' নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত 'তিরমিয' নামক একটি প্রাচীন শহর হইতে প্রায় ১৮ মাইল (ستة فراسخ) দূরে 'বুগ' নামক গ্রামে হিজরী ২০৯ সনে এই রচয়িতার জন্ম হয়। তাঁহার জন্মস্থানের নিকটবর্তী মশহুর শহর 'তিরমিয' ছিল বলিয়া তিনি 'তিরমিযী' নামে পরিচিত হন। আবার 'বুগ' গ্রামে তাঁহার জন্ম বলিয়া তাঁহাকে 'বুগীও' বলা হয়। তিনি নিজের জন্য 'আবু ঈসা' উপনাম গ্রহণ করেন এবং তাঁহার কিতাবের সর্বত্রই এই উপনাম ব্যবহার করেন। যখনই কিছু বলিবার তাঁহার প্রয়োজন হয় তখনই তিনি বলেন, 'আবু ঈসা বলিল' (قال ابوعيسى)।

ইমাম তিরমিযী তাঁহার কিতাবে 'মুহাম্মদ বলিল', 'মুহাম্মদকে জিজ্ঞাসা করিলাম'—এই ধরণের উক্তিযোগে ইমাম বুখারীর বাণী উল্লেখ করিয়া থাকেন। ইমাম তিরমিযীর নামও মুহাম্মদ। কাজেই তিনি যদি 'মুহাম্মদ বলিল' বলিয়া নিজের উক্তি উল্লেখ করিতেন তাহা হইলে ইমাম বুখারীর উক্তি হইতে ইমাম তিরমিযীর নিজের উক্তিকে পৃথক করা একপ্রকার অসম্ভবই হইয়া উঠিত। আমার মনে হয়, সম্ভবতঃ এই কারণে তিনি নিজ উক্তিকে তাঁহার উপনাম যোগে উল্লেখ করেন।

কাজেই গ্রন্থকারের পূর্ণ নাম দাঁড়াইল—আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা ইবন সাওরাহ, আৎ তিরমিযী, আল-বুগী।

'তিরমিয' শব্দটির উচ্চারণ আরও দুই ভাবে করা হইত: 'তারামিয' ও 'তুরমুয'; কিন্তু 'তিরমিযই' সমধিক প্রসিদ্ধ ছিল।

উপনাম 'আবু-ঈসা' সম্পর্কে আলোচনা—ইমাম তিরমিযী শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসদের অন্তর্ভুক্ত। হাদীস শাস্ত্রের ইল্‌ম ব্যাপারে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের পরে যাঁহাদের স্থান, ইমাম তিরমিযী তাঁহাদেরই একজন। তিনি সর্ববাদীসম্মত মুজতাহিদও বটেন। এমত অবস্থায় নিজের জন্য তাঁহার 'আবু-ঈসা' উপনাম গ্রহণ করা অসঙ্গত বা মাকরূহ কাজ বলিয়া ধারণা করা যায় না। তবুও একদল সমালোচক তাঁহার এই উপনাম গ্রহণকে শারী'আৎ-বিরোধী মাকরুহ কাজ বলিয়া ঘোষণা করতঃ ইমাম তিরমিযীর মর্যাদা হ্রাস করিবার প্রয়াস পান। ফলে, এসম্পর্কে আলিমদের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা হইয়া গিয়াছে। ঐ সর্ব আলোচনার সারমর্ম নিম্নে দেওয়া হইল।

সমালোচকদের বিবৃতি—(ক) আবু-ঈসার অর্থ হইতেছে 'ঈসার পিতা'; আর যেহেতু ঈসা আঃর কোন পিতা ছিলনা, কাজেই এই প্রকার উপনাম গ্রহণ সিদ্ধ হইতে পারে না। তারপর তাঁহারা এই প্রসঙ্গে (খ) রাসূলুল্লাহ সঃ-র একটি বাণী এবং (গ) হযরৎ উমর রাঃ-র একটি উক্তি প্রমাণ স্বরূপ পেশ করেন। ঐ বাণী ও ঐ উক্তিটি ইব্‌ন আবী শাইবার 'মুসান্নাফ' গ্রন্থে বর্ণনা করা হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ সঃ-র বাণীটি এইভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে:

মূসা-ইবন-'উলাই তাঁহার পিতা 'উলাই হইতে বর্ণনা করেন, 'উলাই বলেন, [এই 'উলাই তাবি'ঈ ছিলেন, সাহাবী ছিলেন না। হিজরী ১০ দশ সনে মিসরে তাঁহার জন্ম হয়। (তাহযীবুৎ তাহযীব ৭।৩১৯ পৃঃ) একজন লোক নিজে 'আবু ঈসা' উপনাম গ্রহণ করিয়াছিল। অনন্তর

www.ahlehadeethbd.org

রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন, "ঈসার কোন বাপ নাই।"

আর হযরৎ 'উমর রাঃ-র উক্তিটি এইভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে :

যাইদ ইবন আস্‌লাম তাঁহার পিতা আস্‌লাম হইতে রিওয়ায়াৎ করেন যে, হযরৎ উমরের কোন এক পুত্র 'আবু ঈসা' উপনাম গ্রহণ করিলে হযরৎ উমর তজ্জন্য তাঁহার ঐ পুত্রকে প্রহার করেন এবং বলেন, "ইহা নিশ্চিত যে, ঈসার কোন পিতা নাই।"

রাসূলুল্লাহ সঃ-র উল্লিখিত বাণী এবং হযরৎ উমরের উল্লিখিত উক্তির উপর ভিত্তি করিয়া ঐ সমালোচকগণ বলেন যে, 'আবু-ঈসা উপনাম গ্রহণ করা মাকরূহ ও নিন্দনীয় হইবে।

যাহারা ইমাম তিরমিযীর এই কাজকে সমর্থন করেন এবং 'আবূ ঈসা' উপনাম গ্রহণ করা সিদ্ধ ও জায়িয বলিয়া দাবী করেন তাঁহারা জওয়াবে বলেন :

রাসূলুল্লাহ সঃ-র বাণী সম্পর্কিত হাদীসটি 'উলাই নামে যে রাবী বর্ণনা করিয়াছেন তিনি সাহাবী নন। কাজেই ঐ হাদীসটি 'মুরসাল' এবং 'মুরসাল' হাদীস মুহাদ্দিসদের নিকট প্রামাণ্য নহে। আর দ্বিতীয়টি হইতেছে সাহাবীর উক্তি; রাসূলুল্লাহ সঃ-র উক্তি নহে। কাজেই উহা দ্বারাও 'আবূ-ঈসা' উপনাম গ্রহণ মাকরূহ হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ প্রথম হাদীসটিকে যদি তর্কের খাতিরে প্রামাণ্য বলিয়া মানিয়া লওয়াও হয় তবুও উহা দ্বারা ঐ উপনাম গ্রহণ নিষিদ্ধ প্রমাণিত হয় না। কেননা, উহা দ্বারা প্রকাশ্যতঃ একটি সার্বজনীন সত্যের উল্লেখ করিয়া মন্তব্য করা হইয়াছে মাত্র। অর্থাৎ ইহার স্বাভাবিক তাৎপর্য ইহাই হয়, "বেশ তো কথা! ঈসা আঃ র কোন পিতাই ছিল না—আর তুমি নাকি ঈসার বাপ!" রাসূলুল্লাহ সঃ-এর এই উক্তিটিকে স্বাভাবিক ভাবেই তাঁহার একটি উপহাস-ঠাট্টা বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। ইহা দ্বারা ঐ উপনাম রাখিতে নিষেধের কোনই নির্দেশ পাওয়া যায় না।

তৃতীয়তঃ, হুযরৎ উমরের উক্তি সম্পর্কিত হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ তাঁহার সুনান হাদীসগ্রন্থে ঐ একই রাবী (যাইদ ইবন আস্‌লাম তাঁহার পিতা) হইতে যে-ভাবে রিওয়ায়াৎ করেন তাহাতে 'আবূ-ঈসা' উপনাম গ্রহণ করা সিদ্ধ ও জায়িয প্রমাণিত হয়। এই হাদীসে বলা হইয়াছে :

"হযরৎ উমর রাঃ র কোন এক পুত্র 'আবূ ঈসা' উপনাম গ্রহণ করেন। তাহাতে হযরৎ উমর তাঁহার ঐ পুত্রকে প্রহার করেন। আরও সাহাবী মুগীরাহ ইবন শু'বাহ রাঃ 'আবূ-ঈসা' উপনাম গ্রহণ করেন। তাহাতে হযরৎ উমর তাঁহাকে বলেন, "তুমি (আগেই) 'আবূ-আবদুল্লাহ' উপনাম গ্রহণ করিয়াছ। ঐ উপনামই কি তোমার জন্য যথেষ্ট হয় না?

এই ঘটনাটিই হাফিয ইবন হাজার আসকালানী এই ভাবে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ইমাম বাগাবী ঐ সাইদ ইবন আসলাম হইতেই রিওয়ায়াৎ করেন যে মুগীরাহ একদা হযরৎ উমর রাঃ-র সহিত সাক্ষাতের অনুমতি চাহিবার সময় নিজের পরিচয় উল্লেখ কালে বলেন, "আমি আবূ-ঈসা"। হযরৎ উমর বলেন, "আবূ-ঈসা আবার কে?" তখন তিনি বলেন, "আল-মুগীরাহ ইবন শু'বাহ।" হযরৎ উমর বলেন, "ঈসার কি আবার কোন পিতা আছে?" তখন মুগীরার পক্ষ হইতে কয়েক জন সাহাবী সাক্ষ্য দেন যে, রাসূলুল্লাহ সঃ তাঁহাকে এই উপনামে ডাকিতেন। উল্লিখিত হাদীস হইতে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, 'আবূ-ঈসা' উপনাম গ্রহণ করা মোটেই মাকরূহ নয়; বরং উহা সম্পূর্ণরূপে জায়িয। কাজেই ইমাম তিরমিযী এই উপনাম গ্রহণ করিয়া মোটেই কোন শরীঅৎ গর্হিত কাজ করেন নাই।

ইমাম তিরমিযীর পূর্ব পুরুষগণ 'মারুভ' এর অধিবাসী ছিলেন। অনন্তর, তাঁহার পিতামহ 'সাওরাহ' নিজ জন্মভূমি ছাড়িয়া 'বুগ' গ্রামে আসিয়া সেখানে স্থায়ীভাবে বাস করিতে থাকেন।

ইমাম তিরমিযী তৎকালীন খুরাসান, (বর্তমান ঈরানের অংশবিশেষ) ঈরাক ও হিজায প্রভৃতি দেশের বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়া তাঁহারই বর্ণনা অনুযায়ী তিন লক্ষেরও অধিক হাদীস সংগ্রহ করেন। তাঁহার আল-জামি আস-সুনান হাদীস-গ্রন্থ তাঁহার সময় হইতে আজ পর্যন্ত মুসলিম জাহানের সর্বত্র গভীর মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করা হয়। তিনি হিজরী ২৭৯ সনের ১৩ই রজব তারীখে ৭০ বৎসর বয়সে নিজ জন্মভূমি 'বুগ' গ্রামে ইনতিকাল করেন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অসীম দয়াবান অত্যন্ত দাতা আল্লার নামে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى •

তা'রীফ ও প্রশংসা আল্লার। আর সালাম হউক তাঁহার ঐ বান্দাদের প্রতি যাঁহাদিগকে তিনি শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনোনীত করিলেন। ১

قَالَ الشَّيْخُ الْحَافِظُ اَبُوْ عِيْسٰى

১। ইমাম তিরমিযী তাঁহার এই কিতাবের খুৎবাতে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম (بسم الله) (الرحمن الرحيم) ও আলহামদু লিল্লাহ (الحمد لله) উল্লেখ করিবার পরে রাসূলুল্লাহ সঃর প্রতি 'সালাৎ' ও 'সালাম' উভয়ই উল্লেখ না করিয়া কেবলমাত্র 'সালাম' উল্লেখ করেন। এই কারণে কেহ কেহ তাঁহার এই খুৎবা (বা উদ্বোধনী ভাষণ) সম্বন্ধে দোষ ধরেন এবং বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁহার কালামে (সূরাহ আল্-আহযাব: ৫৬ আয়াতে) 'সাল্লূ আলাইহে অ সাল্লিমু (صلوا عليه وسلموا) যোগে 'সলাৎ' ও 'সালামের' আদেশ একসঙ্গে করিয়াছেন বলিয়া উভয়ই একসঙ্গে বলা মুস্তাহাব, এবং একটি উল্লেখ করিয়া অপরটি উল্লেখ না করা মকরূহ হইবে। কাজেই ইমাম তিরমিযীর এইরূপ করা দোষণীয় হইয়াছে।

এই আপত্তির জওয়াবে বলা হয়, ইহা কুরআন মজীদ (সূরা আন্নাম্ল্: ৫৯ আয়াৎ) হইতে ইক্তিবাস (اقتباس) বা চয়ন হিসাবে আনা হইয়াছে আর চয়নের নিয়ম এই যে, উহার মূলে কোন পরিবর্তন করা চলে না। কাজেই ইহা মোটেই দোষণীয় হয় নাই। কিন্তু এই জওয়াব সম্পর্কে আবার আপত্তি উঠে যে, চয়ন কোন উদ্দেশ্যের সমর্থনে গৌণভাবে আনা হয়; উহা মুখ্য ভাবে আনা হয়না—অথচ 'সালাম' এখানে একটি আদেশ পালন হিসাবে মুখ্যভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। কাজেই ইহাকে ইক্তিবাস ও চয়ন বলিয়া গণ্য করা যায় না। কাজেই তাঁহাদের উল্লিখিত আপত্তির আরও দুইটি জওয়াব দেওয়া হইয়াছে। তাহা এই:

প্রথম জওয়াব—'সালাৎ' ও 'সালাম' এই দুইটির কোন একটি উল্লেখ করিয়া অপরটি উল্লেখ না করা মকরূহ হওয়া সম্পর্কে আলিমগণ একমত নন। ইমাম ইব্‌ন হজর 'আসকালানী বলেন, "ইহা মকরূহ হওয়ার কোন দলীল আমার জানা নাই (لم اقف علي دليل يقتضي الكراهة) স্বনামধন্য হাফিযুল্ হাদীস ইমাম শামসুদ্দীন আল্-জয্‌রী বলেন, "আমি এমন কাহাকেও জানি না যিনি ইহার মকরূহ হওয়া সম্বন্ধে স্পষ্ট কিছু বলিয়াছেন,

(لا اعلم احدا نص على الكراهة)

ইমাম তিরমিযী সম্ভবতঃ এই মত পোষণ করিতেন যে, 'সালাৎ' ও 'সালাম' এই দুইটির একটিকে আলাদা ভাবে উল্লেখ করা দোষণীয় নহে।

দ্বিতীয় জওয়াব: কোন কোন বিশিষ্ট আলিম বলেন, কোন মজলিসে অথবা কোন কিতাবে যদি কেবলমাত্র 'সালাৎ' অথবা কেবলমাত্র 'সালাম' উল্লেখ করা হয় এবং অপরটি যদি মোটেই উল্লেখ করা না হয় তাহা হইলে 'সালাৎ' ও 'সালাম' বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রশ্ন উঠিতে পারে। একই মজলিসে অথবা একই কিতাবে যদি উভয়ই উল্লেখ

www.ahlehadeethbd.org

আশ-শাইখ আল হাফিয আবূ 'ঈসা মুহাম্মদ ইবন 'ঈসা ইবন সাওরাহ আৎ-তিরমিযী বলেন, ২

محمد بن عيسى بن سورة الترمذى •

করা হয় তাহা হইলে উহাদের মধ্যে কিছু ব্যবধান থাকিলে উহাকে সালাৎ ও সালামের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না; বরং তাহাকে সালাৎ ও সালামের একত্র উল্লেখ বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে। ইমাম তিরমিযী ইহার পরেই যেহেতু প্রত্যেক হাদীস বর্ণনা করার সময় সলাৎ ও সালাম উভয়ই উল্লেখ করিয়া চলিয়াছেন কাজেই তাঁহাকে এই দোষে দোষী বলা চলিবে না।

২। পূর্বের টীকাতে আভাষ দেওয়া হইয়াছে যে, 'বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' দিয়া এই কিতাবখানার আরম্ভ হইয়াছে এবং 'আল্‌হামদু লিল্লাহ' দিয়া উহার খুৎবা আরম্ভ করা হইয়াছে। কাজেই এই অংশটি নিঃসন্দেহে ইমাম তিরমিযীর 'আশ্‌-শমায়িল' কিতাবের অংশ ও মুখবন্ধ। ইহা তাঁহার কোন শিষ্য অথবা পরবর্তী অপর কাহারও দ্বারা বৃদ্ধি করা হইয়াছে বলিয়া অনুমান করিবার কোন কারণ নাই—এবং থাকিতেও পারে না। পূর্বকাল হইতেই বহু গ্রন্থকার নিজ গ্রন্থের উপক্রমণিকায় (খুৎবাতে) ঐ গ্রন্থের গুরুত্ব ও প্রামাণিকতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে নিজের বিশেষ পরিচয় দিয়া আসিতেছেন। বিশেষতঃ সে কালে মুদ্রাযন্ত্রও ছিল না এবং প্রকাশ-প্রতিষ্ঠানও ছিল না। কাজেই গ্রন্থকার নিজের পরিচয় নিজে না দিলে ঐ গ্রন্থটি কাহার রচিত তাহা জানিবার কোনই উপায় ছিল না। এই কারণে গ্রন্থের খুৎবাতে গ্রন্থকারের পক্ষে নিজের বিশেষ পরিচয় লিপিবদ্ধ করা এবং গ্রন্থ লেখার কালও সেই সঙ্গে উল্লেখ করা অপরিহার্য মনে করা হইত। যে সকল গ্রন্থে গ্রন্থকার নিজের বিশেষ পরিচয় উল্লেখ না করিয়া শুধু নাম অথবা বংশ বা বাসস্থানের নাম উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন তাঁহাদের পূর্ণ পরিচয় সংগ্রহ করা পরবর্তী কালে দুঃসাধ্য বা অসাধ্য হওয়ায় বর্তমানে ঐ গ্রন্থগুলির প্রামাণিকতার মান নির্ণয় করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। এই কিতাবের গুরুত্ব ও প্রামাণিকতা পাঠকের অন্তরে দৃঢ় বদ্ধমূল করার উদ্দেশ্যেই ইমাম তিরমিযী নিজের পরিচয় দিতে গিয়া নিজেকে 'আশ্‌-শাইখ' ও আল্‌-হাফিয বলিয়া উল্লেখ করেন। তিনি 'বি-নি'মতি রাব্বিকা ফাহাদ্দিস' (بنعمة ربك فحدث ; ৯৩ : ১১) অর্থাৎ 'তোমার প্রতি আমার রব্বের নি'মতের কথা বলিতে থাক' আল্লাহ তা'আলার এই নির্দেশ অনুযায়ী তাঁহার এই পরিচয় প্রকাশ করেন। আল্লাহ তা'আলা 'ফালা তুযাক্কূ আন্‌ফুসাকুম' (فلا تذكوا انفسكم ; ৫৩ : ৩২) অর্থাৎ 'তোমরা নিজেদের সাধুতার দাবী করিও না' দ্বারা যে 'তায্‌কীয়া' বা সাধুতা-প্রকাশ নিষেধ করেন সেই তায্‌কীয়ার উদ্দেশ্যে তিনি ইহা বলেন নাই।

দ্বিতীয়তঃ তর্কের খাতিরে এই অংশটিকে যদি অপর কাহারও যোগ-করা বলিয়া ধরা হয় তাহা হইলে ইমাম তিরমিযী এক অতি গুরুতর অমার্জনীয় অপরাধে অপরাধী হইয়া পড়েন। কারণ সে ক্ষেত্রে তাঁহার কিতাবখানা হইয়া উঠে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' শূন্য; অথচ কোন মুহাদ্দিসই তাঁহাদের কোন কিতাবই 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' বাদ দিয়া লিখেন নাই এবং উহা বাদ দিয়া কোন কিতাব লিখা জায়িযও জ্ঞান করেন না। কাজেই এই অংশটি ইমাম তিরমিযীর লেখা সুনিশ্চিত।

এখন 'আশ-শাইখ' ও 'আল-হাফিয' পরিভাষা দুইটির ব্যাখ্যা দেওয়া হইতেছে।

الشيخ—আশ-শাইখ—আরবী শব্দের অর্থ সম্পর্কে সর্বপ্রধান নির্ভরযোগ্য আলিম ইমাম রাগিব শব্দটির যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহার মর্ম এই :

'শাইখ' শব্দটি মূলতঃ 'বৃদ্ধ' অর্থে ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ যাহার বয়স পঞ্চাশ বৎসর হইতে আশি বৎসরের মধ্যে তাহাকে 'শাইখ' বলা হয়। তারপর, যেহেতু বৃদ্ধ লোক সাধারণতঃ প্রভূত জ্ঞান ও পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতার অধিকারী হইয়া থাকে কাজেই যে কোন প্রভূত জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তি ও অভিজ্ঞ (ماهر) উসতাদকে—বয়সে যুবক হইলেও—'শাইখ' বলা হয়। ইমাম রাগিব আরও বলেন যে, কাহারও কাহারও মতে কোন আলিমের বয়স

www.ahlehadeethbd.org

Contents

৪০ | ৫০ বৎসর না হইলে তাঁহাকে 'শাইখ' বলা চলে না। এই মত ঠিক নয়। কারণ, ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ ও ইমাম বুখারী যৌবনের প্রথম ভাগেই হাদীসের দারস দিতে আরম্ভ করিলে তাঁহাদিগকে তখন হইতেই 'শাইখ' বলা হইতে থাকে।' (ইমাম রাগিবের উক্তি সমাপ্ত)।

ফল কথা বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধ উভয়কেই 'শাইখ' বলা হয়। الحافظ—আল-হাফিয—এখানে 'আল-হাফিয' এর তাৎপর্য হইতেছে 'হাদীসের হাফিয'। ইহা কুরআনের হাফিয হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কুরআন মজীদ যাঁহার মুখস্থ থাকে তাঁহাকে যেমন কুরআনের হাফিয বলা হয়, সেইরূপ বর্ণনাশৃঙ্খল অর্থাৎ সনদসহ এক লক্ষ হাদীস যাঁহার মুখস্থ থাকে তাঁহাকে 'হাফিযুল-হাদীস' বা হাদীসশাস্ত্রে সংক্ষেপে 'আল-হাফিয' বলা হয়। হাফীযুল হাদীসের পক্ষে হাফিযুল-কুরআন হওয়া যরূরী নয়—যিনি হাফিযুল-হাদীস তিনি হাফিযুল-কুরআন নাও হইতে পারেন।

এই প্রসঙ্গে হাদীস শিক্ষা করা ও হাদীস শিক্ষা সম্পর্কে আরও চারিটি পরিভাষা উল্লেখ করা হইতেছে।

(এক) যিনি হাদীস শিক্ষা করেন তাঁহাকে 'তালিব' (طالب)

(দুই) যিনি হাদীসে সংগ্রহ করিয়াছেন এবং উহার মূল বচন বা মতন (متن), বর্ণনাশৃঙ্খল বা সনদ (سند) এবং উহার অর্থ ও তাৎপর্য শিক্ষা করিয়া উহা বর্ণনা করেন তাঁহাকে 'মুহাদ্দিস' (محدث) বলা হয়।

(তিন) সনদসহ কমপক্ষে তিন লক্ষ হাদীস যাঁহার মুখস্থ থাকে তাঁহাকে 'হুজ্জৎ' (حجة) বলা হয়। যথা ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম ও ইমাম আবূ দাউদ। তাঁহাদের যথাক্রমে ছয় লক্ষ, তিন লক্ষ ও পাঁচ লক্ষ হাদীস মুখস্থ ছিল।

(চার) সনদসহ যাবতীয় হাদীস যাঁহার মুখস্থ থাকে তাঁহাকে হাকিম (حاكم) বলা হয়।

'আবূ ঈসা মুহম্মদ' সম্বন্ধে বিবরণ উপক্রমণিকায় 'রচয়িতার সংক্ষিপ্ত জীবনী' শীর্ষে দেওয়া হইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

॥ মরহুম আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী ॥

বাংলা সাহিত্য ও মুছলমান সমাজের রুচি-বিপর্য্যয়

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

পৃথিবীব্যাপী যখন এই অবস্থা, আরবের অবস্থা তখন আরও ভয়াবহ। মক্কা ও মদীনা আরবের যে অংশে অবস্থিত, তাহাকে হেজাজ ভূমি বলে। হেজাজ চিরদিন মিসরের অধীন থাকায় মিসরীয়, তুর্কী, সার্কেশী, কুর্দ্দী ও দাসবংশের শাসকগণ আচার ব্যবহারের প্রভাবে এবং তাহাদের সংসর্গ গুণে হেজাজ এমন কি, মক্কা মদীনা পর্যন্ত সর্ববিধ শেরক্ ও বেদ্আতের কেন্দ্রভূমিতে পর্যবসিত হইয়াছিল। এই সারকেশীয় শাসকগণের অন্যতম সুলতান ফারাহ বিনে বরকুকের খোশখেয়ালীর ফলে নবম শতাব্দী হিজরীর প্রাথমিক ভাগে ইসলামের মূলমন্ত্র একত্ববাদের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া পবিত্র হারমের মধ্যে ফকহ শাস্ত্রানুসারে বিভক্ত মজহব চতুষ্টয়ের নামানুযায়ী পৃথক পৃথক চারিটী মোছল্লা স্থাপন করা হয়। (১)

মক্কা মদীনার তৎকালীন অনাচার সমূহের প্রতি লক্ষ্য করিয়া মোল্লা আলী কারী হানাফী (—১০১৪ হিঃ) মেশকাতের ভাষ্য মের্কাত্ গ্রন্থে বলিয়াছেন ঃ (২) আমাদের যুগে হারমায়েনে (মক্কা মদীনায়) যে অনাচার ও মূর্খতা বিস্তার লাভ করিয়াছে এবং তথায় যে সকল অন্যায় ও বেদ্আত্ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং যে ভাবে হারাম ও সন্দেহজনক খাদ্য গলাধঃকৃত হইতেছে, আমাদের পূর্ববর্তী আলেমগণ যদি তাহা দর্শন করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা হারামায়েনে হজ্জের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে উপাসনা ও আরাধনার জন্য নিবিষ্ট হইয়া বাস করা (مجاورات) নিষিদ্ধ বলিয়া ফত্ওয়া দিতেন। আল্লামা বদরউদ্দীন আয়নি হানাফীও (—৮৫৫ হিঃ) বোখারীর ভাষ্য ওমদাতুল কারী নামক পুস্তকে ঈমানের মদীনায় প্রত্যাবর্তন করার হাদীসের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন : মদীনার এই গৌরব পয়গম্বর (দঃ)ও তাঁহার নিকটবর্তী যুগত্রয়ে অর্থাৎ মোট নব্বই বৎসরের জন্য সুনির্দিষ্ট ছিল, তারপর অবস্থা একেবারেই বিগড়াইয়া যায়, আর বেদ্আতের ছড়াছড়ি আরম্ভ হয়,—বিশেষতঃ আমাদের সময়ে। (৩)

---

(১) عمارة المقامات بمكة المكرمة بدعة باجماع المسلمين، احدثها اشر ملوك الجراكسة فرج بن برقوق فى اوائل المائة التاسعة من الهجرة وانكر ذلك اهل العلم في ذلك العصر.....كذا فى ارشاد السائل للشوكانى •

(২) ولو ادرك الاولون ما انتهى اليه الاخرون كما عليه اهل زماننا الغافلون لحكموا بحرمة المجاورة فى الحرمين الشريفين من يشوع الظلم وكثرة الجهل وقلة العلم وظهور المنكرات ونشر البدع والسيئات واكل الحرام الشبهات—ج ٣ صفحة ٢٧١

(৩) هذا انها كان في زمن النبي صلي الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين الى القضاء القرون الثلثة وهى تسعون سنة، واما بعد فقد تغيرت الاحوال وكثرت البدع، خصوصا فى زماننا هذا على ما لا يخفى •

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মোট কথা, ইসলামের ইতিহাসে ইহা অতি ভীষণ সময়। শায়খুল ইসলাম এব্নে তায়মিয়ার যুগ (৬৬১—৭২৮ হিঃ) অর্থাৎ তাতারীদিগের অভ্যুত্থান এবং বাগদাদের ধ্বংসের পর হইতে মুছলমানগণের মধ্যে এক সার্বভৌমিক ধর্মনৈতিক অবসাদ এরূপ ভয়ঙ্কর তীব্রভাবে বিস্তার লাভ করিতেছিল ও বিজাতীয় দর্শন, নরপূজা, প্রতিমা-পূজা এবং গতানুগতির নানারূপ দূষিত সংক্রামক মতবাদের অংশ ইসলামের পূত, স্নিগ্ধ, সরল ও অনাবিল শিক্ষার ভিতর এরূপ মারাত্মক ভাবে প্রবেশ লাভ করিতেছিল যে, তাহার স্বাভাবিক ও প্রকৃত চেহ্রাটী চিনিয়া লইবার কোনই উপায় ছিল না—কিন্তু তখনো পৃথিবীর সর্বত্র মুসলমান-দিগের হস্তে শাসনদণ্ড বর্ত্তমান ছিল। তাই সমাজ দেহের উপরকার চাকচিক্য ও ঔজ্জ্বল্য দর্শন করিয়া মজ্জার ভিতরকার ঘুনের কথা কেহই অনুমান করিতে পারেন নাই। অবশেষে ইসলামের সহস্র বার্ষিক ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির প্রাক্কালে খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী এবং হিজরীর একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মুসলমান চিন্তাশীল মনীষীবর্গ স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইলেন যে, মুসলমানদিগের জাতীয় দেহে ঘুন তো লাগিয়াছে বটেই, পরন্তু শুধু শরীরের উপর স্তরেই নহে একেবারে হাড়ের আভ্যন্তরীণ অংশে উহা সংক্রামিত হইয়াছে।

বিখ্যাত আমেরিকান ঐতিহাসিক Lothrop stoddard তাঁহার New World of Islam নামক গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে ওয়াহ্হাবী আন্দোলনের পূর্বাভাষ স্বরূপ লিখিয়াছেন:

অষ্টাদশ শতকে ইসলাম জগত অবনতি ও অবসাদের চরম সীমায় গিয়া পৌঁছিয়াছিল। নৈরাশ্যের অন্ধকার তাহাকে চতুর্দিক হইতে বেষ্টন করিয়া ফেলিয়াছিল। চরিত্র ও রুচির বিকার বিস্তার লাভ করিয়াছিল। আরবীয় সভ্যতার চিহ্ন মাত্রও বর্তমান ছিল না। বিভিন্ন দেশের মুসলমানগণ ভোগের সাধনায় ও প্রবৃত্তির অর্চনায় নিমগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। মনুষ্যত্বের গরিমা মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছিল, মূর্খতা বিস্তৃত ও জ্ঞানের জ্যোতি নির্বাপিত হইতেছিল। মুসলমান রাজত্বগুলি স্বৈরাচারী শাসনতন্ত্রে রূপান্তরিত হইতেছিল। তুরস্কের সুলতান অথবা ভারতবর্ষের শেষ মোগল বাদশাহদিগের মত স্বেচ্ছাচার মূলক রাজত্ব ব্যতীত পৃথিবীতে মুসলমানদিগের মধ্যে অন্য কোন ধরণের শাসনতন্ত্র পরিদৃষ্ট হইত না—ইহারা সকলেই আড়ম্বর প্রিয় অথচ অন্তঃসার-শূন্য ছিলেন। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে অধীনস্থ শাসকগণ তাহাদের উর্দ্ধতন শাসন কেন্দ্রকে অস্বীকার করিয়া পৃথক পৃথক স্বাধীন রাজ্য গঠন করিতে ছিলেন—কিন্তু তাঁহাদের শাসন প্রনালীও স্বেচ্ছাচার মূলক ছিল, উপরন্তু আপনাপন নব-গঠিত রাজত্বগুলিকে শত্রুদিগের হস্ত হইতে সুরক্ষিত করার শক্তিও তাঁহাদের ছিল না; ফলে লুটতরাজ ও হত্যাকাণ্ড সর্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছিল এবং সুখ শান্তি চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছিল। আকাশের নিম্নভাগ অত্যাচারে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। সর্বোপরি এই সকল অনাচার ও স্বেচ্ছাচারের জন্য প্রজাবৃন্দ ধনোৎপাদনের চেষ্টা হইতে বিরত হইয়াছিল। ফলে ব্যবসা বাণিজ্যও কৃষিকার্য ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল।

ধর্মনৈতিক গগন তিমিরাচ্ছন্ন ছিল। ইছলাম ধর্মের প্রচারক যে একত্ববাদের আদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন, নানারূপ কুসংস্কার ও ছুফীদিগের ভণ্ডামীতে তাহা ঢাকা পড়িয়া গিয়াছিল। মছজিদ-গুলি নামাযীশূন্য হইয়া উঠিয়াছিল—তাহার পরিবর্তে মূর্খদিগের আবিষ্কৃত নানাপ্রকার ওজিফা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছিল। তথাকথিত ফকির ও মিছকিনগণ আপনাপন ঘাড়ে নানা রকম তাবিজ ও মন্ত্রপূত তাগাক্তিার বোঝা লইয়া একস্থান হইতে অন্য স্থানে গমনাগমন করিয়া জনসাধারণের মনে নানা প্রকার মিথ্যাচার ও কুসংস্কার বদ্ধমূল করিয়া ও তাহাদিগকে ওলীদিগের কবর দর্শন করার জন্য তীর্থযাত্রা করিতে এবং মৃত সাধুসজ্জনদিগের নিকট হইতে বিপদাপদে সাহায্য প্রার্থনা করিতে প্রোৎসাহিত করিত। কোরআনের মর্য্যাদা বিলুপ্ত হইয়া পড়িতেছিল এবং তৎপরিবর্তে পরম উৎসাহ সহকারে মদ্যপান ও আফিং সেবনের কার্য্য চলিতেছিল। ব্যভিচার ও সর্ববিধ দুর্নীতি সম্পূর্ণ বেপরওয়া ভাবে অনুষ্ঠিত হইতেছিল। এছলাম জগতের সমুদয় নগরের মধ্যে মক্কা ও মদীনার অবস্থা হইয়া উঠিয়াছিল সর্বাপেক্ষা অধিক ভয়ানক। পবিত্র হজ্বব্রত ঠাট্টা-বিদ্রূপে পরিণত হইয়াছিল (হজ্বের নাম পরিবর্তন করিয়া মওয়াছেম বা মেলা রাখা হইয়াছিল)। মোটের উপর, মুছলমানগণ আর সত্যকার মুছলমান ছিলেন না, এবং এছলামের পয়গম্বর যদি সে যুগে এই পৃথিবীতে পুনরায় ফিরিয়া আসিতেন, তাহা হইলে তিনি প্রতিমাপূজক ও এছলাম ধর্মত্যাগীদিগের মত তৎকালীন মুছলমানদিগকেও অভিসম্পাত করিতেন—।

এছলামের এই ঘোর দুর্দ্দিনে, মুছলমানের চরম অধঃপতনের যুগে অর্থাৎ যখন পৃথিবী হইতে হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফার (দঃ) প্রচারিত ধর্ম বিদায় গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, ঠিক সেই সময়ে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ইঙ্গিতে এছলাম জগতের সর্বত্র এক নবজাগরণের সাড়া পড়িয়া যায়। এছলামের সহস্র বার্ষিক নব পর্য্যায়ের প্রথম ভাগ হইতে পরবর্তী আনুমানিক দুইশত বৎসর পর্য্যন্ত পৃথিবীব্যাপী মুছলমান সংস্কারকদিগের এক সুদীর্ঘ তালিকা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে এই তালিকার পুরোভাগে শেখ আহমদ ছরহন্দী মুজাদ্দেদে আল্‌ফাছানি (৯৭১—১০৩৪ হিঃ) নাম উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে। কিন্তু তাঁহার কথা আলোচনা করার সুযোগ এখনো উপস্থিত হয় নাই। আরবের সমুদয় দুর্নীতি ও অনাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া যে ব্যক্তি সমগ্র আরব জাতিকে সত্যকার এছলামের পথে প্রত্যাবর্তিত করার জন্য সংস্কারের বংশীধ্বনী করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম হইতেছে মোহাম্মদ বিনে আবদুল ওয়াহ্‌হাব (১১১১—১২০৬) (১) আরবের উক্ত সংস্কারমূলক আন্দোলনকে সংস্কারকের নামের সহিত সম্পর্কিত করিয়া ওয়াহ্‌হাবী আন্দোলন নামে অভিহিত করা হইয়াছে। মুসলিম জগতে ঐ যুগে অনেকগুলি সংস্কার মূলক রাষ্ট্রীয় ও ধর্মনৈতিক আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল বটে, কিন্তু বয়স ও সার্থকতার দিক দিয়া ওয়াহ্‌হাবী আন্দোলন সর্বাপেক্ষা প্রবীন, সর্বাপেক্ষা সাফল্যমণ্ডিত।(২) ওয়াহ্‌হাবী আন্দোলনের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা নিছক ধর্মনৈতিক আন্দোলন ছিল না, রাজনীতির সহিত ইহা অঙ্গাঙ্গীরূপে সংযুক্ত ছিল। আর এই আন্দোলন সম্বন্ধে যত দুর্নাম পৃথিবীতে প্রচারিত হইয়াছে, তাহার অন্যতম প্রধান কারণ, ইহার রাষ্ট্রনৈতিক বৈশিষ্ট্য। ওয়াহ্‌হাবীদিগের অপর নাম এখওয়ান অর্থাৎ এই আন্দোলন যে ভ্রাতৃসঙ্ঘ (Brother-hood) স্থাপন করিয়াছিল তাহার পতাকামূলে নজদের সমুদয় গোত্রের সমাবেশ হইয়াছিল। আব্বাসীয় খেলাফৎ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আরবদিগের জাতীয় জীবনের এই

(১) Stoddard's New World of Islam.
(২) Stoddard's New World of Islam.

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রথম স্পন্দন ও তাহাদের ঐক্য বন্ধন ইংরাজ ও ফরাসী প্রভৃতির মনে অসীম ত্রাসের সঞ্চার করে। আরব সাগর ও পারস্যোপসাগরের উপকূল ভাগের যে অংশগুলি ইংরাজ ও ফরাসীর পক্ষে ব্যবসা ও সমরনীতির দিক দিয়া বিশেষ প্রয়োজনীয় ছিল ওয়াহ্হাবীগণ উক্ত স্থানগুলি দখল করিয়া ফেলায় ইংরাজ ও ফরাসীদিগের বিরাগ ভাজন হন। এতদ্ব্যতীত তাহাদের গণতন্ত্র মূলক শাসন প্রনালীর প্রতিষ্ঠা ও এখওয়ান নামক ভ্রাতৃসংঘের স্থাপনার দ্বারা পাশ্চাত্য জাতিবর্গের অন্তঃকরণে ওয়াহ্হাবীগণ বিপুল আতঙ্কের সঞ্চার করিয়াছিলেন। মেসোপটেমিয়া আক্রমণ করায় তুর্কীর মনেও আশঙ্কা উদ্রিক্ত হইয়াছিল। পক্ষান্তরে মক্কা ও মদীনার অধিকার লইয়া তুর্কীর অধীনস্থ মক্কার তদানীন্তন শরীফের সহিত ওয়াহ্হাবীগণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়ায় এক দিকে মক্কার শরীফদিগের মধ্যে যেরূপ বিভীষিকার সঞ্চার হয়, তুর্কীদিগের অন্তঃকরণেও ততোধিক সন্দেহ ও ভীতি দেখা দেয়। ওয়াহ্হাবীদিগের দমন করিবার জন্য ইংরাজের অনুরোধক্রমে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষ ভাগে তুর্কীর পক্ষ হইতে মিসরের খেদিভ মোহাম্মদ আলী পাশা নিযুক্ত হন; মোহাম্মদ আলীর সৈন্যদলের সঙ্গে ইংরাজ, ফরাসী ও ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির সৈনিক কর্মচারিগণও যোগদান করেন। এই সকল কারণ পরম্পরায় ভারতে, মিসরে, আরবে ও তুরস্কের ওয়াহ্হাবীদিগের বিরুদ্ধে বিরাট প্রোপাগাণ্ডার জাল বিস্তার করা হয়। ভারতেও মুসলমানদিগের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা বিলুপ্ত হওয়ার জন্যে ঐ ওয়াহ্হাবী আন্দোলনকে একটী নূতন ও স্বতন্ত্র ধর্মের আন্দোলন রূপে প্রচার করা হয়। ফলে হেসার বিখ্যাত কবিলা বনু খালেদ ও নজরানের কবিলা এবং আরবের আরও বহু গোত্র ওয়াহ্হাবী আন্দোলনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। ওয়াহ্হাবীদিগের জন্য হজ্জের রাস্তা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ইউরোপের প্রোপাগ্যাণ্ডিষ্ট রাষ্ট্রবিশারদগণের মিথ্যা প্রচারের নীতি যে কিরূপ সনাতন ও অব্যর্থ, ইংরাজের প্রাচ্য-নীতি তথা ভারত নীতির সহিত যিনি সামান্য ভাবেও পরিচিত আছেন, তাঁহাকে তাহা বুঝাইয়া বলার দরকার নাই।

এন্‌সাইক্লোপেডিয়ার লেখকগণ ওয়াহ্হাবী আন্দোলনের সংস্থাপক মোহাম্মদ বিনে আবদুল ওয়াহ্হাব এবং তাঁহার প্রচারিত নীতি সম্বন্ধে বলিয়াছেন :

He studied literature and jurisprudence of the Hanifite Achool and spent sometime in the study of law at Madina * Aroused by his

(*) মদীনার তৎকালীন হাদীসশাস্ত্র বিশারদগণের মধ্যে সিন্ধু প্রদেশের শেখ মোহাম্মদ হায়াত (মৃত্যু ১১৬৩ হিঃ), শেখ আবদুল্লাহ বিনে ছালেমুল-বস্রী (১০৪৯—১১৩৪ হিঃ) ও আল্লামা আবুতাহের মোহাম্মদ বিনে এব্রাহিমুল কুর্দী (মৃত্যু ১১৪৫ হিঃ) প্রভৃতি সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। ভারতের যুগ প্রবর্ত্তক শাহ ওলিউল্লাহ দেহলভী (১১১৪—১১৭৬) ও য়েমেনের সংস্কারক আমির মোহাম্মদ বিনে এছমায়ীল (১০৯৯—১১৮২) উভয় ব্যক্তি আল্লামা আবু তাহেরের শিষ্য ও মোহাম্মদ বিনে আবদুল ওয়াহ্হাবের সহপাঠী ছিলেন। নজ্‌দের ওয়াহ্হাবী আন্দোলনের কথা শ্রুত হইয়া মোহাম্মদ বিনে এছমায়ীল মোহাম্মদ বিনে আবদুল ওয়াহ্হাবকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

studies and his observation of the luxury in dress and habits, the superstitious pilgrimages to shrine, the use of omens and the worship given to Mahomet and Mahommedan Saints rather than to God, he began a mission to proclaim the simplicity of the early religion founded on the Koran and the Sunna (i.e. the manner of life of Mahomet). The marriage of his daughter with Mahommed Ibn Said gave the missionary the opportunity of following the example of Mahomet himself in extending his religious teaching by force. His instructions in this matter were strict. All unbelievers (i.e. Moslems who did not accept his teaching as well as Christian. etc.) were to be put to death. Immadiate entrance into paradise was promised to his soldiers who fell in battle and it is said that each soldier was provided with a written order from Ibn Abdul- Wahhab to the Gate-Keeper of heaven to admit him forthwith. The teaching of Ul Wahhab was founded on that of Ibn Taimyya (1263—1328) who was of the School of Ahmad Ibn Hanbal. Ibn Taimyya although a

'سلام على نجد ومن حل فى نجد'
'وان كان تسليمى على البعد لا يجدى'

স্বনামধন্য রাষ্ট্রনীতিবিশারদ আমির শেকিব আরসালান New World of Islam গ্রন্থের الحاضر العالم الاسلامى নামক আরবী অনুবাদের টীকায় লিখিয়াছেন—"মোহাম্মদ বিনে আবদুল ওয়াহ্হাব দামেশ্কে বিদ্যার্জন করিয়াছিলেন, অতঃপর বাগদাদ ও বস্রা নগরীতে গমন করিয়া হাম্বলী মজহব সম্বন্ধে অধিকতর ব্যুৎপত্তি অর্জন করিতে সমর্থ হন। তখন হইতেই তিনি মুছলমানদিগকে এছলামের প্রাথমিক যুগের দিকে, ছাহাবা ও তাবেয়ীনদিগের মতবাদের দিকে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়ার কথা চিন্তা করিতে শিখেন। এইজন্য ওয়াহ্হাবীগণ আপন মজহবের 'আকিদায় ছলফ' বা 'প্রাথমিক যুগের মতবাদ' নাম রাখিয়াছেন। তখন হইতেই গুরু পূজা, কবরের জেয়ারতের উদ্দেশ্যে দূরদেশে যাত্রা করা এবং আল্লাহ ব্যতীত জীবিত অথবা মৃত কোন মানুষ বা বস্তুর নিকট সাহায্য যাচ্ঞা করা প্রভৃতি শেরকী মত ও কার্য্যের বিরুদ্ধাচরণ করিতে থাকেন এবং তাঁহার মতবাদ কোরআন ও হাদীসের উক্তির সহিত সুসমঞ্জস করিতে আরম্ভ করেন।" শেকিব আরসালান লিখিতেছেন, "আমার বিবেচনায় মোহাম্মদ বিনে আবদুল ওয়াহ্হাব এমন একটি কথাও উচ্চারণ করেন নাই, যাহা তাঁহার পূর্বে শেখুল এছলাম এব্নে তায়মিয়া তদীয় গ্রন্থাবলীতে লিখিয়া যান নাই।"—২য় খণ্ড, ৯৭ পৃষ্ঠা।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

Hanblite by training, refused to be bound by any of the four schools and claimed the power of a Mujtahed, i.e. of one who can give independent dicisions. These dicisions were based on the Koran, which like, Ibn Hazm, he accepted in a literal sense, on the Sunna and Quyas (analogy). He protested against all the innovations of later times and denounced as idolatry the visiting of the sacred shrines and the invocation of the Saints or of Mahomet himself. He was also oppenent of the Sufis of his day. The Wahhabis also believe in the literal sense of the Koran and the necessity of deducing one's duty from it apart from the decisions of the four schools. They also pointed to the abuses current in their times as a reason for rejecting the doctrines and practices founded on Ijma, i.e. the universal consent of the believers or their teachers. They forbid the pilgrimage to tombs and the invocation of Saints. The severe simplicity of the Wahhabis has been remarked by travellers in central Arabia. They attack all luxury, loose administration of justice, all laxity against infidels, addiction to wine, impurity and treachery. They instituted a form of Bedouin Common Wealth, insisting on the observance of law, the payment of tribute, military conscription for war against the infidels internal peach and the rigid administration of justice in courts established for the purpose. *

—অর্থাৎ ওয়াহ্হাবীগণ (১) কবরসমূহের উদ্দেশ্যে তীর্থযাত্রা করার ঘোর বিরোধী।

(২) খোদার পরিবর্তে সাধুসজ্জন—এমন কি পয়গম্বর সাহেবের (দঃ) কবরের কাছে সাহায্য প্রার্থী হওয়ার এবং কবরের পূজা করার ঘোর বিরোধী।

(৩) তাঁহারা শুভাশুভের নির্ঘণ্ট ও লক্ষণাদি বিশ্বাস করেন না।

(৪) তাঁহাদের ধর্ম কোরআন ও ছুন্নতের ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত।

(৫) তাঁহারা মোহাম্মদ মোস্তফার (দঃ) আদর্শের অনুসরণ করিয়া বাহুবলের সাহায্যে আপন ধর্মমত প্রচার করিয়া থাকেন।

(৬) যাহারা তাহাদের মতবাদকে মান্য করে না, তাহারা মুছলমান হইলেও ওয়াহ্হাবীগণ তাহাদিগকে বিধর্মী বলিয়া গণ্য করেন এবং তাহাদিগকে হত্যা করা আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করেন।

(৭) ওয়াহ্হাবী মতের প্রচারক আপন সৈন্যদলকে যুদ্ধে মৃত্যু ঘটিলে, অবিলম্বে বেহেশতে প্রবেশ করার প্রতিশ্রুতি দিতেন এবং তজ্জন্য আপন স্বাক্ষরাঙ্কিত এক ছাড়পত্রও লিখিয়া দিতেন।

(৮) ওয়াহ্হাবীগণ কোরআনের সরল ও প্রকাশ্য অর্থ মান্য করিয়া থাকেন।

(৯) তাঁহারা মজহব চতুষ্টয়ের কোন একটিকে নির্দিষ্টরূপে মান্য করা ফরজ বলিয়া

* Vol, XXVIII P, P, 245 (13th Edition)

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বিশ্বাস করেন না এবং মজহব চতুষ্টয়ের মধ্যে কোন একটী মজহব কর্তৃক প্রদত্ত কোরআনের ভাষ্য তাঁহারা নির্ধারিতরূপে মান্য করার বিরোধী।

(১০) তাঁহারা আপন যুগের এজমার প্রতি আস্থাশূন্য।

(১১) কবরের মাল্য ও শিরনী প্রভৃতির বিরোধী।

(১২) তাঁহারা অনাড়ম্বরপ্রিয় ও সাধাসিধা জীবন যাপনের পক্ষপাতী।

(১৩) তাঁহারা দুর্বল বিচার পদ্ধতির বিরোধী।

(১৪) অমুছলমানদিগকে কোন প্রকার সুবিধা প্রদান করিতে নারাজ।

(১৫) মদ্যপান, ব্যভিচার ও ধোকাবাজির বিরোধী।

(১৬) একটী আরবীয় গণতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে তাঁহারা উপরোক্ত মতবাদগুলি প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকেন।

Encyclopaedia গ্রন্থের লেখক বর্গের মতানুসারে মোহাম্মদ বিনে আবদুল ওয়াহ্হাবের ধর্ম্মমত এমাম এবনে তায়ামিয়ার (১২৬৩—১৩২৮ খৃঃ) মতবাদের উপর স্থাপিত এবং এবনে তায়ামিয়া এমাম আহমদ বিনে হাম্বলের অনুগামী হওয়া সত্ত্বেও মজহব চতুষ্টয়ের মধ্যে কোন একটীর সহিত নির্দিষ্টরূপে নিজকে আবদ্ধ রাখা সঙ্গত মনে করিতেন না। তিনি এবনে হাজমের (৩৮৪—৪৫৬ হিঃ) মত কোরআনের প্রকাশ্য অর্থ রছুলের ছুন্নৎ এবং কেয়াছের উপর ব্যক্তিগত দায়িত্ব নির্ভর করিতেন। পরবর্তীযুগের সকল বেদ্আতের তিনি কঠোর প্রতিবাদ করিয়াছিলেন এবং কবরসমূহের উদ্দেশ্যে তীর্থযাত্রা করা এবং যাহার কবর হউক না কেন, তাহার পূজা করাকে প্রতিমা পূজার অনুরূপ বলিয়া মনে করিতেন, তিনি আপন যুগের সুফীদিগেরও ঘোর বিপক্ষে ছিলেন।

এক্ষণে Encyclopaedia র লেখকগণের উক্তি অনুসারেই ইহা জানা যাইতেছে যে মোহাম্মদ বিনে আবদুল ওয়াহ্হাব যে সকল কথা প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা অধিকাংশই শেখুল এছলাম এবনে তায়ামিয়া, ও এমাম আহমদ বিনে হাম্বলের উক্তি সমূহের প্রতিধ্বনি মাত্র। আর ওয়াহ্হাবীদিগকে পরমত অসহিষ্ণুতা সম্বন্ধে যদি উক্ত গ্রন্থের সাক্ষ্য সর্বতোভাবে মানিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে বাধ্য হইয়া Encyclopaedia র এই উক্তি মানিয়া লইতে হইবে যে, হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার (দঃ) অনুসৃত নীতি ছিল বাহুবলের সাহায্যে আপন ধর্মমত প্রচার করা, কিন্তু এরূপ কথা শুধু এছলামের মূলনীতির বিরোধীই নহে, পরন্তু ইতিহাস বিরুদ্ধ। কাজেই যে কোন গ্রন্থের উক্তির সত্যতা ঐতিহাসিক প্রণালীতে যাচাই করিয়া দেখার প্রয়োজন আছে:

আরবীতে একটি প্রবচন আছে:

البيت ادرى بما فيه صاحب

অর্থাৎ গৃহের আভ্যন্তরীণ সংবাদ গৃহস্বামীই ভাল বলিতে পারে।

আমি কি বিশ্বাস করি না করি, সে সম্বন্ধে আমার সাক্ষ্যই বলবৎ হইবে। ওয়াহ্হাবী মতবাদ সম্বন্ধে ইউরোপীয়, বিশেষতঃ ইংরাজ গ্রন্থকারদিগের সাক্ষ্য এবং তাঁহাদের অন্ধ অনুকরণে লিখিত আরবী অনভিজ্ঞ সাহিত্যিকদিগের সুনিপুন রচনা নিশ্চয় বিজ্ঞানের থিওরি নয় যে, তাহার প্রত্যেকটি অক্ষর প্রাকৃতিক আইনের মত স্বতঃসিদ্ধরূপে মানিয়া লইতে হইবে। অতএব ওয়াহ্হাবী মতবাদ সম্বন্ধে দায়িত্ব সম্পন্ন ওয়াহ্হাবীর সাক্ষ্যই সর্বপ্রথম প্রনিধান করা কর্তব্য।

ক্রমশঃ—

www.ahlehadeethbd.org

আবু মোহাম্মদ আলীমুদ্দীন

মাহে-রমযান ও রোযা প্রসঙ্গে

রোযার আহকাম পর্যায়ক্রমে পরিবর্তিত হইতে হইতে বিভিন্ন অবস্থা ও প্রকৃতির পর উহা বর্তমানের নিয়ম মাফিক সুসাব্যস্ত হইয়াছে। মাহে রমযানের রোযা ফরয হইবার পূর্বে রসূলুল্লাহ সঃ প্রত্যেক মাসে তিন দিন এবং আশুরায়ে মুহাররমের রোযা রাখিতেন; সাহাবায়ে কেরামও অনুরূপভাবে রোযা পালন করিতেন। তারপর যখন রমযানের রোযা ফরয হইল তখন প্রথমতঃ উহা এরূপ ইচ্ছাধীন করা হইল যে, যাহার ইচ্ছা রোযাও রাখিতে পারিবে আর যাহার ইচ্ছা রোযা না রাখিয়া প্রতি রোযার বদলে একজন মিসকীনকে খাওয়াইবে। তৎপর রমযানের রোযা প্রত্যেক বালেগ মুসলমান নর-নারীর উপর ফরয করিয়া দেওয়া হইল—তখন আর উহা ইচ্ছাধীন রহিল না। কিন্তু প্রথম দিককার অবস্থা এই ছিল যে, সন্ধার পরে পরেই নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে পানাহার শেষ করিতে হইবে। তখন নিদ্রা যাওয়ার পর পানাহার ও স্ত্রী সহবাস হইতে বিরত থাকিতে হইত—নিদ্রা গেলেই এই সব বৈধ কাজ দিবসের ন্যায়ই অবৈধ হইয়া যাইত। ঐ সময়ে সূর্য্যাস্তের পর হইতে নিদ্রা যাওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এই নির্দিষ্ট সময়টুকু ব্যতীত রাত্রি-দিনের সর্বক্ষণ রোযা পালন করিতে হইত। অতঃপর বর্ত্তমান অবস্থার ন্যায় রোযার অবস্থা পরিবর্তিত হয়; অর্থাৎ সুবহে সাদেকের আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্বক্ষণ হইতে সূর্য্যাস্ত পর্যন্ত রোযা পালন করার নিয়ম বিধিবদ্ধ করা হয় এবং সূর্য্যাস্তের পর হইতে সুবহে সাদেকের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী সহবাস বৈধ বলিয়া ঘোষণা করা হয়।—দেখুন, তফসীরে ইবনে কাসীর (১) ২১৪ পৃষ্ঠা।

রোযা ও রমযানের বৈশিষ্ট্য

অন্যান্য মাসের ইবাদত অপেক্ষা রমযান মাসের ইবাদত অধিক ফযীলতপূর্ণ ও মূল্যবান। অনুরূপ তুলনামূলকভাবে অন্যান্য ইবাদত অপেক্ষা রোযার ইবাদতটি খুবই সূক্ষ্ম ও ভারী। কারণ নামায এবং অন্যান্য শারীরিক ও আর্থিক ইবাদত-গুলির সময় অপেক্ষাকৃত স্বল্প আর রোযা পালনের সময় তুলনামূলক ভাবে দীর্ঘস্থায়ী। এইজন্য রোযার ইবাদতটি অধিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। নামায গুরুত্বের দিক দিয়া রোযা অপেক্ষা অধিক হইলেও নামাযের সময় স্বল্প ও ক্ষণস্থায়ী। এমনকি যদি নিকটে পানি থাকে আর অনায়াসে পানি সংগ্রহ করা যায় তবে নফল নামাযের অবস্থায় বিশেষ পানির পিপাসা হইলে পানি পান করার অনুমতিও অনেকে দিয়াছেন; তবে শর্ত হইল, পানি পান করার দরুণ যেন নামাযের যাহেরী আদব কায়দায় ব্যাঘাত না ঘটে। (লাতায়িফুল মা'আরিফ, ১৬০ পৃঃ) হজ্ব ইবাদতটির মধ্যে দৈহিক ও আর্থিক ইবাদত শামিল থাকিলেও উহাতে পানাহার নিষিদ্ধ নহে। এ প্রসঙ্গে জ্ঞাতব্য একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করা বিশেষ দরকার বোধ করিতেছি। উহা এই যে, প্রত্যেক ইবাদত রমযানের মাসে অধিক মূল্যবান হয়। যথা রমযান মাসে ওমরা সম্পাদন করিলে হজ্বের ন্যায় সওয়াব পাওয়া যায়, এক রাক'আত ফরয নামায সত্তর রাক'আত ফরয নামাযের তুল্য হয় ইত্যাদি।

www.ahlehadeethbd.org

অনুরূপ পাত্র ভেদেও ঐ সকল পুণ্য এবং রোযার ফযীলত লভ্য হইয়া থাকে—সকল রোযাদারই রোযার পুণ্য সমভাবে পায় না। মোটের উপর স্থান-কাল-পাত্র-ভেদে সর্বপ্রকার আমলের সওয়াবেরই তারতম্য হইয়া থাকে। হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, বহুসংখ্যক রোযাদার এমনও আছে যাহাদের ভাগ্যে ক্ষুধা ও পিপাসা ব্যতীত আর কিছুই নাই। মানুষের প্রবৃত্তি ও কামনার মোকাবেলায় আল্লার সন্তুষ্টিই যে বড় এই শিক্ষা দেওয়ার জন্য এবং এই বিশ্বাসের উপর সুদৃঢ় থাকার জন্য রোযা ফরয করা হইয়াছে। সুতরাং ধর্মপ্রাণ আল্লাহওয়ালা দীনদার পরহেযগার মানুষের রোযার মূল্য অপেক্ষাকৃত অধিক। দেশাচার ও লোকাচারের খাতিরে রোযা রাখিয়া দিবসে পানাহার পরিত্যাগ করিয়া হারাম বা অবৈধ উপায়ে অর্জিত খাদ্য দ্বারা ইফতার বা পানাহার করা রোযা না রাখারই শামিল।

রোযার কতিপয় মাসায়েল

রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লার নিকট মিশক আম্বরের সুঘ্রাণ অপেক্ষা অধিক প্রিয় এবং কিয়ামত দিবসে রোযাদরের মুখ হইতে ঐরূপ সুঘ্রাণ বাহির হইতে থাকিবে—একথা হাদীসের আলোকে প্রমাণিত হইয়াছে। এতদ্বারা কোন কোন মহলে এই ধারণারও সৃষ্টি হইয়াছে যে, রোযা অবস্থায় দিনের প্রথম ভাগে মিসওয়াক না করাই উত্তম, যেন দিনের শেষ ভাগে সেই গন্ধ আরও বর্ধিত হয়। ইমাম বুখারী এই মতের প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন :

يستاک اول النهار واخره

"দিবসের প্রথম ভাগে ও শেষ ভাগে মিসওয়াক করিতে পারিবে।"

قال ابن عباس لا باس ان يتطعم القدر او الشئ وقال عطاء وقتادة يبالع ريقه •

অনেকের ধারণা, থুথু গিলিলে রোযার ক্ষতি হয়—ইহাও ভুল কথা। রন্ধনকারিণী যদি তরকারীর লবণ চাখিয়া পরীক্ষা করিয়া ফেলিয়া দেয় তাহাতেও রোযার ক্ষতি হইবে না।

وقال الحسن لا باس بالسعوط للصائم ان لم يصل الى حلقه وقال ان دخل حلقه الذباب فلاشئ عليه •

নাকে ঘ্রাণ লইয়া কোন ঔষধ ব্যবহার করায় কোন দোষ বর্তিবে না, যদি না উহা গলায় প্রবেশের আশংকা থাকে। গলায় মাছি ঢুকিলেও রোযার কোন ক্ষতি হয় না।—সহীহ বুখারী শরীফ (১) ২১৭ পৃষ্ঠা (মিসরী ছাপা)।

এতদ্বারা আশা করা যাইতে পারে যে, যে ইনজেকশন খোরাকের কাজ না করে, হঠাৎ আঘাত ও বেদনা ইত্যাদির নিরাময় উদ্দেশ্যে প্রয়োজন হইলে এই ধরণের ইনজেকশন লওয়ায় রোযা নষ্ট হইবে না।

কাহারও যদি এক রমযানের রোযা কাযা হইয়া যায় এবং উহা আদায় করার পূর্বে পরবর্তী রমযানের আগমন ঘটে সে ব্যক্তি ২য় রমযানের পর ঐ কাযা রোযা আদায় করিতে পারিবে ; ইহাতে তাহার উপর কোন কাফফারা দেওয়া আবশ্যক হইবে না ; ইহাই সহীহ মসলা।—বুখারী (১) ২১৯ পৃঃ।

মুসলিম জনমণ্ডলী বিশেষতঃ ওলামায়ে কেরামের খেদমতে আরয এই, শরীঅতের কোন কোন মসআলা বর্ণনা করা বিশেষ করিয়া রোযার

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ন্যায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয ইবাদতের ব্যাপারে জানিয়া শুনিয়া তাহকীকের সহিত কথা বলা উচিত। বিশেষ বিশেষ মহলে গর্ভবতী ও স্তন্যদায়ীনীদের জন্য রোযা করা না করা প্রশ্নে বহু বাদানুবাদের সৃষ্টি হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে পূর্ব হইতেই আলেমগণের মধ্যে চারি প্রকার মত দেখা যায়: (১) প্রয়োজন বোধে রোযা ভঙ্গ করিবে এবং পরবর্তী যে কোন সময়ে উহা আদায় করিবে, (২) পরে কাযা করিবে বটে, রোযার মাসে রোযা ভঙ্গ করার কাফ্ফারা স্বরূপ প্রতি রোযার জন্য একজন মিসকীন খাওয়াইবে, (৩) কেবল মিসকীন খাওয়াইবে—কাযা করিতে হইবে না এবং (৪) কাযাও করিতে হইবে না—মিসকীনও খাওয়াইতে হইবে না, অর্থাৎ সম্পূর্ণ দায়মুক্ত।

এই চতুর্বিধ মতের মধ্যে কেবলমাত্র প্রথম মতটি সহীহ এবং কোরআন সম্মত। কারণ কোরআন মজীদে আল্লাহ তা'আলা ইর্শাদ ফরমাইয়াছেন:

ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر •

"তোমাদের মধ্যে যাহারা (রমযান মাসে) অসুস্থ কিংবা সফরে থাকিবে তাহারা ঐ রোযাগুলি পরবর্তী সময়ে কাযা করিয়া লইবে।"

তারপর আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন: আল্লাহ পাক তোমাদের প্রতি সহজ করিতে চাহেন—কঠিন করিতে চাহেন না। পরিশেষে একথা উল্লেখ করিয়াছেন যে, রোযার মাসে ব্যক্তিগত অসুবিধার জন্য যে সংখ্যক রোয ভঙ্গ করিতে হইয়াছে পরবর্তী সময়ে সেই সংখ্যক রোযার কাযা পূর্ণ করিবে।

অতএব আয়াতে কোরআনের আলোকে রোযা ভঙ্গ করা সম্পর্কে প্রথমোক্ত মতের সমর্থ পাওয়া গেল। এতদ্বারা অবশিষ্ট তিনটি মতের কোনটির সমর্থন পাওয়া যায় না। রোযা একেবারেই মা'ফ—এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সঃ হইতে কোন কিছুই প্রমাণিত হয় নাই।

তারাবীহ

হানাফী মযহাবের প্রখ্যাতনামা ফকীহ আল্লামা আবুল হাসান সুরুনুবলালী 'মারাকিল ফালাহ' নামক কিতাবে বলিয়াছেন, রাফেযীরা বলিয়া থাকে যে, তারাবীহ হযরত ওমর রাঃ-র সুন্নত। কিন্তু সহীহ তথ্য এই:

انها سنة النبي صلى الله عليه وسلم

"উহা নবী করীম সঃ-র সুন্নত।"

আল্লামা তাহতাবী উক্ত কিতাবের টীকায় বলিয়াছেন:

ومن المعلوم ان النبى صلي الله عليه وسلم صلى صلوة التراويح احدى عشرة ركعة لازيادة •

"একথা সুপরিজ্ঞাত যে, নবী করীম সঃ তারাবীহর নামায ১১ রাক'আত পড়িয়াছেন—ইহার অধিক নহে।"

হানাফী মযহাবের বিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত ইমাম আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশমীরী তিরমিযীর টীকায় বলিয়াছেন:

لا مناص من تسليم ان تراويحه ص كانت ثمانية ركعات ولم يثبت فى رواية من الروايات انه عليه السلام صلى التراويح والتهجد جماعة فى رمضان بل طول التراويح وبين التراويح والتهجد في عهده لم يكن فرق في الركعات بل فى الوقت والصفة.....

www.ahlehadeethbd.org

"এ কথা স্বীকার না করিয়া গত্যন্তর নাই যে, রসূলুল্লাহ সঃ-র তারাবীহ (বিত্র ছাড়া) মাত্র আট রাক'আতই ছিল। কোন একটি রেওয়ায়তেও সাব্যস্ত হয় নাই যে, রসূলুল্লাহ সঃ তারাবীহ এবং তাহাজ্জুদের নামায পৃথক পৃথক পড়িয়াছেন; বরং তিনি তারাবীহই দীর্ঘ করিয়া পড়িয়াছেন। রসূলুল্লাহ সঃ-র যুগে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের মধ্যে (রাক্'আতের সংখ্যার দিক দিয়া) কোনও পার্থক্য ছিল না—কেবল সময় ও বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য ছিল।

অর্থাৎ তারাবীহ প্রথম রাত্রিতে মসজিদে জামা'আতের সহিত সম্পন্ন করা হইত এবং তাহাজ্জুদ শেষ রাত্রিতে জামা'আত ব্যতীত পড়া হইত।—আল্'আরফুশ্শাযী : ৩২৯—৩৩০ পৃষ্ঠা।

আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশমীরী রহঃ বুখারীর শরাহ 'ফায়যুলবারী' (২) ৪২০ পৃষ্ঠায় দলীল-প্রমাণ সহকারে সাব্যস্ত করিয়াছেন যে, হযরত ওমর রাঃ তারাবীহ পড়িতেন না বরং শেষ রাত্রিতে তাহাজ্জুদ পড়িতেন এবং বলিতেন যে, তোমরা যাহা শেষ রাত্রিতে পড় উহাই প্রথম রাত্রিতে তারাবীহ পড়ার তুলনায় উত্তম। ইহা দ্বারা আল্লামা মওসুফ ইহাই প্রমাণ করিয়াছেন যে, হযরত ওমর তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ একই নামায গণ্য করিয়াছেন। আসলে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ একই নামায—প্রথম রাত্রিতে পড়িলে উহার নাম তারাবীহ এবং শেষ রাত্রিতে নিদ্রা যাপনের পর আদায় করিলে উহার নাম তাহাজ্জুদ। উভয় নামাযের রাক'আতের সংখ্যা অভিন্ন। অনেক মহলে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ স্বতন্ত্রভাবে উভয় নামায পড়ার সপক্ষে মত পোষণ করা হইয়া থাকে : উহা সম্পূর্ণ ভুল তরীকা। রসূলুল্লাহ সঃ যে তিন রাত্রি তারাবীহ পড়িয়াছিলেন সেই রাত্রিগুলিতে আলাদা ভাবে তাহাজ্জুদ পড়েন নাই।

هذا هو الحق والحق احق ان يتبع •

যাকাতুল ফিতর

হিজরী দ্বিতীয় সনে যাকাতুল ফিত্র ফরয হয়। কোন কোন মহলের ধারণা মতে যাহার উপর যাকাত ফরয এমন ধনী ব্যক্তির উপরই ফিত্রা ফরয—দরিদ্র লোকের উপর ফিত্রা ফরয নয়। কিন্তু এই ধারণা নিতান্ত ভুল এবং এই অভিমত আদৌ সঠিক নহে। কারণ হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, যাকাতুল ফিত্র প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয—غنيا كان او فقيرا ধনীই হউক কিম্বা দরিদ্রই হউক। ঐ হাদীসের শেষাংশে বলা হইয়াছে :

اما غنيكم فيزكيه الله و اما فقيركم فيرد الله عليه اكثر مما اعطاه

"বস্তুতঃ তোমাদের মধ্যে যাহারা ধনী তাহাদিগকে আল্লাহ তা'আলা পাক-পবিত্র করিবেন আর যাহারা দরিদ্র তাহারা আল্লার ওয়াস্তে যে পরিমাণ (ফিত্রা) আদায় করিয়াছে তদপেক্ষা অধিক আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে প্রত্যর্পণের ব্যবস্থা করিবেন।" (অর্থাৎ যে পরিমাণ যাকাতুল ফিত্র আদায় করিবে তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে গরীব মিসকীন হিসাবে তাহারা যাকাতের তহবীল হইতে নিজেদের প্রাপ্য হিসাবে লাভ করিবে।) এই হাদীসটি সুনানে আবূ দাউদ, আহমদ, দারকুৎনী, তাহাভী প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থাবলীতে সংকলিত হইয়াছে।

সুতরাং কেবলমাত্র ধনী বা সাহেবে নেসাব ব্যক্তির উপর যাকাতুল ফিত্র ফরয বলার অভিমতটি হাদীসের পরিপন্থী ও শরী'অত বহির্ভূত।

www.ahlehadeethbd.org

কোন্ কোন্ বস্তু দ্বারা যাকাতুল ফিত্‌র আদায় করিতে হইবে তাহা লইয়াও কিছু কিঞ্চিৎ মতভেদ দেখা যায়। তবে আসল কথা এই যে, ইসলামের প্রথম যুগের সাহাবায়ে কেরামের আমলের ঘটনাপঞ্জী নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া দেখিলে সহজেই বুঝা যাইবে যে, সময় ও কাল ভেদে যাকাতুল ফিত্‌র হিসাবে দাতব্য বস্তুগুলির মধ্যেও পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সাহাবায়ে কেরাম তাঁহাদের মওসুমী খাদ্যবস্তু হইতে যাকাতুল ফিত্‌র আদায় করিয়াছেন। চান্দ্র মাস হিসাবে রোযা কালভেদে বিভিন্ন মওসুমে হইত, কাজেই যে মওসুমে রমযান হইত সেই মওসুমের খাদ্যবস্তু হইতে তাঁহারা যাকাতুল ফিত্‌র আদায় করিতেন। আমাদের দেশের চাষী মহলে বিশেষতঃ পাক-বাংলায় বৎসরের বার মাসই চাউল বা আটা খাওয়ার প্রচলন আছে এবং এই দুই বস্তুকে গুদামজাত করিয়া রাখা হয়। সাহাবায়ে কেরামের আমলে খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত ছিল না, অবশ্য খেজুর সময়ে সময়ে গুদামে রাখা হইত। একথা অতীব সত্য যে, রসূলুল্লাহ সঃ স্বয়ং এবং সাহাবায়ে কেরাম অধিকাংশ সময়ে রুটি খাইতেন, তাহাও আবার চালুন দ্বারা চালিয়া লওয়া হইত না—যব ভাঙ্গানোর পর ফূঁ দিয়া উহার খোশা উড়াইয়া দিতেন, অবশিষ্ট যাহা থাকিত তাহার রুটি তাঁহারা খাইতেন। গমের রুটি পর্যায়ক্রমে তিন দিন খাওয়া রসূলুল্লাহ সঃ-র পক্ষেও সহজসাধ্য ছিল না। অবশ্য আঙ্গুরের বাগ-বাগিচায় প্রচুর পরিমাণ আঙ্গুরের ফলন হইত, উহা শুকাইয়া কিশমিশ করা হইত। ঐ যুগে অধিক পরিমাণে দুগ্ধবতী বকরী পালিত হইত এবং অতিরিক্ত দুগ্ধকে উত্তাপ দেওয়ার পর উহা শুষ্ক হইলে উহাকে বলা হইত اقط বা পনীর; উহা হয়ত বা কোন কোন মওসুমে অধিক পরিমাণে সহজসাধ্য হইত বলিয়া তাঁহাদের নিকট মওজুদ থাকিত। মওসুমের মওজুদ খাদ্য হইতে রসূলুল্লাহ সঃ এবং সাহাবায়ে কেরাম যাকাতুল ফিত্‌র আদায় করিতেন। যখন ঘরে কিশমিশ মওজুদ থাকিত তখন জনপ্রতি এক সা' কিশমিশ, পনীর থাকিলে এক সা' পনীর, খেজুর থাকিলে এক সা' খেজুর, যব থাকিলে এক সা' যব যাকাতুল ফিত্‌র হিসাবে আদায় করা হইত। এখানে যবের খোশার উপর কিয়াস করিয়া ধান্য দ্বারা যাকাতুল ফিত্‌র আদায় করা ইত্তেবায়ে সুন্নত বা নবী সঃ-র আমলের নীতির উপর অবিচার করারই শামিল।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে জানা যায় যে, সাহাবীগণ রসূলুল্লাহ সঃ-র যুগে উপর্যুপরি কয়েকদিন গমের রুটি খাইতে পাইতেন না এবং হেজায তথা মদীনায় ও উহার পার্শ্ববর্তী এলাকায় গমের চাষ ছিল অপেক্ষাকৃত অল্প; আবার যাহা কিছু উৎপন্ন হইত তাহাও উন্নত ধরণের গম ছিল না। কাজেই গমের প্রাচুর্য না থাকায় সাহাবায়ে কেরাম যাকাতুল ফিত্‌রের উপরোল্লেখিত খাদ্য দ্রব্য হইতে জনপ্রতি এক সা' পরিমাণ আদায় করিতেন। পরবর্তীকালে যখন হযরত আমীর মু'আবীয়া রাঃ ইসলামী রাষ্ট্রের অধিনায়করূপে হজ্জের অথবা ওমরার উদ্দেশ্যে সিরিয়া হইতে মদীনায় আগমন করিলেন তখন তিনি এক জনসভায় ভাষণদান কালে বলিলেন:

انی اری ان مدین سمراء الشام
تعدل صاعا من تمر•

"আমি মনে করি যে, সিরিয়া প্রদেশের দুই মুদ বা অর্ধ সা' লালগম মদীনার এক সা' খেজুরের সমান হইবে।"

www.ahlehadeethbd.org

Contents

গম দ্বারা অর্ধ সা' যাকাতুল ফিত্‌র আদায় করার সপক্ষে যাহারা অভিমত পোষণ করেন তাহাদের দলীল প্রমাণের মূল তথ্য ইহাই। এই রেওয়ায়তের বর্ণনাকারী হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রাঃ বলিয়াছেন যে, আমরা রসূলুল্লাহ সঃ-র পবিত্র যুগে যেরূপভাবে (অর্থাৎ জনপ্রতি এক সা' পরিমাণ) খেজুর, কিশমিশ ও যব দ্বারা যাকাতুলফিত্‌র আদায় করিতাম তাহাই করিব— হযরত মু'আবীয়া রাঃ র ব্যক্তিগত অভিমত আমরা গ্রহণ করিব না। এখানে ভাবিয়া দেখা কর্তব্য যে, হযরত মু'আবীয়া মূল্য হিসাবে বলিয়াছিলেন। উহা দ্বারা বেশীর বেশী ইহাই প্রতিপন্ন হইতে পারে যে, এক সা' চাউলের পরিবর্তে উহার নগদ মূল্য আদায় করা যাইতে পারে। জনৈক সাহাবী এবং খলীফা ওমর ইবনে আবদুল আযীয কর্তৃক (এক সা' খাদ্য বস্তুর) মূল্য আদায়ের কথাও উল্লেখিত হইয়াছে, কিন্তু এই অভিমত অনেকেই প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। অতএব মূল্য আদায়ের প্রচলন না করিয়া রসূলুল্লাহ সঃ হইতে যাহা নির্ধারিত হইয়াছে তাহাই আদায় করা বাঞ্ছনীয়। তবে যেহেতু জনৈক সাহাবী কর্তৃক মূল্য আদায়ের অনুমতিও পাওয়া যায়, কাজেই এক সা' দেয় বস্তুর মূল্যও যদি যাকাতুল ফিত্‌র হিসাবে আদায় করা হয় তবু আদায় হইয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। তবে অর্ধ সা' গম বা চাউল যাকাতুল ফিতর হিসাবে দেওয়া কোন মতেই প্রমাণিত হয় না। হাঁ, যদি কোন দেশে কোন সময়ে এক সা' খেজুরের মূল্য অর্ধ সা' চাউলের মূল্যের সমান হয় তাহা হইলে শুধু মূল্যমান হিসাবে মূল্য দেওয়ার ব্যাপারেই ইহা সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু রসূলুল্লাহ সঃ হইতে সহীহ সনদে অর্ধ সা' প্রমাণিত নয় —দেখুন, "নসবুর রায়া" (২) ৪০৯—৪১০ পৃষ্ঠা।

মদীনা শরীফে রসূলুল্লাহ সঃ এবং তদীয় সাহাবায়ে কেরামের যুগে যে সা'র প্রচলন ছিল- তাহার পরিমাণ ছিল ৫½ রতল—দুই সের সাড়ে দশ ছটাক পরিমাণ। ইরাক প্রদেশে ৮ রতল বা /৪ সের পরিমাণ সা' এর প্রচলন ছিল। স্থানভেদে ওজনের তারতম্য হইয়া থাকিলেও রসূলুল্লাহ সঃ-র গৃহীত মদনী সা' গ্রহণ করাই যাকাতুল ফিত্‌রের ব্যাপারে অধিক যুক্তিযুক্ত। ইমাম আবূ হানীফা রহঃ-র প্রধান শিষ্য ইমাম আবূ ইউসুফ রহঃ এই বিষয়ে মদীনার ইমাম মালিক রহঃ র সহিত মতৈক্যে পৌঁছিয়াছেন। বয়হাকীর সুনানুল কোবরা (৪) ১১১ পৃষ্ঠা।

সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ-র প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে :

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بزكوة الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلوة ٠

"রসূলুল্লাহ সঃ ঈদের নামাযের জন্য বাহির হইবার পূর্বেই যাকাতুল ফিত্‌র আদায় করার নির্দেশ দিয়াছেন।"—দারকুৎনী : ২২৫ পৃষ্ঠা।

এই হাদীসের শেষে উল্লেখিত হইয়াছে :

وكان عبد الله يخرجها قبل ذلك بيوم او يومين ٠

"হযরত আবদুল্লাহ ইবন ওমর রাঃ ঈদের একদিন বা দুইদিন আগেই যাকাতুল ফিত্‌র বাহির করিতেন।"

কোন কোন হাদীসে এরূপও বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ সঃ ঈদের নামাযের জন্য বাহির হওয়ার আগেই যাকাতুল ফিত্‌র প্রাপকদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিতেন।

والله اعلم وعلمه اتم واحكم

www.ahlehadeethbd.org

(৩০০-এর পাতার পর)

সাম্রাজ্য হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা, ইরাণ এবং তুর্কির বিশেষ বিশেষ সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি দখল ও নিজেদের প্রভাবাধীন করিয়া লয়। ভারত সাম্রাজ্যকে রক্ষা এবং নিরাপদ করিবার জন্য সর্বপ্রথম এডেন অধিকার করে এবং পরবর্তী কালে সুয়েজ খাল সাইপ্রাসের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে এবং সর্বশেষে আরবগণকে চিরকালের জন্য ভীতি বিহ্বল করিয়া রাখিবার জন্য তাহাদেরই পৈত্রিক বাস ভূমির বক্ষে মুসলমানদের চিরশত্রু ইস্রাইলকে প্রতিষ্ঠিত করে। এই যালিমদেরই কারসাযীতে আজ আরব রাষ্ট্রগুলি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে এবং সাইপ্রাসের সংখ্যালঘু তুর্কীরা ধুঁকিয়া মরিতেছে।

আশার আলো

কোন স্বাধীন এবং ঐতিহ্যবাহী জাতিকে কেবল ভীতি প্রদর্শন এবং তাহাদিগকে পীড়ন করিয়া চিরদিন গোলাম বানাইয়া রাখা যায় না। তাই সেই উৎপীড়িত দেশের মুসলমানদের যুগ যুগ সঞ্চিত বিদ্বেষের হৃদয় বহ্নি আজ দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে—যাহার উত্তাপে সাম্রাজ্যবাদ পুড়িয়া গলিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতেছে। আদন এবং তৎসন্নিহিত গুরুত্ব পূর্ণ বায়রাম দ্বীপপুঞ্জ হইতে সাম্রাজ্য শক্তি লাঞ্ছিত, অপদস্ত হইয়া বিদায় লইতে বাধ্য হইতেছে। তুর্কির দাপটে ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া গ্রীক বৃটেন লেজ গুটাইতে বাধ্য হইয়াছে। সুয়েজও সুদান হইতে বহু পূর্বেই বিতাড়িত হইয়াছে। প্যালেষ্টাইনের মুক্তি বাহিনী মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে এবং আশা করা যায় তাহারাও অদূর ভবিষ্যতে বিজয় মাল্যে ভূষিত হইবে। কেবল দক্ষিণ আফ্রিকা ব্যতীত আফ্রিকার প্রায় রাষ্ট্রগুলিই গোলামীর জিঞ্জির ছিড়িয়া ফেলিয়াছে।

কাশ্মীর ও সাইপ্রাস

পাকিস্তানের বিশ বৎসরের ইতিহাসে বহু মন্ত্রিসভা ও নেতার পরিবর্তন হইয়া গেল। এখানে যখনই কোন মন্ত্রীসভা গঠিত হয় তখই উহার প্রধান কাশ্মীরের মুক্তি শ্লোগান দিয়া থাকেন এবং কাশ্মীরের মযলুম মুসলমানদিগকে মুক্ত করার জন্য নিজের দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করেন আর তাহাদের দুঃখে কুম্ভীরাশ্রুর বন্যা বহাইয়া দেন কিন্তু কাশ্মীর যে তিমিরে ছিল আজিও সেই তিমিরেই রহিয়াছে বরং সেখানে নিরীহ মুসলিম নরনারীদের উপর যুলুমের মাত্রা তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া চলিয়াছে। আর আমাদের কওমের জন্য সর্বত্যাগী নেতৃত্ব আজিও সেই পুরাতন বুলি আওড়াইয়া আমাদিগকে বোকা বানাইতেছে। যে কাশ্মীরের জন্য আমাদের অমূল্য জাতীয় সম্পদ—দেশরক্ষা বাহিনীর বহু বীর বুকের রক্ত বহাইয়া শাহাদত বরণ করিয়াছে, বহু সম্পত্তির ক্ষতি হইয়াছে, সেই কাশ্মীরের সমস্যা চিরদিনের মত তাসখন্দের ঘূর্ণীয়মান চাকায় আটকাইয়া ঘুরপাক খাইতেছে আর বড় বড় বিবৃতি শ্রবণ করিতে করিতে আমাদের কান ঝালাপালা হইয়া গিয়াছে। এখন আমরা এই প্রবাদবাক্যটির যথার্থ অর্থ বুঝিতে পারিতেছি যে মেঘ বেশী গর্জে উহা বর্ষে না।

তুর্কী জাতি অগাধ পানির মাছ। তাহারা দেশ ও জাতির অকৃত্রিম সেবক। তাহাদের মধ্যে বাগাড়ম্বর নাই, তাহাদের মুখে কথার খৈ ফোটে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

না, তাহারা আবেদন নিবেদনের বেশী ধার ধারে না। তাহাদের উপর বড় বড় বিপদের ঘনঘটা ছাইয়া গিয়াছে, বহু ঝড়ঝঞ্ঝা বহিয়াছে। কিন্তু তাহারা কখনও দমিয়া গিয়া নিরুৎসাহ হয় নাই। তাহারা সব সময় বিপদ আপদ হইতে মুক্তি লাভের জন্য কেবল বাস্তব পন্থাই বাছিয়া লইয়াছে। তাহারা সাইপ্রাসে অবস্থিত গ্রীস সৈন্য বাহিনীর মুসলিম সংখ্যালঘুদের উপর বর্বর অত্যাচারের সংবাদ শ্রবণ করিয়া মসজিদে যাইয়া আহাজারী করে নাই, তথাকথিত জাতিসংঘেরও দ্বারস্থ হয় নাই। এরূপ ক্ষেত্রে যাহা সত্য যাহা সঠিক ও বাস্তব সেই পন্থাই গ্রহণ করিবার দৃঢ়সংকল্প লইয়া জলে স্থলে সাজ সাজ রব তুলিয়া, সাইপ্রাসের আকাশে জঙ্গী বিমান গর্জন করাইয়া, অগণিত ট্যাংকের সার সাজাইয়া, কৃষ্ণ সাগরের নীল পানিকে নৌবহর দ্বারা ফেনাইত করিয়া শত্রুর মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিল; ফলে মার্কিন জাতিসংঘের কর্তারা ছুটিয়া আসিল, গ্রীক নরখাদকরা সন্ত্রস্ত হইয়া নতি স্বীকার করিল এবং তুর্কীর দেওয়া শর্তে সহজে রাজীনামা লিখিয়া দিল। যাহারা প্রকৃত মুসলমান এবং মর্দে মুমিন তাহাদের এইরূপই কর্মধারা হইয়া থাকে। এই কর্মপদ্ধতিই চিরকাল শত্রুর মুকাবিলায় মুসলমানদিগকে বিজয়ী এবং সফলকাম করিয়াছে। মুসলমানের এক বিন্দু রক্ত অপর মুসলমানের নিকট অতি মূল্যবান, সে যতদূরে এবং যে দেশেই অবস্থান করুক না কেন, কোন অমুসলিম কর্তৃক কোন মুসলমানের যৎযত হানি অপর মুসলমান সহ্য করিতে পারে না ইহার অসংখ্য নজীর ইতিহাসের পৃষ্ঠাকে গৌরবান্বিত করিয়া রহিয়াছে। যখন সিন্ধুর সমুদ্রে সম্রাট দাহিরের জল দস্যুদল মুসলিম মহিলাবৃন্দকে গেরেফতার করে তখন জনৈকা মহিলা কম্পিত হৃদয় ইরাকের শাসনকর্তা হাজ্জাজ বিন ইউসোফের নাম ধরিয়া বলিয়াছিল ইয়া হাজ্জাজা! "হে হাজ্জাজ!" হাজ্জাজ উহা অবগত হওয়া মাত্র স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মদ বিন কাসেমকে তাহাদের উদ্ধার কল্পে প্রেরণ করিয়াছিলেন। মুহাম্মদ বিন কাসেমের সিন্ধু বিজয়ের ইহাই এক মাত্র কারণ। আজ কাশ্মীর ও ভারতে মুসলমানদের রক্ত দিয়া হোলি খেলা চলিতেছে, তাহাদের ইজ্জত আবরু ধুলায় লুণ্ঠিত হইতেছে আর আমাদের কর্ণধাররা আয়েশে ডুবিয়া স্ফূর্তি করিতেছেন আর মাঝে মাঝে দুই একটা বিবৃতি দিয়া জনসাধারণকে বোকা বানাইতেছেন হায়, আমাদের অদৃষ্ট! হায়! আমাদের নেতৃত্ব!

www.ahlehadeethbd.org

জিজ্ঞাসা : জানাযা, নামাযে কেহ কেহ প্রত্যেক তকবীরের সঙ্গে রাফ্'উল ইয়াদায়ন (হস্ত উত্তোলন) করেন আবার কেহ কেহ শুধু একবার অর্থাৎ কেবল প্রথম তকবীরের সময়েই রাফ্'উল ইয়াদায়ন করেন। হাদীস মুতাবিক কোন্‌টি ঠিক ?

উত্তর : এ সম্পর্কে গোড়াগুড়ী হইতেই মতভেদ চলিয়া আসিতেছে, তবে এই মতভেদমূলক মসআলায় যাহা অধিকতর হকের নিকটবর্তী তাহা এই যে, জানাযার প্রত্যেক তকবীরে হাত উঠান বাঞ্ছনীয়। ইমাম তিরমিযী রঃ বলিয়াছেন :

واختلف اهل العلم في هذا فراى اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة على الجنازة وهو قول ابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق وقال بعض اهل العلم لا يرفع يديه الا في اول مرة وهو قول الثوري واهل الكوفة

এই মসআলায় বিদ্বানগণের মতভেদ রহিয়াছে। রসূলুল্লাহ সঃ-র সাহাবা এবং গাইর-সাহাবা অধিকাংশ বিদ্বানের মতে জানাযার নামাযে প্রত্যেক তকবীরে রফ্'য়ে ইয়াদায়ন বা দুই হস্ত উত্তোলন করিতে হইবে। ইব্‌নুল মোবারক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ এবং ইসহাকেরও ইহাই অভিমত। তবে কোন কোন বিদ্বান এরূপও বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক বারই হাত উঠাইতে হইবে [বার বার হাত উঠাইবার প্রয়োজন নাই]; সুফ্‌য়ান সওরী এবং কুফাবাসীদেরও ইহাই অভিমত।"—তিরমিযী রশীদিয়া ছাপা : (১) ১২৮ পৃষ্ঠা।

ইমাম ইব্‌নে হযম রহঃ বলেন :

واما رفع الايدى فانه لم يات عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رفع في شيء من تكبير الجنازة في اول تكبيرة فقط •

"হস্ত উত্তোলন সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সঃ হইতে এমন কোন হাদীস বর্ণিত হয় নাই যে, তিনি জানাযার কেবল প্রথম তকবীর ব্যতীত অন্য কোন তকবীরে হস্ত উত্তোলন করিয়াছেন।"—মুহাল্লা : (৫) ১২৮ পৃষ্ঠা।

ইব্‌নে হযম তাঁহার উপরোক্ত দাবীর স্বপক্ষে দলীলরূপে কোন হাদীস পেশ করেন নাই, আর কাহারও কোন দাবী বিনা দলীলে গ্রহণ করা যাইতে পারে না—তিনি যত বড়ই হউন না কেন। তাঁহার উক্ত দাবীর সমর্থনে কেহ কেহ হযরত আবু হুরায়রা রাঃ-র প্রমুখাৎ বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীস পেশ করিয়া থাকেন :

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى على الجنازة رفع يديه

www.ahlehadeethbd.org

Contents

فى اول تكبيرة •

"রসূলুল্লাহ সঃ যখন জানাযার নামায পড়িতেন তখন প্রথম তকবীরে হাত উঠাইতেন।"

হযরত ইব্‌ন আব্বাস রা-র প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি প্রথম তকবীরে হাত উঠাইতেন ثم لا يعود এবং পুনর্বার উহা করিতেন না।

প্রথমোল্লেখিত তিরমিযী নম্বরের (হযরত আবূ হুরায়রা রাঃ-র প্রমুখাৎ বর্ণিত) হাদীসটির সনদ নিম্নরূপ :

يحى بن يعلي عن ابي فروة يزيد بن سنان عن زيد بن ابى انيسة عن الزهرى •

"ইয়াহইয়া ইব্‌ন ইয়া'লা—আবূ ফার্‌ওয়া ইয়াযীদ ইব্‌ন সিনান হইতে, তিনি যায়িদ ইব্‌ন আবী উনাইসা হইতে এবং তিনি যুহরী হইতে এই হাদীস রেওয়ায়ত করিয়াছেন।" ইমাম তিরমিযী এই হাদীস উধৃত করিয়া বলিয়াছেন :

غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه

"ইহা অপরিচিত রেওয়ায়ত, একমাত্র এই সূত্রটি ছাড়া উহার অপর কোন সূত্র আমরা অবহিত নই।" যেহেতু এই সূত্র ছাড়া হাদীসটির অপর কোন সূত্র নাই কাজেই উহা গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না। কারণ আবূ ফারওয়া ইয়াযীদ ইব্‌ন সিনান রাবী সম্পর্কে রিজাল শাস্ত্রের সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'তাহযীবুত্তাহযীব' এর (১১) ৩৩৬ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে :

روى عن زيد بن انيسة نسخة تفرد بها عنه باحاديث وله من غير زيد احاديث مسروقة عن الشيوخ وعامة حديثه غير محفوظ •

"আবূ ফারওয়া যায়িদ ইব্‌ন আবূ উনায়সা হইতে হাদীস সম্পর্কিত এমন একটি নোস্‌খা বা পুস্তক রিওয়ায়ত করিয়াছেন যাহাতে উল্লেখিত হাদীস সমূহের বর্ণনাকারী এককভাবে তিনিই। আর তিনি যায়িদ ব্যতীত অন্যান্য ওস্তাদের নিকট হইতে চোরাই করা কতকগুলি হাদীসও বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার বর্ণিত অধিকাংশ হাদীসই সঠিক নহে। ইমাম নাসায়ী, আবূদাউদ প্রভৃতি মুহাদ্দিসগণ মন্তব্য করিয়াছেন :

ليس بثقة متروك الحديث ليس بشيء •

"তিনি 'সিকা' বা নির্ভরযোগ্য নহেন, তাঁহার হাদীস প্রত্যাখ্যাত, তাঁহার হাদীস কোন কাজেরই নহে ইত্যাদি।"

দ্বিতীয় রাবী ইয়াহ্‌ইয়া (কুন্‌ইয়াত : আবূ যাকারীয়া) ছিলেন কুফার অধিবাসী। তাহার সম্বন্ধেও বিরূপ মন্তব্য করিয়া বলা হইয়াছে :

ليس بشيء مضطرب الحديث يروى عن الثقات المقلوبات •

"সে কিছুই নহে তাহার বর্ণিত হাদীস মুযতারব বা উলটপালট, সে সিকাগণের নিকট হইতে উলটপালট করিয়া রেওয়ায়ত করে ইত্যাদি।—তাহযীব (১১) ৩০৪ পৃষ্ঠা।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস রাঃ-র প্রমুখাৎ বর্ণিত হাদীস যাহাতে বলা হইয়াছে যে, "প্রথম তকবীরে হাত উঠাইতেন আর পুনর্বার উহা করিতেন না"—এই হাদীসটির সনদ গ্রহণের অযোগ্য। কারণ দারকুৎনী গ্রন্থের ১৯২ পৃষ্ঠায় যে সনদে এই হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে হাজ্জাজ ইব্‌ন নুসাইর ও ফযল ইব্‌নুস্‌ সাকান দুইজন রাবী রহিয়াছেন। প্রথম রাবী সম্পর্কে ইমামুল মুহাদ্দেসীন ইমাম বুখারী এবং রিজাল শাস্ত্রের প্রখ্যাত

www.ahlehadeethbd.org

ইমাম আবু হাতীম বলেন :

ليس بثقة تركوا حديثه

অর্থাৎ তিনি নির্ভরযোগ্য নহেন—হাদীসবিদগণ তাহার হাদীস বর্জন করিয়াছেন।

দ্বিতীয় রাবী একেবারেই মজহুল বা অজ্ঞাত। কাজেই যে হাদীসের বর্ণনাকারীগণ সম্পর্কে এমন বিরূপ মন্তব্য করা হইয়াছে এবং কোনও মুহাদ্দিস উহাকে সহীহ বলিয়া দাবীও করেন নাই উহা কিছুতেই প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না।

হানাফী মযহাবের বিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা যয়লায়ী নসবুররায়া গ্রন্থে হযরত আবু হুরায়রা ও হযরত ইবনে আব্বাসের উপরোল্লেখিত রেওয়ায়তের উল্লেখ করিয়া উহা যে গ্রহণের অযোগ্য সে সম্পর্কিত তথ্যাদি পেশ করার পর বলেন :

يعارض ما تقدم اخرجه الدارقطنى فى علله عن عمر بن شبة حدثنا يزيد بن هارون انبا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر ان النبى صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى على الجنازة رفع يديه فى تكبيرة •

"হযরত আবু হুরায়রা ও হযরত ইবনে আব্বাসের প্রমুখাৎ বর্ণিত উপরোল্লিখিত রেওয়ায়তের বিপরীত হাদীস দারকুৎনীর কিতাবুল ইলালে ওমর ইবনে শায়বা হইতে, তিনি ইয়াযিদ ইবনে হারূণ হইতে, তিনি ইয়াহয়া ইবনে সাঈদ হইতে, তিনি নাফে' হইতে, তিনি ইবনে ওমর হইতে, তিনি নবী করীম সঃ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ সঃ জানাযার নামাযে প্রত্যেক তকবীরে রফয়ে ইয়াদায়ন করিতেন।" অতঃপর আল্লামা যয়লায়ী দারকুৎনীর বরাতে উল্লেখ করিয়াছেন যে, ওমর ইবনে শায়বা ব্যতীত অন্য কেহই উহা মরফু' সূত্রে রেওয়ায়ত করেন নাই।—নসবুর রায়া (২) ২৮৫ পৃষ্ঠা।

হাফিয ইবনে হজর বলিয়াছেন :

ورواه الطبرانى فى الاوسط...مرفوعا

"উক্ত হাদীস ইমাম তাবারাণী মু'জামে আওসাতে মরফু' সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন" যদিও উহার সনদের রাবীদের মধ্যে কিছু দুর্বলতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন তবু এতদ্বারা জানা যায় যে, উক্ত হাদীসের মরফু' সূত্রে বর্ণনাকারী শুধু একজনই নহেন। কিন্তু রফয়ে-ইয়াদায়ন না করার রেওয়ায়ত উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন :

ولا يصح فيه شيء وقد صح عن ابن عباس انه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة رواه سعيد بن منصور •

"রফয়ে ইয়াদায়ন না করার কোন কিছুই সাব্যস্ত হয় না। ইবনে আব্বাস হইতে সহীহ সনদে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, তিনি জানাযার নামাযের প্রত্যেক তকবীরে রফয়ে ইয়াদায়ন করিতেন—সাঈদ ইবনে মনসূর উহা রেওয়ায়ত করিয়াছেন।"—তলখীসুলহাবীর : ১৭১—১৭২ পৃঃ

হানাফী আলেম ও ফকীহ্ দের সমর্থন

হানাফী মযহাবের আলেমগণের মধ্যে অনেকে জানাযার প্রত্যেক তকবীরে হস্ত উত্তোলন করার সপক্ষে মত পোষণ করিয়াছেন। ইমাম আহমদ ইবন মোহাম্মদ আবুল আব্বাস আশ্‌শুমনী (মৃঃ ৮৭২ হিঃ) শারহুন্ নেকায়া (যাহা কামালুদ্দিরায়া নামেও পরিচিত) গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন :

اختار كثير من مشائخ بلخ الرفع في كل تكبيرة لما روى الدارقطنى والصواب انه موقوف على ابن عمر •

"বলখ প্রদেশের হানাফী বিদ্বানগণের অনেকেই

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(জানাযার নামাযে) প্রত্যেক তকবীরে হস্ত উত্তোলন করা পসন্দ করিয়াছেন। কারণ দারকুৎনী গ্রন্থে এই মর্মে হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। সঠিক কথা এই যে, হাদীসটি হযরত ইবন ওমর রাঃর উপর মওকূফ।"

দুররে মোখতার ও উহার টীকা (১) ৬১০ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত হইয়াছে :

(وقال ائمة بلخ فى كلها) وهو قول الائمة الثلاثة ورواية عن ابى حنيفة ۔

"বলখের ইমামগণ বলিয়াছেন, প্রত্যেক তকবীরেই হাত উঠাইতে হইবে। ইবনুল আবেদীন বলেন, ইহাই তিন ইমাম—ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদের অভিমত। ইমাম আবূ হানীফা হইতে বর্ণিত এক রেওয়ায়তেও অনুরূপ মন্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়।"

হানাফী ফিকহের অপর কিতাব মুনিয়াতুল-মুসাল্লীর বিখ্যাত শরাহ কাবীরী ৫৮৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত হইয়াছে :

وكثير من مشائخ بلخ اختاروا الرفع عند كل تكبيرة وفى الحاوى سئل الامام ابو القاسم عن ذلك فقال انا افعل واقيس ثانية باولة لانه ركن كله وكان محمد بن سلمة وعبد الله بن المبارك ومحمد بن الازهر وعصام بن يوسف يرفعون ۔

"বলখের অধিকাংশ মাশায়েখ জানাযার নামাযের প্রত্যেক তকবীরে রফয়ে ইয়াদায়ন বা দুই হাত উত্তোলন পসন্দ করিয়াছেন। আল-হাভী গ্রন্থে আছে, ইমাম আবুল কাসেমকে এসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন, আমি (রফয়ে ইয়াদায়ন) করি এবং প্রথম তকবীরে হাত উঠানর সহিত পরবর্তী তকবীরগুলির কিয়াস করি; কারণ জানাযার নামাযে প্রথম তকবীরের ন্যায় অপর তকবীরগুলিও রুকন। মোহাম্মদ ইবন সালামা, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক, মুহাম্মদ ইবনুল আযহার এবং ইমাম ইবন য়ূসুফ ইঁহারা সকলেই রফয়ে ইয়াদায়ন করিতেন।"

ইমাম শাফেয়ীর উক্তি

قال الامام الشافعي ويرفع المصلي يديه كلما كبر على الجنازة في كل تكبيرة للاثر والقياس على السنة فى الصلاة وان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه فى كل تكبيرة كبرها فى الصلوة وهو قائم اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعى قال اخبرنا محمد ابن عمر عن عبد الله بن عمر بن حفص عن نافع عن ابن عمر انه كان يرفع يديه كلما كبر على الجنازة قال الشافعى وبلغنى عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير مثل ذلك وعلى ذلك ادركت اهل العلم ببلدنا ۔

"ইমাম শাফেয়ী বলেন, মুসল্লী জানাযার নামাযের প্রত্যেক তকবীরে হাত উঠাইবে, কেননা এ সম্পর্কে সাহাবীর আসার মওজুদ রহিয়াছে, আর নামাযে উহা সুন্নত এই কিয়াসের ভিত্তিতেও। রসূলুল্লাহ সঃ দাঁড়ান অবস্থায় নামাযে যত তকবীর দিতেন ততবার হাত উঠাইতেন। (ইমাম শাফেয়ী বলেন,) আমাদিগকে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন মোহাম্মদ ইবন ওমর আবদুল্লাহ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ইবন ওমর ইবন হাফস হইতে, তিনি নাফে' হইতে এবং তিনি ইবন ওমর হইতে এই মর্মে যে, ইবন ওমর জানাযার নামাযে প্রত্যেক তকবীরে হাত উঠাইতেন। ইমাম শাফেয়ী বলেন, সাঈদ ইবনুল মুছাইয়েব এবং ওরওয়া ইবনুয যোবায়ের হইতে আমার নিকট অনুরূপ রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে। আমাদের বিদ্বানগণকেও আমি এই আমলের উপর পাইয়াছি।" কিতাবুল উম্ম (১) ২৪০ পৃষ্ঠা।

ইমাম মালিকের অভিমত

وقال لى مالك انه (ابن وهب)
ليعجبنى ان يرفع يديه فى كل تكبيرة

ইমাম মালিক আমাকে বলেন, "প্রত্যেক তকবীরে হাত উঠাইয়া যাওয়া আমার পসন্দনীয়।" —আলমুদাওওয়ানাতুল কোবরা : (২) ১৭৬ পৃষ্ঠা।

উক্ত গ্রন্থে আরও বলা হইয়াছে :

قال ابن وهب وان عمر بن الخطاب والقاسم وعمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير وموسى بن نعيم وابن شهاب وربيعة ويحى بن سعيد كانوا اذا كبروا على الجنازة رفعوا ايديهم فى كل تكبيرة •

"ইবনে ওহব বলেন, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব, কাসেম, ওমর ইবন আবদুল আযীয, ওরওয়া ইবন যুবায়র, মূসা ইবন নাঈম, ইবনে শিহাব, রাবীআ, ইয়াহ্ইয়া ইবন সাঈদ সকলেই যখন জানাযার নামাযে তকবীর দিতেন প্রতি তকবীরেই হাত উঠাইতেন।"—আল মুদাওওয়ানাহ (২) ১৭৬ পৃষ্ঠা। এই গ্রন্থ মিসরে ১৩৩২ হিজরী সালে ১৬ খণ্ডে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল

বুলুগোল আমানী (৭) ২৩৪ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে :

حكى ابن المنذر عن ابن عمر وعمر ابن عبد العزيز وعطاء وسالم بن عبد الله وقيس بن ابى حازم والزهرى والاوزاعى واحمد واسحاق واختاره ابن المنذر •

"ইবনুল মুনযির হযরত ইবনে ওমর, ওমর ইবন আবদুল আযীয, আতা, সালিম ইবন আবদুল্লাহ, কাইস ইবন আবী হাযিম, যুহরী, আওযায়ী, আহমদ ও ইসহাক হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, জানাযার নামাযের প্রত্যেক তকবীরে হাত উঠানই ছিল তাঁহাদের অভিমত আর ইবনুল মুনযিরও ইহাই পসন্দ করিয়াছেন।"

ইমাম বয়হাকী সুনানুল কোবরা (৪) ৪৪ পৃষ্ঠায় 'জানাযার নামাযের প্রত্যেক তকবীরে রফয়ে ইয়াদায়ন করা' অধ্যায়ে বলেন,

عن انس بن مالك انه كان يرفع يديه كلما كبر على الجنازة •

"সাহাবী হযরত আনাস ইবন মালেক রাঃ-র প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি জানাযার নামাযের প্রত্যেক তকবীরেই রফয়ে ইয়াদায়েন করিতেন।" অতঃপর উপরোল্লেখিত তাবেয়ীগণের রেওয়ায়ত উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে, মুহাম্মদ ইব্ন সীরীনও রফয়ে ইয়াদায়ন করিতেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সাহাবীগণের মধ্যে হযরত ওমর, হযরত আনাস, হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন ওমর রাঃ হযরত ইব্নে আব্বাস রাঃ তাবেয়ীগণের মধ্যে হযরত সাঈদ ইব্নুল মুসাই-

www.ahlehadeethbd.org

য়েব, সালেম, কাসেম, কায়স, 'আতা, ইব্নে সীরীন, ওরওয়া, যুহরী প্রভৃতি আর তাবে' তাবেয়ীনের মধ্যে ইয়াহ্ইয়া, আওযায়ী, ইমাম মালিক এবং তৎপরবর্তীগণের মধ্যে ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ, ইমাম ইসহাক, আর স্বয়ং ইমাম বুখারী جزء رفع اليدين গ্রন্থের ৩৫ পৃষ্ঠায় সহীহ সনদে হযরত ইব্নে ওমর রাঃ র প্রমুখাৎ জানাযার নামাযে প্রত্যেক তকবীরে রফয়ে ইয়াদায়ন করার বর্ণনা করিয়া এই অভিমতের সপক্ষে মন্তব্য করিয়াছেন। মুহাদ্দিস আবু বকর ইব্ন আবী শায়বা মুসান্নাফ (৪) ১১১ পৃষ্ঠায় সনদ সহকারে উক্ত সাহাবী ও তাবেয়গণ হইতে অনুরূপ রেওয়ায়ত করিয়াছেন। হানাফী মযহাবের বিদ্বানগণের মধ্যে ইমাম ইব্নে ইউসুফ, মোহম্মদ ইব্ন মাসলামা, আবু আবদুল্লাহ ফকীহ মোহাম্মদ ইব্ন আযহার প্রভৃতি ফকীহ বিদ্বান এবং বলখ দেশের মাশায়েখগণও রফয়ে ইয়াদায়ন করা পসন্দ করিয়াছেন। অতএব আমাদের মতে জানাযার নামাযে প্রত্যেক তকবীরে রফয়ে ইয়াদায়ন করাই বাঞ্ছনীয়। কারণ রসূলুল্লাহ দঃ হইতে যদি কোন বিষয়ের সুস্পষ্ট ফয়সালা পাওয়া না যায় কিন্তু সাহাবা ও তৎপরবর্তী মহাজনদের উক্তি ও আচরণ দ্বারা উহা মীমাংসিত হয় তাহা হইলে সে ক্ষেত্রে উহাই মুহাদ্দিসগণ কর্তৃক গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইয়া থাকে। পাক-ভারত উপমহাদেশের আহলেহাদীসগণের অগ্রদূত গয্নভী খান্দানের উজ্জ্বল নক্ষত্র হজরত মওলানা আবদুল জাব্বার গজনভী (রহঃ) স্বীয় ফাতাওয়ায় ইহাই পসন্দনীয় বা গ্রহণীয় মযহাব বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। ইমাম বুখারী রহঃ সহীহ বুখারী শরীফে জানাযার নামাযের সুন্নত বিষয় সম্পর্কিত অধ্যায়ে রফ্য়ে ইয়াদায়ন করিতে হইবে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

—আবু মোহাম্মদ আলীমুদ্দীন

www.ahlehadeethbd.org

শেখ আইনুল বারী

বিশ্বনবীর প্রবর্তিত ইসলামী ভ্রাতৃত্ব

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ। সমগ্র পৃথিবী অত্যাচার, অনাচার, ব্যভিচার ও কুসংস্কারের নিবিড় তিমিরে আচ্ছন্ন। ধরাবাসী অসংখ্য দলে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন। আরববাসীরা বিশ্ব-স্রষ্টা আল্লাহ সম্পর্কে বিভ্রান্ত; স্বীয় হাতে-গড়া অলীক "খোদার" পূজা-অর্চনায় মত্ত, গৃহ-যুদ্ধে লিপ্ত। রোম ও পারস্য সম্রাটগণ উপাস্যের আসনে অধিষ্ঠিত এবং তাঁদের প্রজাগণ তাঁদের উপাসনায় নিয়োজিত। ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতগণ 'ঈশ্বরের' মনোনীত মানব-শ্রেষ্ঠরূপে কল্পিত এবং শুদ্র ও হরিজনগণ মনুষ্যত্বের গণ্ডী বহির্ভূত। দুর্বল সবল কর্তৃক উৎপীড়িত, নির্ধন ধনী কর্তৃক শোষিত; নারীরা লাঞ্ছিত ও পদ-দলিত; সর্বত্রই মনুষ্যত্ব চরম ভাবে অবমানিত, মানবতা উপেক্ষিত, ধরিত্রীবাসী শান্তি অন্বেষণে অধীরচিত্ত। কবি নজরুলের ভাষায়:—

"এশিয়া য়ুরোপ আফ্রিকা—এই পৃথিবীর যত দেশ
যেন নেমেছিল প্রতিযোগিতায় দেখিতে পালের শেষ।
উৎপীড়িতেরা নয়নের জলে নয়ন-কমল ভাসায়ে চায়
কোথায়, মুক্তিদাতা কোথায়!
শৃঙ্খলিত ও চির-দাস খোঁজে বন্ধ অন্ধকার কারায়
বন্ধ-ছেদন নবী কোথায়!"

ঠিক এমনই সময়ে ধরণীর ধূলায় আবির্ভূত হলেন মানবতার ত্রাণকর্তা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ)। তিনি জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত করতেই দেখতে পেলেন বিশ্ববাসী খোদাবিস্মৃত এবং সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ভাব সমূলে বিলুপ্ত। মানবতার এই চরম দুর্দশা অবলোকন করে তাঁর মন হয়ে উঠল চিন্তায় ভারাক্রান্ত। তাই বয়োঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি চিন্তা করতে লাগলেন, একই পিতা-মাতা হতে সৃষ্ট এই শতধা বিভক্ত মানব জাতিকে কি করে করা যায় একই সূত্রে গ্রথিত এবং আর কিরূপে প্রতিষ্ঠিত করা যায় এদের মধ্যে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব। এই চিন্তায় হেরা গুহায় তিনি হলেন ধ্যান-মগ্ন, এইভাবে অতিক্রান্ত হ'ল দিনের পর দিন মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। পরিশেষে তাঁর এই সাধনায় সন্তুষ্ট হলেন বিশ্ববিধাতা। তাই তিনি তাঁকে মনোনীত করলেন রুগ্ন ও বিভ্রান্ত মানবতার ত্রাণকর্তারূপে, এবং আল্লার একত্ববাদ ও মানবতার ঐক্য, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর উপর অবতীর্ণ করলেন ঐশীবার্তা। ঐ এলাহী পয়গাম পেয়ে তিনি বিশ্ববাসীকে আহ্বান করে বললেন:—'হে বিশ্বমানব! তোমাদের আদি পিতা ও মাতা এক এবং তোমাদের সৃষ্টিকর্তা এক। অতএব তোমরা পরস্পর ভাই ভাই। তোমাদের মধ্যে কোন ভেদাভেদ নেই। তোমাদের মধ্যে কেউ কারোর প্রভু ও উপাস্য নয় এবং কেউ কারোর দাসও নয়। তোমাদের সকলেরই প্রভু ও উপাস্য এক আল্লাহ এবং তোমরা সবাই তাঁরই বান্দাহ।" এইভাবে মানবতার উদ্ধার কর্তা বিশ্বনবী (সঃ) বিশ্বের বুকে প্রচার করলেন আল্লার একত্ব ও মানবীয় সাম্যের জয়গান এবং জানালেন বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের উদাত্ত আহ্বান।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তাঁর এই উদাত্ত আহ্বানে আলী, আবুবকর, উসমান ও ওমরের ন্যায় মানবতার মূল্যদানকারী কতিপয় লোক সাড়া প্রদান করলেন। অন্যদিকে তাঁর এই অশ্রুতপূর্ব সাম্য বাণী অলীক প্রভুত্ব ও মিথ্যা নেতৃত্বের মূলে কুঠারাঘাত করায় আবু জেহেল ও আবুলাহাবের ন্যায় মনুষ্যত্বের অবমাননাকারীগণ তাঁর প্রতি ক্ষুব্ধ হয়। পরিশেষে তারা তাঁর প্রাণ নাশের চেষ্টায় ব্যাপৃত হয়। তাই নিরুপায় হয়ে তিনি স্বীয় প্রিয় মাতৃভূমি হতে হিজরত করে কতিপয় অনুচর সমভিব্যাহারে গমন করেন মদিনার অনুকুল পরিবেশে। তথায় তিনি তওহীদ, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের মহাপয়গাম প্রচার করতে লাগলেন একাগ্রচিত্তে। মক্কা থেকে যারা মদীনায় হিজরত করে আসেন তারা ধন-দৌলত সয়-সম্পদ এমন কি কেও স্ত্রী, পিতা-মাতা প্রভৃতি ছেড়ে এসেছেন মদীনায়, তাদের জন্য প্রয়োজন হ'ল আশ্রয়ের, সাহায্যের এবং ঘর সংসার নূতন করে বাধার। রসূলুল্লাহ (দঃ) এদের অবস্থা দেখে ঘোষণা করলেন, "যারা আল্লার একত্বে বিশ্বাস করে এবং আমাকে তাঁর রসূল বলে স্বীকার করে তারা একে অপরের ভাই। অতএব হে মদীনাবাসী! তোমরা মোহাজেরদেরকে ভাই বলে গ্রহণ কর।" রসূলুল্লার(দঃ) এই মানবতার আহ্বানে মদিনার আনসারগণ নিমেষের মধ্যে তাঁদের স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি প্রয়োজন অনুসারে মোহাজেরদেরকে দান করলেন। যার একাধিক স্ত্রী ছিল তিনি একটি রেখে অবশিষ্টগুলিকে তালাক দিলেন মোহাজেরদের জন্যে। এই ভাবে মদীনার বুকে সর্ব প্রথম প্রদর্শিত হ'ল ইসলামী ভ্রাতৃত্বের এক অনুপম ও অপূর্ব আদর্শ।

ইহুদীরা মনে করত যে তারাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি, প্রাচীন গ্রীকদের ধারণা ছিল তারা ব্যতীত আর সকলেই বর্বর। প্রাচীন রোমকগণও অ-রোমকগণকে হেয় চক্ষে দেখত। চীনের এক প্রাচীন নাম স্বর্গরাজ্য, অর্থাৎ চীন ব্যতীত আর সব দেশ নরক রাজ্য। গৌতম বুদ্ধের নীতি ছিল অহিংসা পরম ধর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ, ওর মধ্যে ছিল না বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের নাম গন্ধ। ভারতের হিন্দু মুণি-ঋষিরা হিন্দু সমাজকে করে রেখেছিল চার ভাগে বিভক্ত। অতঃপর সর্বনিম্ন শ্রেণী শূদ্রকে অস্পৃশ্য পর্যায়ে ঠেলে দিয়ে ধর্মগ্রন্থ বেদ পাঠে ও শ্রবণে তাদেরকে করে রেখেছিল বঞ্চিত। সুতরাং "মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে ভেদাভেদের এই যে প্রাচীর সহস্রাধিক বর্ষ হতে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে মানুষের জ্ঞান, পৌরুষ ও আত্ম সম্মানকে নীরবে অবজ্ঞা করে আসছিল" মানবতার মূল্যদানকারী, বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের আহ্বানকারী প্রিয় নবী (সঃ) এই সব আভিজাত্য ও কৌলীন্যের বিলোপ সাধন করে বজ্রনিনাদ কণ্ঠে বিদায় হজ্জের দিনে ঘোষণা করলেন:—অনারবদের উপর আরবদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই এবং আরবদের উপর অনারবদেরও কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। এরূপ শ্বেতাঙ্গরা কৃষ্ণাঙ্গ অপেক্ষা শ্রেয় নয়; কৃষ্ণাঙ্গরাও শ্বেতাঙ্গ অপেক্ষা শ্রেয় নয়। প্রত্যেকেই আদি মানব আদম (আঃ) হতে জাত এবং আদম (আঃ) মৃত্তিকা হতে সৃষ্ট। (হাদিস) তবে হাঁ যার ঈমান ও আমল যত উন্নত কেবল সেই আল্লার নিকট তত সম্মানের পাত্র (কোরআন)। সমস্ত মুসলমান একই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ।

বর্তমান বিশ্বের অভিজাত ও কুলীন ইউরোপীয় শ্বেতাঙ্গ কর্তৃক আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গরা নির্যাতিত ও শোষিত। কিন্তু কেবলমাত্র ইসলামী ভ্রাতৃত্বের খাতিরেই সেদিনকার অভিজাত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ও কুলীন আরব কর্তৃক কৃষ্ণাঙ্গ বেলাল ও সোহায়েব প্রমুখ হয়েছিলেন সম্মানিত এবং আজও শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্ররূপে বিবেচিত। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনেরই ফলে ক্রীতদাস যায়েদ বিন হারেসাহ "মুতা" যুদ্ধে হয়েছিলেন মুসলমানদের সেনাপতি এবং ঐ যায়েদেরই পুত্র ওসামা হয়েছিলেন "জায়শে ওসামার" সেনাপতি। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনেরই কারণে ক্রীতদাস তারেক বিন যেয়াদ হয়েছিলেন স্পেন অভিযানের সেনাপতি এবং কুতুব মিনার নির্মাণকারী দাস সম্রাট কুতুবুদ্দিন আইবেক হয়েছিলেন দিল্লির নৃপতি। আজও দেখা যায় মুষ্টিযুদ্ধা বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের বিজয় মুকুট লাভ করায় কৃষ্ণাঙ্গ মোহাম্মদ আলী ক্লের সাফল্যে সমগ্র মুসলিম বিশ্ব গর্বিত ও হর্ষিত। মুসলিম মোহাম্মদ আলী ক্লে আমাদের দ্বীনী ভ্রাতা, তাই তাঁহার প্রতি আমাদের এই অকপট অনুরাগ। ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের এরূপ নজীর পৃথিবীর ইতিহাসে আছে কি?

ভ্রাতৃত্ব বন্ধন অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য প্রিয় নবী (দঃ) বলেনঃ আজিকার এই হজ্ব দিবস যেমন মহান, এই মাস যেমন মহিমাপূর্ণ, মক্কা ধামের এই হরম যেমন পবিত্র—প্রত্যেক মুসলমানের ধন-সম্পত্তি, মান-প্রতিপত্তি ও রক্ত বিন্দুও তোমাদের নিকট তেমনই পবিত্র ও তেমনই মহান। এমনকি একজন মোমেনকে গালিগালাজ করা গর্হিত কাজ এবং তাকে হত্যা করা কুফরী কাজ। তাই বিশ্ববাসী বিস্ময় বিমূঢ় চিত্তে দেখল যে, যখন বুলগেরিয়া ও তুরস্কের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হল, তখন বুলগেরিয়া পক্ষ সমর্থনকারী বৃটিশরাজ তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ধোকা দিয়ে ভারতের মুসলমান পাঠানদের নিয়ে গেল, পাঠানরা যুদ্ধক্ষেত্রে নেমে যখন বুঝতে পারল যে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলমান। তখন তাদের সামনে ভেসে উঠল রসূলুল্লার (দঃ) এই ফরমান—এক মুসলমান অন্য মুসলমানকে হত্যা করা হারাম। তাই তারা যুদ্ধ করতে অস্বীকার করলেন এবং দেশাভিমুখে রওয়ানা হলেন। কি বিচিত্র এই ইসলামী ভ্রাতৃত্ব।

ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সুদৃঢ় করার জন্য একদিন প্রিয় নবী (দঃ) বললেন—একজন মুসলমান ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুসলমান হতে পারে না যতক্ষণ না সে তার মুসলমান ভাইয়ের জন্য সেই জিনিষ পছন্দ করে যা সে তার নিজের জন্য পছন্দ করে। তাই দেখা যায় পাকিস্তান, তুরস্ক ও ইরাণ প্রভৃতি ইসলামী ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ মুসলিম রাষ্ট্রগুলি পারস্পরিক উন্নতির জন্য আর, সি, ডি, চুক্তিতে আবদ্ধ। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে উদ্বুদ্ধ হয়ে পারস্পরিক উন্নতির জন্য পূর্ব পাকিস্তানের ছ'কোটি অধিবাসী হাজার মাইল দূরবর্তী পশ্চিম পাকিস্তানের পাঁচ কোটি অধিবাসীর সঙ্গে যুক্ত ও এক কেন্দ্রের অধীনস্থ। তাই জাতির পিতা পাকিস্তান স্রষ্টা কায়েদে আযম দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করে দিলেন—আমরা সবাই এখন পাকিস্তানী—বেলুচী, পাঠান, সিন্ধি, বাঙ্গালী ও পাঞ্জাবী নই।...পাকিস্তানে আমরা একই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছি। সে আদর্শ হ'ল ইসলামী আদর্শ। ইসলামের মহান আদর্শ আমাদিগকে এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে বেঁধে রেখেছে। কি মনোহর এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন।

ইসলামী ভ্রাতৃত্ব বন্ধন চিরস্থায়ী ও বিশ্বব্যাপী করার জন্য প্রিয় নবী (দঃ) ঘোষণা করলেনঃ বিশ্বের সমস্ত মুসলমান একটি দেহ স্বরূপ, এর একটি অঙ্গ ব্যথিত হলে সমগ্র দেহটি ব্যথিত হয়। ১৯৫৬ সালে ইঙ্গ মার্কিণ বোমা বর্ষণে মিশর যখন ক্ষত বিক্ষত তখন সমগ্র মুসলিম জগত মিশরের মুক্তির জন্য আল্লার নিকট প্রার্থনায় রত। ১৯৬০ সালে আলজিরিয়ানরা যখন ফরাসীদের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অধীনতা শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হওয়ার জন্য জীবন মরণ সংগ্রামে লিপ্ত, তখন বিশ্ব মুসলিম তাদের সাফল্যের জন্য প্রত্যেক নামাযে মোনাজাত রত এবং তাদের হৃদয় অধীর আগ্রহে উদ্বেলিত। ১৯৬৫ সালে ভারত কর্তৃক পাকিস্তান যখন আক্রান্ত তখন ইন্দোনেশিয়া, তুরস্ক ও ইরান সহ সমগ্র মুসলিম জগত পাকিস্তানের সহায়তায় উদ্যত। গত জুনে ইসরাইল কর্তৃক আরবগণ যখন আক্রান্ত তখন তাঁদের বিপর্যয়ে সমগ্র মুসলিম জগত ব্যথিত ও মর্মাহত। কি চিত্তাকর্ষক এই ইসলামী ভ্রাতৃত্ব।

মুসা (আঃ) কেবল বনি ইসরাইলদেরই ফেরাউনের দাসত্ব হইতে করে ছিলেন মুক্ত। কিন্তু বিশ্ববাসী আরও কত ফেরাউনের দাসত্বে দিল শৃঙ্খলিত। ঈসা (আঃ) ও কেবল বানি ইসরাইলের ভ্রান্ত সম্প্রদায়কে করেছিলেন পরিবর্তিত। কিন্তু সমগ্র পৃথিবী ছিল তার উপকার হতে বঞ্চিত। গৌতম ও বুদ্ধ পৃথিবীকে করেদিলেন ত্যাগ। তাই তাঁর থেকে ধরাবাসী আশা করতে পারে না কোন পার্থিব কল্যাণ। কিন্তু এদের সকলেরই বিপরীত ছিলেন বিশ্বনবী (দঃ) ও বিশ্ব মানবতার মুক্তি দিশারী মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)। কারণ তিনি যেমন মুখে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের মর্মস্পর্শী বাণী উচ্চারণ করলেন, তেমনি কার্য্যেও পরিণত করে দেখিয়ে গেলেন। তাই খন্দকের যুদ্ধের সময় তিনি ক্রীতদাস সালমান ফারসীর সঙ্গে গর্ত খুঁড়লেন, মসজিদে নববী নির্মাণের সময় সর্ব সাধারণের সঙ্গে ইট ও মসলা বহন করলেন, ক্রীতদাস যায়েদকে পোষ্য পুত্ররূপে গ্রহণ করলেন; ক্রীতদাস বেলালকে মসজিদে নববীর মোয়াজ্জেন নিযুক্ত করলেন। নামায, রোজা ও হজ্জ প্রভৃতি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমেও সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করলেন।

এমনকি মৃত্যুকালেও যখন তাঁর প্রাণ বায়ু নির্গতপ্রায় এবং কণ্ঠ রুদ্ধ তখনও তাঁর ক্ষীণকণ্ঠ হতে মৃদুস্বরে উৎসারিত হচ্ছিল—আস্‌সালাত, অমা মালাকাত আইমানুকুম—নামায ও দাস। অর্থাৎ তিনি যেন বলছিলেন হে মুসলিম সম্প্রদায় তোমরা একে অপরের পাশে দাঁড়িয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নামায পড় তাহলে আভিজাত্য ও কৌলীন্যগর্ব দূরীভূত হবে এবং ভ্রাতৃত্ব বন্ধন দৃঢ় হবে। আর হে মানবতার উপেক্ষাকারীগণ! তোমরা দাস ও ভৃত্যদেরকে তোমাদের মত মানুষ মনে করে ভাই বলে গ্রহণ করে তাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার কর, তাহলেই সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব বিশ্ব ব্যাপী হবে। এই কথা দুটি বলতে বলতে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। সুতরাং তার এই অক্লান্ত সাধনার পরিণামে আজ ইন্দোনেশিয়া হতে মরক্কো পর্যন্ত বিশ্ব মুসলিম অচ্ছেদ্য ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ। এই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রাচ্যের দার্শনিক কবি ইকবাল গেয়েছিলেন—

চীন ও আরব হামারা হিন্দুস্তাঁ হামারা
মুসলিম হ্যাঁয় হাম, অতান্ হায় সার জাহাঁ হামারা
হাত জোড় করি দোয়া মাঙি শেষে হে রহিম রহমান!
সুদৃঢ় কর মোদের আরো এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন।

www.ahlehadeethbd.org

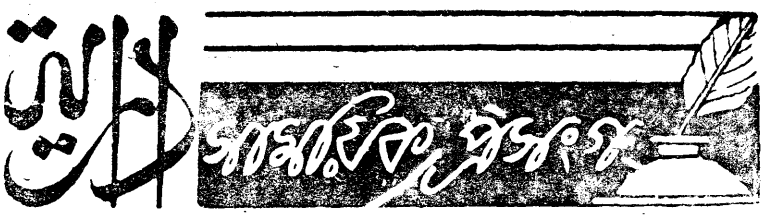

بسم الله الرحمن الرحيم

রমযানের অনুশীলন

রমযানের ফযীলত ও উদ্দেশ্য এবং আধ্যাত্মিক জীবনের মানোন্নয়ন, উহার অবদান বিষয়ে বহু আলোচনা, সূক্ষ্ম গবেষণা করা হইয়াছে এবং অনেক ব্যাখ্যামূলক পুস্তক পুস্তিকা রচিত হইয়াছে, আর যুগ যুগ ধরিয়া আমাদের ওলামাএ কেরাম ও বাগ্মী বক্তাগণ সভামঞ্চে ও মসজিদের মিম্বরে দাঁড়াইয়া ওজস্বিনী ভাষায় উহার প্রয়োজনীয়তার ও কার্যকারিতার বর্ণনা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে উহার কি ফলাফল হইয়াছে তাহা অনেকেই ভালভাবে অনুধাবন করিতে পারেন নাই। বাহ্যিক দৃষ্টিতে যাহা দেখা যায় তাহা অত্যন্ত নৈরাশ্য জনক এবং রমযানের উদ্দেশ্যের সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যহীন। প্রতি বৎসর মুসলিম জাহানের দ্বারে দ্বারে পবিত্র রমযানের শুভাগমন হয় এবং এক মাস অবস্থানকালে অফুরন্ত নিয়ামত বিতরণ করিয়া বিদায় গ্রহণ করে। কিন্তু আমরা রোযাদার মুসলমান এই অমূল্য নিয়ামতকে আন্তরিকতার সহিত গ্রহণ করি না এবং উহার ফল আহরণ করিয়া জীবনকে পবিত্র ও সার্থক করিয়া তুলিতে সমর্থ হইনা। ফলে মাহে রমযান অতিবাহিত হওয়ার পর সাধারণতঃ দেখা যায় যে, রোযাদারের মানসিকতায় ও আচরণের মধ্যে কোন প্রকার পরিবর্তন আসে নাই, আখলাক ও আমলের কোন সংশোধন সাধিত হয় নাই। রমযান রোযাদারের হৃদয়ে কোন রেখাপাত করিয়া যাইতে পারে নাই, তাহাদের অন্তরে খোদা-ভীতির সঞ্চার হয় নাই। তাহাদের আমলও ইখ্‌লাসের উপর কোন প্রকার তাকওয়া এবং পরহিযগারীর ছাপ পড়ে নাই। তাহাদের রাত্রি জাগরণ ও কান্নাকাটি কবুল হওয়ার কোনই লক্ষণ দেখা যায় নাই।

মানুষে দৈহিক গঠনোন্নতির জন্য যে ট্রেণিং গ্রহণ করা হয় উহার ফল ট্রেণিং প্রাপ্তের প্রতি প্রথম দৃষ্টি পাতেই সহজে ধরা পড়ে কারণ উক্ত ট্রেণিং এর প্রভাব ও ফল কেবল দেহের উপর প্রতিফলিত হয়, কিন্তু রমযানের ট্রেণিং প্রাপ্তদের ফলাফল বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখা যায় না—উহা প্রতিফলিত হয় রোযাদারের আচরণ ও ব্যবহারে দ্বীনের প্রতি অকৃত্রিম আকর্ষণের এবং জীবনে

www.ahlehadeethbd.org

গতি পরিবর্তনের আয়নায়। আল্লাহর অসীম করুণা বহন করিয়া মাহে রমযান প্রতি বৎসরই আমাদিগকে শুদ্ধ ও সংশোধিত হওয়ার অপূর্ব সুযোগ দিয়া উপস্থিত হয়, কিন্তু কি হতভাগ্য আমরা! এই মহান সুযোগের সদ্ব্যবহার করিবার বাস্তব কার্যক্রম গ্রহণ না করিয়া উহাকে একটা বাহ্যিক অনুষ্ঠানে পরিণত করিয়াছি আর আমাদের নাম সর্বস্ব ইসলামী রাষ্ট্রের কর্ণধারেরা মাহে রমযানে সর্বপ্রকার পাপের দ্বার আমাদের জন্য অবাধে খুলিয়া রাখিয়াছেন ফলে হোটেল রেষ্টুরেণ্টে পর্দা টাঙ্গাইয়া অবাধে উদর পুতি করা কোন বাধা নাই, লাইসেন্সধারী মাদর ও বেশ্যার দোকান গুলিতে গমনাগমনে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা নাই। এক কথায় তাঁহারা পাকিস্তানকে কার্য্যতঃ ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত করিয়া দিয়া সে অমার্জনীয় অপরাধ করিতেছেন তাহা সর্বজন বিদিত। এক্ষণে আমাদের যে টুকু ভগ্নপ্রায় সমাজ সংগঠন আছে তাহারই মাধ্যমে আমাদিগকে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া সামাজিক ভাবে নিজেদের দ্বীন-ঈমানকে রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইতে হইবে। এবারও সেই পবিত্র রমযান মাসের পুনরাগমণ হইয়াছে, তাই আমরা আমাদের দ্বীনী ভ্রাতা ভগ্নীগণের খেদমতে আকুল আবেদন জানাইতেছি যেন তাঁহারা পূর্বের সর্বপ্রকার ভুলত্রুটী ও অবহেলার কথা স্মরণ করিয়া অনুতপ্ত হৃদয় এই মাসকে যথাযোগ্য ভাবে ব্যবহার করতঃ অসীম কল্যাণ এবং শুদ্ধি লাভের জন্য আপ্রাণ পরিশ্রম দ্বারা জীবনকে সার্থক এবং সাফল্য মণ্ডিত করিয়া লইবেন।

খৃষ্টান সাম্রাজ্যবাদ এবং মুসলিম জাহান

সাম্য-মৈত্রীর প্রতীক, দুঃস্থ মানবতার মুক্তিদাতা, বিশ্বের আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ সঃ এর জীবনের প্রথম প্রর্য্যায়ে তাঁহার বিরুদ্ধে আরবের মুশরিক এবং য়াহুদীগণই উত্থান করিয়া তাঁহার উপর এবং তাঁহার সমমতাবলম্বীগণের উপর নানা প্রকার নিষ্ঠুর অত্যাচার করিয়াছিল।

মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুশরিক ও য়াহুদীগণের এই শত্রুতা কোন সাময়িক উত্তেজনা প্রসূত শত্রুতা নয়, উহা তাহাদের স্বভাবজাত এবং প্রকৃতি-শত্রুতা। কুরআন মজীদে আল্লাহ তা'লা এই শত্রুতার কথা উল্লেখ করিয়া মুসলমানদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। মুসলমানদের আর এক শ্রেণীর শত্রু রসুলুল্লাহ (দঃ এর জীবদ্দশাতেই মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছিল। এই শত্রু ছিল অতি পরাক্রান্ত, সুচতুর এবং ধূর্ত। ইহারা যুগ যুগ ধরিয়া মুসলিম জাতিকে দমিত, শক্তিহীন এবং ক্ষমতাচ্যুত করার ষড়যন্ত্রে সর্বশক্তি নিয়োজিত করিয়া পরবর্তী কালে সমগ্র মুসলিম জাহানকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পরাভূত করিয়া নিজেদের আধিপত্য কায়েম করিয়াছিল। এই শত্রুদল হইল শ্বেতকায় খৃষ্টান জাতিগুলি। মুসলিম দলন প্রোগ্রামে ইহারা কমবেশী সকলেই অংশ গ্রহণ করিয়াছে কিন্তু ইহাদের বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদীরাই সকলের অগ্রণী হইয়া মুসলিম দলের প্রধান পার্ট গ্রহণ করে, ফলে তাহাদেরই ভাগ্যে সিংহের ভাগ পড়িয়া যায়। ইহারা পাক-ভারতের মুসলিম

(২৮৭-এর পাতায় দেখুন)

[জমঈয়তের প্রাপ্তি স্বীকারের পৃষ্ঠা নম্বর ৩০১—৩১২ এর স্থলে ৩০৫—৩১৬ ছাপা হইয়া গিয়াছে। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত। আগামী সংখ্যা তর্জুমান ৩১৩ পৃষ্ঠা হইতে ছাপা হইবে।—ম্যানেজার তর্জুমানুল হাদীস]

www.ahlehadeethbd.org

بسم الله الرحمن الرحيم

জমঈয়তের প্রাপ্তি স্বীকার, ১৯৬৭

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

যিলা কুমিল্লা

আদায় মারফত মওলানা আবদুস্ সামাদ সাহেব
সদর দফতর জমঈয়তে আহলে হাদীস

মার্চ মাস

১। মৌঃ মোহাঃ আবদুল জলীল সাং আরাগ আনন্দপুর পোঃ বুড়িচং ফিৎরা ৩০, ২। মৌঃ মোহাঃ সায়েদুর রহমান সাং জগতপুর পোঃ মাদ্রাসা জগতপুর ফিৎরা ২৫, ৩। মৌঃ আবদুর রহমান মাষ্টার সাং আছাদ নগর পোঃ ঐ ফিৎরা ৫, ৪। মৌঃ মোহাঃ সায়েদুর রহমান সাং মন্থন পোঃ পাউদকান্দি ফিৎরা ৫, ৫। মৌঃ মোহাঃ এসহাক সাং পারুয়ারা পোঃ রামপুর ফিৎরা ২০, ৬। মৌঃ মোহাঃ জালাল উদ্দিন বেপারী সাং আকানিয়া পোঃ হাজীগঞ্জ ফিৎরা ১৫, ৭। মৌঃ মোহাঃ মুজাফ্ফত আলী সাং ভৈরব কোট পোঃ মহনপুর বাজার ফিৎরা ৫, ৮। মওলবী মোহাঃ নওয়াব আলী সাং ও পোঃ এলাহাবাদ ফিৎরা ৫, ৯। হাজী মৌঃ মোহাঃ জাফর আলী সাং পারুয়ারা পোঃ রামপুর ফিৎরা ৯, ১০। মৌঃ মোহাঃ রাকিব উদ্দিন ভূঞা সাং ফুলতলী ফিৎরা ১৫, ১১। মুন্সী মোহাঃ শওকত আলী সরকার সাং তুলাগাঁও পোঃ চান্দিনা ফিৎরা ২, ১২। মওলানা মোহাঃ আবদুস সামাদ সাং কাকিয়ারচর পোঃ নিমসার ফিৎরা ৫, ১৩। মৌঃ মোহাঃ ইউনুস মিঞা ঠিকানা ঐ ফিৎরা ২, ১৪। ডাঃ মোহাঃ আবদুল জলীল ভূঞা সাং রাধানগর পোঃ মহনপুর বাজার ফিৎরা ৫, ১৫। মুন্সী মোহাঃ আকবর আলী সাং তুলাগাঁও পোঃ চান্দিনা ফিৎরা ১, ১৬। আলহাজ মৌ মুজাফ্ফর আহমদ ভূঞা ফিৎরা ১, ১৭। মোহাম্মদ আলী ও আজম মিঞা রামপুর জামাত হইতে ফিৎরা ১০, ১৮। মওলবী আবদুর রহমান মাষ্টার সাং কাকিয়ারচর পোঃ নিমসার ফিৎরা ১০, ১৯। মৌঃ মোহাঃ আবদুস সালাম ঠিকানা ঐ ফিৎরা ২, ২০। মোহাঃ আকরাম আলী ভূঞা সাং কোরপাই ফিৎরা ৮'০২ ২১। মৌঃ জাফর আহমদ ভূঞা ঠিকানা ঐ ফিৎরা ও যাকাত ১০, ২২। মৌঃ আবদুল মান্নান ভূঞা ঠিকানা ঐ ফিৎরা ৫, ২৩। হাজী মোহাঃ চান্দ মিঞা সাং মিথলমা ফিৎরা ১০, ।

যিলা খুলনা

মনিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১। মোহাঃ আবদুস সাত্তার ৫৫ নং খান জাহান আলী রোড ফিৎরা ১০, ।

যিলা ঢাকা

এপ্রিল মাস

আফিসে এবং মণি অর্ডারযোগে প্রাপ্ত

১। মুন্সী আবদুল হামীদ সাং কাথোরা পোঃ গাছা ফিৎরা ৮, ২। মোহাঃ ইমামুদ্দিন সাং ইকুরিয়া পোঃ ধামরাই ফিৎরা ৪, ৩। এম, আবদুস গফুর সাং ছোটকয়ার পোঃ পুবাইল কুরবানী ৪, ৪। ত্রিমোহিনী শাখা জমঈয়তে আহলেহাদীস ফিৎরা ৯৫, ৫। হাফেয আবদুস সালাম নারায়ণগঞ্জ ফিৎরা ৮, ৬। মৌঃ সৈয়েদ আকবর হোসেন সাং ফুলদী এককালীন ২, ৭। সৈয়দ মোহাঃ শরিফ হোসেন মাষ্টার

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ঢাকা বাস ষ্ট্যাণ্ড এককালীন ১৲ ৮। মুন্সী লাল মোহাম্মদ মিঞা সাং পোড়াবড়ী পোঃ চান্দনা কুরবানী ৫৲ ৯। আবদুল গফুর খান সাং উত্তর খান ফৌজী-পাড়া পোঃ আযমপুর কুরবানী ২৲ ১০। মোহাঃ আবুবকর খান ঠিকানা ঐ কুরবানী ২৲ ১১। মোহাঃ আজিরউদ্দিন ভূঞা সাং উজামপুর পোঃ আজমপুর কুরবানী ১'৫০ ১২। মোহাঃ তহিজউদ্দিন ঠিকানা ঐ ফিৎরা ১৲ ১৩। মোহাঃ খোরশেদ বেপারী ঠিকানা ঐ কুরবানী ২৲ ১৪। মোহাঃ আলীমুদ্দিন মৃধা ঠিকানা ঐ কুরবানী ২৲ ১৫। আবদুস সামাদ ভূঞা, মোহাঃ নূরুল ইসলাম ভূঞা ও সিরাজুল ইসলাম ভূঞা সাং নয়াখোলা পোঃ ঐ কুরবানী ২'৫৬ ১৬। মোহাঃ মুসলিম বেপারী সাং উজামপুর পোঃ আজমপুর কুরবানী '৫০ ১৭। মৌঃ মোহাঃ আলতাফ হোসেন খান ঠিকানা ঐ কুরবানী ২৲ ১৮। মোহাঃ কফিলুদ্দিন বেপারী ঠিকানা ঐ কুরবানী ৩৲ ১৯। মৌঃ মোহাঃ আশরাফ উদ্দিন ভূঞা ঠিকানা ঐ কুরবানী ২৲ ২০। মোহাঃ তাছাদ্দক হোসেন ভূঞা বাধুরিয়াপাড়া পোঃ আজমপুর কুরবানী ২৲ ২১। মোহাঃ মুজিবর রহমান ভূঞা ঠিকানা ঐ কুরবানী ১৲ ২২। মোহাঃ আকিল-উদ্দিন ভূঞা সাং উজামপুর পোঃ আজমপুর কুরবানী ১৲ ২৩। মোহাঃ রোস্তম আলী খান সাং মাওসাইদ কুরবানী ১৲ ২৪। মৌঃ মোহাঃ হাবীবুর রহমান ভূঞা সাং বড় কয়ার পোঃ পূবাইল কুরবানী ১০৲ ২৫। ফেরাজীকান্দা জামাত হইতে হাফেয মোহাঃ ইউসোফ পোঃ মদনগঞ্জ কুরবানী ১১'৫০ ২৬। দোলেশ্বর জামাত হইতে আলহাজ মৌঃ মোহাঃ নূরুদ্দিন কুরবানী১০০৲ ২৭। মোহাঃ ইজ্জতুল্লাহ সরকার সাং জোলার পাড় পোঃ চান্দনা কুরবানী ৫৲ ২৮। কুরেরপার জামাত হইতে মারফত মওলানা মোহাঃ আতাউল্লাহ এককালীন ৫৲।

যিলা ময়মনসিংহ

অফিসে এবং মনিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১। হাজী মোহাঃ আবদুল খালেক সাং দৌলতপুর পোঃ হিলচিয়া কুরবানী ১০৲ ২। মোহাঃ যায়েদ আলী সাং চান্দিমুণ্ডল পোঃ দুল্লা কুরবানী ১০৲ ৩। মৌঃ খন্দকার অবদুল মতীন সাং আকালু কুরবানী ৩৲ ৪। হাজী মোহাঃ হাসান আলী সাং পাগলা পোঃ রূপসী কুরবানী ১২৲ ৫। মোহাঃ জয়নুল আবেদীন সরকার সাং চরনিয়ামত পোঃ গুয়াডাঙ্গা কুরবানী ৪৲ ৬। মোহাঃ আববুস সবুর মিঞা সাং ইসাপাসা পোঃ চৌবাড়িয়া কুরবানী ১৭৲ ৭। মোহাঃ তোরাব আলী মিঞা প্রেসিডেণ্ট হিজলা বালিয়া পাড়া ইলাকা জমঈয়তে আহলে হাদীস পোঃ ডাবাতীয়া কুরবানী ২৫৲ ৮। মওঃ আবদুর রসিদ জামালী এম, এম, ইমাম নয়াপাড়া জামে মসজিদ পোঃ মোহাম্মদপুর কুরবানী ১০৲ ৯। মওলবী মোঃ আবদুল মান্নান সাং দেলদুয়ার মওলবী পাড়া কুরবানী ১২'৫০ ১০। মোহাঃ জরিফ উদ্দিন সরকার সাং নলকুড়ি পোঃ ভরুয়াখালী কুরবানী ৫৲

আদায় মারফত মৌঃ মোহাঃ নূরুয্যামান সাহেব অনারারী মোবাল্লেগ জমঈয়তে আহলে হাদীস

১১। মৌঃ মোহাঃ নূরুয্যামান বল্লা বাজার কুরবানী ১০৲ ১২। মৌঃ মোহাঃ মকবুল হোসেন সাং রামপুর শাখা জমঈয়তে আহলে হাদীস পোঃ বল্লা বাজার কুরবানী ৩০৲ ১৩। মোহাঃ সিরাজ বেপারী সাং উৎরাইল পোঃ কোকডহরা কুরবানী ৫৲ ১৪। শামছুদ্দিন আহমাদ ক্যাশিয়ার খাটরা শাখা জমঈয়তে আহলে হাদীস পোঃ কাউলজানী কুরবানী ৭৲ ১৫। মোহাঃ যাকারিয়া c/o মুন্সী মোহাঃ মীর হোসেন সাং গোলড়া পোঃ কালোহা কুরবানী ২৲

আদায় মারফত জমঈয়ত সেক্রেটারী মৌঃ মোহাম্মদ আবদুর রহমান

১। শরিষাবারী ইলাকা জমঈয়ত হইতে কুরবানী ৫০০৲।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

যিলা কুষ্টিয়া

অফিসে এবং মনি অর্ডারযোগে প্রাপ্ত

১। মোহাঃ গোলাম রহমান সাং ও পোঃ মেহেরপুর বাজার কুরবানী ৩৲ ২। মোহাঃ দিদার হোসেন সাং বাড়বাড়ী পোঃ দৌলতখালী কুরবানী ১০৲ ৩। দুর্গাপুর শাখা জমঈয়ত হইতে সেক্রেটারী মোঃ আবদুস সামাদ পোঃ কুমারখালী কুরবানী ৪৩'৫০।

যিলা পাবনা

অফিসে এবং মনিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১। মীর আহমদ আলী সাং ঠেঙ্গামারা পোঃ চালুহারা কুরবানী ১০৲ ২। মওলবী মোহাঃ খবির উদ্দীন কৃষ্ণপুর পাবনা টাউন যাকাত ২৫৲।

আদায় মারফত মওলানা আবদুল হক হক্কানী সদর দফতর জমঈয়তে আহলে হাদীস

৩। আলহাজ মোহাঃ কফিল উদ্দিন খান সাং ব্রজনাথপুর পোঃ দোগাছী কুরবানী ২৫৲ ৪। মোহাঃ বিল্যায়েত হোসেন প্রাং সাং বলরামপুর পোঃ দোগাছী কুরবানী ২৫৲ ৫। মোহাঃ হারান আলী প্রাং সাং খয়েরসুতী পোঃ দোগাছী কুরবানী ১২৲ ৬। আলহাজ মোহাঃ আবদুর রহমান ঠিকানা ঐ কুরবানী ৫৲ ৭। মোহাঃ ফয়জুদ্দিন ঠিকানা ঐ কুরবানী ১৫৲ ৮। মোহাঃ হাসান আলী প্রাং সাং মুকন্দপুর পোঃ দোগাছী কুরবানী ১০৲ ৯। মোহাঃ নজির হোসেন প্রাং সাং খয়েরসুতী পোঃ দোগাছী ২০৲ ১০। মোহাঃ বছির উদ্দিন প্রাং ঠিকানা ঐ কুরবানী ৮৲ ১১। মোঃ শাহাদত আলী প্রাং ঠিকানা ঐ কুরবানী ১৫৲ ১২। মোহাঃ এসের আলী প্রাং সাং ব্রজনাথ পুর পোঃ দোগাছী কুরবানী ৫'২৫ ১৩। মোহাঃ চাঁদ আলী প্রাং সাং ও পোঃ দোগাছী কুরবানী ১৫৲ ১৪। মোহাঃ আয়েজ উদ্দিন প্রাং কায়েম কোলা পোঃ দোগাছী ফিৎরা ১৫৲ কুরবানী ১০৲ ১৫। মোহাঃ আবদুর রহমান খান সাং জহিরপুর কুরবানী ১১৲ ১৬। মোহাঃ ইয়াদ আলী প্রাং ব্রজনাথপুর পোঃ দোগাছী কুরবানী ২৲ ১৭। মোহাঃ করম আলী মিস্ত্রি সাং ও পোঃ ঐ কুরবানী ৮৲ ১৮। মোহাঃ গাধল প্রাং ঠিকানা ঐ কুরবানী ৫৲ ১৯। মোহাঃ আঁধারিয়া প্রাং ঠিকানা ঐ কুরবানী ৬৲ ২০। মোহাঃ রবেশ শেখ ঠিকানা ঐ কুরবানী ১০৲ ২১। মোহাঃ আকবর আলী মালিথা সাং চর কুলনিয়া পোঃ দোগাছী কুরবানী ৪৲ ২২। মোহাঃ নওয়াব আলী খান সাং খয়েরসুতী পোঃ দোগাছী কুরবানী ৫৲ ২৩। মোহাঃ হোসেন আলী প্রাং সাং দোপ-কোলা পোঃ দোগাছী কুরবানী ১২৲ ২৪। মোহাঃ করম আলী সরকার সাং চর ভারারা পোঃ দোগাছী কুরবানী ১৭৲ ২৫। মোহাঃ আবদুল মান্নান মিঞা কুলনিয়া জামাত হইতে পোঃ দোগাছী কুরবানী ৭৫৲ ২৬। মোহাঃ আজর আলী প্রাং সাং মাদার বাড়ী পোঃ দোগাছী কুরবানী ১৫৲।

যিলা রাজশাহী

দফতরে এবং মণি অর্ডারযোগে প্রাপ্ত

১। মোহাঃ কফিলউদ্দিন মণ্ডল সাং ও পোঃ বাসুদেবপুর কুরবানী ৯'৭০ ২। মুন্শী মোহাঃ বিলাল উদ্দিন সাং আলীনগর কুরবানী ১৫৲ ৩। এ, এম, কাইয়ুম এস, আর মহাদেবপুর কুরবানী ৮৲ কুরবানী দফে ২০৲ ৪। মোহাঃ এহইয়া মিঞা সাং ও পোঃ বাসুদেবপুর কুরবানী ৪৲ ৫। আবদুল হামীদ মণ্ডল মুহাজের বিস্কুট কোং নাটোর যাকাত ৫০৲ ৬। মোহাঃ শাহজাহান সাং ও পোঃ দেবীনগর কুরবানী ৫৲ ৭। হাজী মোহাঃ আবদুল ওয়াহেদ সাং ইলিসমারী পোঃ দেবীনগর কুরবানী ১৪'৭০ ৮। মুহাঃ আবদুল গাফফার সাং দেলদুয়ারবাগ পোঃ ঘোড়ামারা কুরবানী ৫৲ ৯। কফিলউদ্দিন আহমাদ সাং কৃষ্ণপুর পোঃ ধোপাঘাটা ফিৎরা ১০৲ কুরবানী ১০৲ ১০। মওলানা মোহাঃ দুরুল হুদা আইয়ুবী মারফত বিভিন্ন জামাত হইতে আদায় কুরবানী বাবদ ৭২৲ ১১। মোহাঃ মহীউ-দ্দীন বিশ্বাস সাং বাইপাড়া বেলবাজার পোঃ গোদা-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

গাড়ী যাকাত ২০৲ ১২। মোহাঃ আফছার আলী সাং ডোমকুলী পোঃ বাসুদেবপুর কুরবানী ৫৲ ১৩। আলহাজ মওঃ মোহাঃ তাবারকউল্লাহ সাং দাস্তানাবাদ পোঃ পুঠিয়া কুরবানী ১০৲ ১৪। তমিজউদ্দিন আহমাদ সাং নয়ানসুকা কুরবানী ৪০৲ ১৫। মওঃ মোহাঃ আবদুল হাই আনওয়ার উদ্দিন সালাফী রহমানী সাং সারকোল পোঃ হুলিখালী কুরবানী ৫৲ ১৬। মোহাঃ মানিকুল্লাহ সরকার সাং চান্দপুর পোঃ পাক চান্দপুর কুরবানী ২৲ ১৭। মোহাঃ আমানুল্লাহ মুন্সী সাং চৌখাল পোঃ নাজসা আহসানগঞ্জ কুরবানী ৬৲ ১৮। মোহাঃ মুজিবর রহমান মণ্ডল সাং খোলাবাড়িয়া পোঃ পাটুল কুরবানী ৮'১০।

যিলা বগুড়া

আফিসে এবং মণি অর্ডারযোগে প্রাপ্ত

১। মোহাঃ এরফান আলী আখন্দ সাং তরফমেরু পোঃ গাবতলী কুরবানী ৫৲ ২। আবদুস সাত্তার আখন্দ সাং জয়ভোগা পোঃ গাবতলী কুরবানী ১০৲ ৩। মোহাঃ আবদুল জব্বার সরকার সাং দিঘাপাড়া পোঃ হাট শেরপুর কুরবানী ৫৲ ৪। ডাঃ আলহাজ মোহাঃ কাসেম আলী আখন্দ সাং সিচারপাড়া পোঃ ভেলুরপাড়া কুরবানী ১১'৭০ ৫। মৌঃ মোহাঃ আমজাদুর রহমান সাং সোন্দাবাড়ী পোঃ গাবতলী বিভিন্ন জামাত হইতে আদায় কুরবানী ৫০৲ ৬। আলহাজ মোহাঃ মইনউদ্দিন প্রাং সাং খোর্দবলাইল পোঃ হাট শেরপুর কুরবানী ১০৲ ৭। মোহাঃ ফযলুর রহমান সাং ছতিরপাড়া পোঃ কিচক কুরবানী ৮৲ ৮। এম কলিমুদ্দিন ক্লার্ক বগুড়া ফৌজদারী কোর্ট কুরবানী ১০৲ ৯। আবদুল জলিল প্রাং সাং তরফ ভাইখা পোঃ গাবতলী কুরবানী ৫৲ ১০। মোহাঃ তাফাজ্জল হুসায়ন তরফদার সাং সারিয়াকান্দি কুরবানী ৮৲ ১১। মওঃ মোহাঃ উসমান গণী শিক্ষক, মুস্তাবিরিয়া মাদরাসা কুরবানী ১২৲ ১২। মৌঃ মোহাঃ আমিরউদ্দিন খান সাং দাসরা পোঃ ক্ষেতসাল কুরবানী ৫৲ ১৩। এম, আবদুর রহিম সাং গভেরপুর পোঃ জামালগঞ্জ কুরবানী ১৪'৭০।

আদায় মারফত হাজী আব্বাছ আলী ছাহেব ফুলকোট

১৪। মোহাঃ রিয়াজউদ্দিন সরকার সাং বাসপুর, ফুলকোট কুরবানী ১০৲ ১৫। আবুল হোসেন মণ্ডল সাং ফুলকোট ফিংরা ১৩৲ কুরবানী ১০৲

যিলা রংপুর

অফিসে এবং মনি অর্ডার যোগে প্রাপ্ত

মওঃ মোহাঃ ফযলুল বারী রংপুর যিলা জমঈয়ত হইতে আদায়ী ফিংরা ৭০৲ ২। ডাঃ এফ রহমান বাসুনিয়াপাড়া জামাত হইতে পোঃ চান্দিনাপুর কুরবানী ১০৲ ৩। হাজী আলী মোহাম্মদ সাং ও পোঃ সেরুডাঙ্গা কুরবানী ৪৮'২৫ ৪। মোহাঃ গোলাম ওয়াহেদ সাং বাজিতপুর পোঃ চান্দপাড়া কুরবানী ১৫৲ ৫। মোহাঃ ফযলুর রহমান সাং মধুর হ্যাল্লা পোঃ নাগেশ্বরী ফিংরা ৫৲ ৬। মোহাম্মদ আলী, মহিমাগঞ্জ আলিয়া মাদ্রাসা পোঃ মহিমাগঞ্জ কুরবানী ৬১৲ ৭। মারফত মাষ্টার খেতাবুদ্দীন বাসুনিয়া মুন্সী মোহাঃ আলিমুদ্দীন সাং বালাটারী পোঃ বামুনডাঙ্গা কুরবানী ৫৲ ৮। মোহাঃ এসহাক আলী সর্দার সাং সোনারাই পোঃ বামুনডাঙ্গা কুরবানী ১২৲ ৯। মুন্সী নূরুল ইসলাম সাং পশ্চামারী পোঃ মহিমাগঞ্জ কুরবানী ১০৲ ১০। মোহাঃ আবদুল জলিল সরকার সাং শ্যামপুর পোঃ তুলসিঘাট কুরবানী ৫৲ ১১। আবদুল আযিয সরকার সাং পদুম শহর পোঃ বাদিয়া খালী কুরবানী ৮'৬৯ ১২। হাজী মোহাঃ নাজেল হোসেন মণ্ডল সাং রামদেব পোঃ বামন ডাঙ্গা কুরবানী ২০৲ ১৩। মোহাঃ ইয়াছিন মণ্ডল তালুক রেফায়েতপুর পোঃ বাদিয়া খালী কুরবানী ৫০৲ ১৪। মোহাঃ ওয়াসিম উদ্দিন শাহ সাং শালমারা পোঃ সোনাতলা কুরবানী ৮৲ ১৫। হাজী মোহাঃ এনায়েতুল্লাহ সাং রসুলপুর ফিংরা ৫৲ ১৬। মুন্সী মোহাঃ তসির উদ্দিন মণ্ডল সাং মাঝগ্রাম পোঃ সোনাডাঙ্গা কুরবানী ৪'৭০।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আদায় মারফত ডাঃ দেলওয়ার হোসেন সাহেব রওশন বাগ ইলাকা জমঈয়ত হইতে পোঃ তুলসী ঘাট

১৭। আবদুল জলিল সাং বড় মোহাম্মদপুর ফিৎরা ১১'৭৫ ১৮। রঘুনাথপুর মসজিদ হইতে মারফত আবদুল লতিফ ফিৎরা ১০্ ১৯। শ্যামপুর মসজিদ হইতে মারফত মোহাঃ আবুল কালাম আখন্দ ফিৎরা ৯্ ২০। মুরারী মসজিদ হইতে মারফত মোহাঃ আনিসুদ্দিন ফিৎরা ৩্ ২১। রঘুনাথপুর মসজিদ হইতে মারফত মোহাঃ আবদুল হান্নান মিঞা ফিৎরা ৫্ ২২। কৃষ্ণপুর মসজিদ হইতে মারফত মোহাঃ ময়েজ উদ্দিন মিঞা ফিৎরা ৬্ ২৩। রঘুনাথ পুর মসজিদ হইতে মারফত মোহাঃ ইসমাঈল হোসেন-মণ্ডল ফিৎরা ৪্ ২৪। রঘুনাথপুর মসজিদ হইতে মারফত আবদুল হামীদ মিঞা ফিৎরা ৪্ ২৫। রাজনগর মসজিদ হইতে মারফত মোহাঃ নয়ামিঞা ফিৎরা ১০্ ২৬। ঘোড়া বান্ধা মসজিদ হইতে মারফত মকসুদুল হক মিঞা ফিৎরা ৮্ ২৭। বড় কৃষ্ণপুর মসজিদ হইতে মারফত ডাঃ মোহাঃ দেলওয়ার হোসেন ৩০্ ২৮। ভগবানপুর মসজিদ হইতে মারফত মোহাঃ কামালুদ্দিন মিঞা পোঃ তুলসিঘাট ফিৎরা ১০্ ২৯। শ্যামপুর মসজিদ হইতে মারফত আবুল কালাম আহমদ ফিৎরা ১০্ ৩০। আবদুর রাজ্জাক সাং মহানন্দপুর ফিৎরা ৮'৫০ ৩১। মোহাঃ এসহাক আলী মণ্ডল সাং রঘুনাথপুর ফিৎরা ২্ ৩২। রঘুনাথপুর মসজিদ হইতে মারফত আবদুল হান্নান মিঞা ফিৎরা ১০্ ৩৩। রঘুনাথ-পুর মসজিদ হইতে মারফত সায়েদ উল্লাহ সরকার ফিৎরা ৮্ ৩৪। কৃষ্ণপুর মসজিদ হইতে মারফত আবদুল কাফী মণ্ডল ফিৎরা ২৭্ ৩৫। রঘুনাথপুর মসজিদ হইতে মারফত আবদুল হামীদ সরকার ফিৎরা ৪্ ৩৬। মোহাঃ তছলুর রহমান মণ্ডল সাং রঘুনাথপুর ফিৎরা ৮্ ৩৭। আবুল হোসেন সরকার ঘোড়াবান্ধা ফিৎরা ৭্ ৩৮। আবদুস সালাম সরকার আরিফ খান ফিৎরা ৫্ ৩৯। ডাঃ আবদুল হামীদ মণ্ডল ঘোড়া বান্ধা ফিৎরা ৯্ ৪০। রাজনগর ভগবানপুর ও মুরারীপুর হইতে ফিৎরা ২৫্ ৪১। বড় দুর্গাপুর জামাত হইতে মারফত ডাঃ মোহাঃ দেলওয়ার হোসেন ফিৎরা ৭০্।

যিলা দিনাজপুর

দফতরে এবং মণি অর্ডারযোগে প্রাপ্ত

১। হাজী নাছিরউদ্দিন আহমাদ সরকার সাং ও পোঃ নাসিরগঞ্জ কুরবানী ১৯্ ২। ডাঃ মোহাঃ নজির হোসেন শাহ সাং ও পোঃ হাশিমপুর কুরবানী ২০্ ৩। আবুল খায়ের মোহাঃ মহিউদ্দিন এম, এম, হেড মৌলবী আলোকবাধা জুনিয়ার হাই স্কুল কুরবানী ২্ ৪। মৌঃ মোহাঃ কেরামতুল্লাহ জাহানাবাদ জামাত হইতে পোঃ পার্বতীপুর কুরবানী ৬্ ৫। মোহাঃ আছগর আলী ঘোড়াঘাট কুরবানী ৪্ ৬। মুন্শী মোহাঃ মুছা মিঞা সাং ও পোঃ কালীগঞ্জ ফিৎরা ৫্ ৭। মোহাঃ রহিমুদ্দিন আখন্দ সাং চকমুসা পোঃ নুরুলহুদা কুরবানী ২্।

যিলা খুলনা

দফতরে এবং মণি অর্ডারযোগে প্রাপ্ত

১। খুলনা যশোর যিলা জমঈয়ত হইতে মারফত জেঃ সেক্রেটারী সাহেব কুরবানী ২১৫্ ২। ডাঃ এম, কেরামউদ্দিন সাং শাহপুর পোঃ হরহর নগর কুরবানী ৫্ ৩। ডাঃ মোহাঃ হবিবর রহমান পাকিস্তান রোড চিতলমারী বাজার পোঃ চিতলমারী কুরবানী ৫্।

যিলা যশোর

মণি অর্ডারযোগে প্রাপ্ত

১। এম, হাসান আলী c/o মিলন ট্রান্সপোর্ট মোহাম্মদ আলী রোড কুরবানী ৯্

যিলা সিলেট

মণি অর্ডারযোগে প্রাপ্ত

১। মওঃ মোহাঃ শফিকুর রহমান নেজামী সাং আমানুল্লাহপুর পোঃ লাখাই কুরবানী ৩০্

www.ahlehadeethbd.org

Contents

যিলা বরিশাল

দফতরে প্রাপ্ত

১। মোহাঃ আফছার আলী প্রোঃ মুসলিম জুয়েলার্স সদর রোড যাকাত ১০৲ ২। এন হুসায়েন জুয়েলার্স এণ্ড ব্রাদার্স ১৮/১ সদর রোড যাকাত ৫৲ ৩। মোহাঃ আবদুল লতিফ ইসলামিয়া জুয়েলার্স হেমায়েত উদ্দিন রোড যাকাত ২৫৲ ৪। মোহাঃ এব্রাহিম মালিক মুসলিম জুয়েলার্স হাউস সদর রোড, এককালীন ১৫৲ ৫। মাদারশি শাখা জমঈয়ত হইতে পোঃ ধামশর কুরবানী ৩৲।

যিলা ঢাকা

মে মাস

দফতরে এবং মণি অর্ডারযোগে প্রাপ্ত

১। হাজী মোহাঃ দাওলাত আহমাদ সাং পাতিরা পোঃ পোশীবাজার ফিৎরা ৫০৲ ২। খান সাহেব, এস, আবদুল্লাহ সেগুনবাগিচা অন্যান্য ১০৲ ৩। একজন মহিলা সেগুনবাগিচা অন্যান্য ১০৲ ৪। মৌঃ মোহাঃ ফযলুল করিম চেয়ারম্যান পুরানা মোগলটুলী ইউ, সি, ফিৎরা ৫৲।

আদায় মারফত মৌঃ মোহাঃ শাআদাতুল্লাহ মাষ্টার সাহেব সাং ইকুরিয়া পোঃ ধামরাই

৫। মোহাঃ জমির উদ্দিন বেপারী সাং তেঁতুলিয়া পোঃ ধামরাই যাকাত ৫৲ ৬। মুন্‌শী মোহাঃ হুকুম আলী সাং ইকুরিয়া দক্ষিণ পাড়া পোঃ ধামরাই যাকাত ৫৲ ৭। মোহাঃ হাকীম আলী ঠিকানা ঐ যাকাত ৫৲ ৮। মোহাঃ আয়েজ উদ্দিন বেপারী ঠিকানা ঐ যাকাত ১০৲ ৯। মোহাঃ ইসমাঈল হোসেন ঠিকানা ঐ যাকাত ৩৲ ১০। মোহাঃ মহিউদ্দিন বেপারী ঠিকানা ঐ যাকাত ৩৲ ১১। মোহাঃ আব্দুল বছির বেপারী যাকাত ২৲ ১২। মোহাঃ রমযান আলী বেপারী ইকুরিয়া দক্ষিণপাড়া পোঃ ধামরাই যাকাত ১৲ ১৩। মোহাঃ জিয়াউদ্দিন বেপারী ঠিকানা ঐ যাকাত ৫৲ ১৪। মোহাঃ জাবন হোসেন মিঞা ঠিকানা ঐ যাকাত ২৲ ১৫। ইকুরিয়া দক্ষিণ পাড়া সমাজ হইতে ফিৎরা ১০৲ ১৬। মোহাঃ আবদুল আলী বেপারী ঠিকানা ঐ যাকাত ৫৲ ১৭। মোহাঃ মুসা মিঞা ঠিকানা ঐ যাকাত ১৲ ১৮। মোহাঃ মনুর আলী বেপারী ঠিকানা ঐ যাকাত ২৲ ১৯। মোহাঃ বোরহান উদ্দিন বেপারী সাং ইকুরিয়া পোঃ ধামরাই কুরবানী ৫৲ ২০। মোহাঃ হুকুম আলী মাঝি ঠিকানা ঐ কুরবানী ১৲ ২১। মোহাঃ সুরত আলী মাঝি ঠিকানা ঐ কুরবানী ১৲ ২২। মোহাঃ মহিউদ্দিন বেপারী ঠিকানা ঐ কুরবানী ৫৲ ২৩। মোহাঃ জরিপ হোসেন বেপারী ঠিকানা ঐ কুরবানী ১৲ ২৪। মোহাঃ বছির উদ্দিন বেপারী ঠিকানা ঐ কুরবানী ২৲ ২৫। মোহাঃ জিয়াউদ্দিন বেপারী ঠিকানা ঐ কুরবানী ৫৲ ২৬। মোহাঃ ওয়াজ উদ্দিন বেপারী ঠিকানা ঐ কুরবানী ৫৲ ২৭। মোহাঃ সাহেব আলী কুরবানী ১৲ ২৮। মোহাঃ আবদুল আলী বেপারী সাং ইকুরিয়া পোঃ ধামরাই কুরবানী ২৲ ২৯। মুন্‌শী মোহাঃ হোসেন উদ্দিন ঠিকানা ঐ কুরবানী ১৲ ৩০। হাজী আবদুল কুদ্দুস ঠিকানা ঐ কুরবানী ২৲ ৩১। মোহাঃ শামছুল হক বেপারী ঠিকানা ঐ কুরবানী ২৲ ৩২। মোহাঃ ওয়াজ উদ্দিন বেপারী ঠিকানা ঐ কুরবানী ২৲ ৩৩। আলহাজ মোহাঃ মোমেন উদ্দিন ঠিকানা ঐ কুরবানী ১৲ ৩৪। মোহাঃ রমজান আলী ঠিকানা ঐ কুরবানী ২৲ ৩৫। মোহাঃ ইসমাঈল হোসেন ঠিকানা ঐ কুরবানী ২৲ ৩৬। মোহাঃ হাকীম আলী ও মোহাঃ তাজউদ্দিন বেপারী ঠিকানা ঐ কুরবানী ১৲ ৩৭। মৌঃ মোহাঃ মাহতাব উদ্দিন সাং তেঁতুলিয়া পোঃ ধামরাই কুরবানী ১৲ ৩৮। আলহাজ মোহাঃ কলিমউদ্দিন ঠিকানা ঐ যাকাত ১৫৲ ৩৯। ইকুরিয়া পশ্চিম পাড়া আহলেহাদীছ জামাত হইতে মৌঃ মোহাঃ সাআদাতুল্লাহ কুরবানী ৩৫৲ ৪০। মোহাঃ সফদর আলী বেপারী সাং তেঁতুলিয়া পোঃ ধামরাই কুরবানী ৫৲ ৪১। ডাঃ মোহাঃ আনসরউদ্দিন ঠিকানা ঐ কুরবানী ২৲ ৪২। মোহাঃ আবদুল হক সাং ইকুরিয়া পোঃ ধামরাই কুরবানী ৭৲ ৪৩। মোহাঃ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মুসা মিঞা ঠিকানা ঐ কুরবানী ৫, ৪৪। মোহাঃ লাল্লু বেপারী সাং তেঁতুলিয়া পোঃ ধামরাই কুরবানী ১, ৪৫। তেঁতুলিয়া দক্ষিণপাড়া আহলেহাদীছ জামাত হইতে হাজী মোহাঃ জসিম উদ্দিন পোঃ ধামরাই ফিৎরা ৫, কুরবানী ৩, ৪৬। মোহাঃ আবদুর রহমান বেপারী সাং ইকুরিয়া পোঃ ধামরাই কুরবানী ১, ৪৭। মোহাঃ আবদুল খালেক বেপারী ঠিকানা ঐ কুরবানী ১,।

যিলা ময়মনসিংহ

দফতরে এবং মনিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১। মুন্সী মোহাঃ ইসমাঈল সাং চর বাসুন্তি পোঃ নারায়ণখোলা কুরবানী ৩'৭০ ২। এ, সবুর সাং ঝড়া খালী পোঃ গুনারীতলা কুরবানী ৩, ৩। আবদুল গফুর সাং সাতপোয়া পোঃ সরিষাবাড়ি এককালীন ২, ৪। মোহাঃ আবদুস, সবুর মোল্লা সাং ডগরা হোগলা পোঃ আমতলা কুরবানী ৭'৭০ ৫। মোহাঃ মফিজ উদ্দিন মুন্সী সাং ও পোঃ নারায়ণ খোলা বার্ষিক চাঁদা ২৫, ৬। খাগাটি জামতলি ঈদগাহ হইতে সংগৃহীত পোঃ জামতলি ফিৎরা ৩৫, ৭। টেঙ্গুরিয়া পাড়া সভার তরফ হইতে মারফত জমঈয়ত-প্রেসিডেণ্ট ডঃ মওলানা আবদুল বারী সাহেব এককালীন ৭৫,।

যিলা কুষ্টিয়া

দফতরে এবং মনিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১। মোহাঃ ছিদ্দিক আলী সাং খারাগোদা পোঃ কালুপাস কুরবানী ৫,।

যিলা পাবনা

মনিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১। মওঃ আবদুস সালাম এম, এম, আর সাং কানসোনা পোঃ সদর বিভিন্ন জামাত হইতে আদায় কুরবানী ২০০, ২। মোহাঃ তাফাজ্জল হোসেন ভুঞা সাং চর দশসিকা পোঃ বৈত্তজামতৈল কুরবানী ১৫,।

আদায় মারফত মওলানা মোহাম্মদ যিল্লুর রহমান সাহেব পাবনা শহর

৩। মোহাঃ আকরম আলী মল্লিক সাং ভুর-ভুরিয়া পোঃ মালঞ্চি কুরবানী ১২, ৪। মোহাঃ ইব্রাহিম মিঞা ঘোষপুর জামাত হইতে কুরবানী ১০, ৫। হাজী মোহাঃ সোলায়মান আটুয়া কুরবানী ৫, ৬। মোহাঃ রোস্তম আলী মিয়া ঠিকানা ঐ কুরবানী ২, ৭। মওলানা মওলা বখশ নদবী পাবনা শহর কুরবানী ২, ৮। হাজী মোহাঃ তোরাব আলী রাঘবপুর জামাত হইতে কুরবানী ৮০, ৫। আহমদ আলী প্রামাণিক রাঘবপুর জামাত হইতে কুরবানী ১৫০, ১০। হাজী মোহাঃ আফযাল হোসেন পাবনা শহর কুরবানী ৪, ১১। হাজী আবদুল কাদের বিশ্বাস আটুয়া পাবনা শহর কুরবানী ৫, ১২। মোহাঃ আবেদ আলী মিস্ত্রি কৃষ্ণপুর পাবনা শহর কুরবানী ৮, ১৩। মোহাঃ ইব্রাহিম প্রামাণিক সাং খয়েরসুতি পোঃ দোগাছী কুরবানী ৬, ১৪। মোহাঃ আনছার আলী প্রাং সাং গয়েশপুর পোঃ পাবনা শহর কুরবানী ৫, ১৫। মোহাঃ রজব আলী প্রাং সাং গয়েশপুর কুরবানী ৬, ১৬। মোহাঃ ফকির উদ্দিন প্রাং ঠিকানা ঐ কুরবানী ৪, ১৭। মোহাঃ আনওয়ার আলী জোয়ার্দার সাং প্রতাপপুর কুরবানী ৩, ১৮। মেহের আলী কবিরাজ সাং খয়েরসুতী কুরবানী ৫, ১৯। মোহাঃ যিল্লুর রহমান আনছারী শালগাড়িয়া জামাত হইতে কুরবানী ৯০, ২০। হাজী মোহাঃ মুছা বিশ্বাস পুরাতন কুঠিপাড়া ১০, ২১। ডাঃ মোহাঃ মকবুল হোসেন রাধানগর জামাত হইতে কুরবানী ১৭, ২২। শেখ মোহাঃ মুজহার আলী আটুয়া কুরবানী ৫,।

আদায় মারফত মওলানা আবদুল হক হক্কানী সাহেব জমঈয়তে আহলে হাদীছ সদর দফতর ৮৬, কাযী আলাউদ্দীন রোড ঢাকা—২

২৩। মোহাঃ আবদুর রহমান খান সাং জহিরপুর পোঃ দোগাছী ফিৎরা ৪০, ২৪। চর ভারারা জামাত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হইতে মারফত মোহাঃ করম আলী বিশ্বাস পোঃ দোগাছী ফিৎরা ৪২৲ ২৫। মোহাঃ এব্রাহিম প্রাং সাং খয়েরসুতী পোঃ দোগাছী ফিৎরা ৫৲ ২৬। মোহাঃ শাহাদত আলী প্রাং ঠিকানা ঐ ফিৎরা ৩০৲ ২৭। মোহাঃ বেলায়েত আলী প্রাং সাং বলরামপুর ফিৎরা ৩০৲ ২৮। মোহাঃ আঁধারী প্রামাণিক সাং রঘুনাথপুর পোঃ দোগাছী ফিৎরা ১২'৫০ ২৯। মোহাঃ মঙ্গল প্রাং সাহেবের জামাত হইতে মারফত মোহাঃ নাজীর হোসেন প্রাং সাং খায়েরসুতী পোঃ দোগাছী ফিৎরা ৩০৲ ৩০। মওলানা আবদুল হক হক্কানী কর্মি জমঈয়তে আহলে হাদীছ নিজ ফিৎরা ৬৲ ৩১। মোহাঃ হাসেন আলী প্রাং সাং দোপকোলা পোঃ দোগাছী ফিৎরা ২০৲ ৩২। মোহাঃ গাধল প্রাং সাং রঘুনাথ পুর পোঃ দোগাছী ফিৎরা ৭৲ ৩৩। মোহাঃ জিনাত আলী প্রাং সাং রঘুনাথপুর পোঃ দোগাছী ফিৎরা ৫৲ ৩৪। মোহাঃ ইরাদ আলী প্রাং সাং রঘুনাথপুর পোঃ দোগাছী ফিৎরা ১১৲ ৩৫। মোহাঃ করম আলী খান ঠিকানা ঐ ফিৎরা ১৫৲ ৩৬। মোহাঃ ইসমাঈল প্রাং ঠিকানা ঐ ফিৎরা ৫৲ ৩৭। মোহাঃ রবেশ আলী শেখ ঠিকানা ঐ ফিৎরা ১৫৲ ৩৮। আলহাজ মোহাঃ কফিল উদ্দিন ঠিকানা ঐ ফিৎরা ২৮'৩৩ ৩৯। মোঃ মোহাঃ আবদুল মান্নান মিঞা সাং কুলনিয়া জামাত হইতে পোঃ দোগাছী ফিৎরা ১০০৲ ৪০। আলহাজ আবদুর রহমান সাং খয়েরসুতী পোঃ দোগাছী ফিৎরা ২৫৲ ৪১। মোহাঃ হারান আলী প্রাং ঠিকানা ঐ ফিৎরা ৪০৲ ৪২। মোহাঃ মেহের আলী কবিরাজ ঠিকানা ঐ ফিৎরা ২০৲ ৪৩। মোহাঃ ইসমাঈল হোসেন মোল্লা ঠিকানা ঐ ফিৎরা ২৫৲ ৪৪। মোঃ মোহাঃ আকবর আলী মালিথা সাং চর কুলনিয়া পোঃ দোগাছী ফিৎরা ২০৲ ৪৫। মোহাঃ ফরজুদ্দিন শেখ সাং খয়েরসুতী পোঃ দোগাছী ফিৎরা ২৫৲ ৪৬। মোহাঃ হাসেন আলী প্রাং সাং মুকুন্দপুর পোঃ দোগাছী ফিৎরা ২৫৲ ৪৭। মোহাঃ হোসেন আলী প্রাং সাং মুকুন্দপুর পোঃ দোগাছী যাকাত ২০৲ ৪৮। মোহাঃ বছির উদ্দীন প্রাং সাং ও পোঃ দোগাছী ফিৎরা ৪৲ ৪৯। মোহাঃ আজর আলী প্রামানিক সাং মাদার বাড়িয়া পোঃ দোগাছী ফিৎরা ১৫৲ ৫০। মওলবী মোহাঃ আবদুল বারী মাদারবাড়িয়া ফিৎরা ১৫৲ ৫১। মোহাঃ ইউসোফ আলী প্রাং সাং রঘুনাথপুর পোঃ দোগাছী ফিৎরা ১২'৫০ ৫২। মোহাঃ বছিরউদ্দীন প্রাং সাং খয়েরসুতী পোঃ দোগাছী ফিৎরা ১৪'৫০ ৫৩। মোহাঃ আজর প্রাং সাং মুকুন্দপুর পোঃ দোগাছী ফিৎরা ১০'২৫ ৫৪। মোহাঃ হোসেন আলী প্রাং সাং চরকুশাবাড়ী পোঃ কাছিকাটা ফিৎরা ৪৫৲ ৫৫। মওঃ মজহারুল ইসলাম সাং হাঁসমারী পোঃ কাছিকাটা ফিৎরা ১৫০৲।

যিলা রাজশাহী

আদায় মারফত মওলানা আবদুল হক হক্কানী সাহেব

১। মোহাঃ শওকত আলী প্রাং সাং নদীপার বাহাদুর পাড়া পোঃ চাঁচকৈর ফিৎরা ৭০৲ ২। আলহাজ মোহাঃ জোনাব আলী সরদার সাং চর কাঁটাবাড়ী পোঃ চাঁচকৈর ফিৎরা ১০৲ ৩। আলহাজ মোহাঃ ছায়মুদ্দিন মিঞা খালিগ্রাম জামাত হইতে ফিৎরা ৮০৲ ৪। মোহাঃ কুদরতুল্লাহ সাং মুশিন্দা চরপাড়া পোঃ কাছিকাটা ফিৎরা ৫০৲ ৫। মুন্‌শী মোহাঃ ময়েজউদ্দিন সাং সিকারপাড়া পোঃ চাঁচকৈর ফিৎরা ১২০৲ ৬। আলহাজ মোহাঃ আবদুল আজিজ সাং ও পোঃ চাঁচকৈর যাকাত ১০৲ ৭। দস্তানাবাদ জামাত হইতে মারফত আলহাজ মওলানা মোহাঃ তাবারক উল্লাহ পোঃ পুঠিয়া ফিৎরা ২৫৲ ৮। সাধুপাড়া জামাত হইতে মারফত ঐ ফিৎরা ১০৲

দফতরে এবং মণি অর্ডারযোগে প্রাপ্ত

৯। মোহাঃ হানিফ উদ্দিন প্রাং সাং সিতলাই পোঃ ভটথালী কুরবানী ৪৲ ১০। মোহাঃ তছির উদ্দিন প্রাং সাং হলুদঘর পশ্চিম পাড়া জামাত হইতে পোঃ ব্রহ্মপুর কুরবানী ১৫৲ ১১। মোহাঃ মঈনউদ্দিন শাহ সাং বোধহাটা কুরবানী ১০৲ ১২। মোহাঃ জহিরউদ্দিন প্রাং সাং সাঁকোয়া পোঃ হাটরা কুরবানী ১১৲।

আদায় মারফত জমঈয়ত-প্রেসিডেন্ট

ডক্টর মওঃ আবদুল বারী সাহেব

১৩। মুন্‌শী মোহাঃ কাদের বখশ সাং ও পোঃ গোছা এককালীন ৫৲ ১৪। নাম অজ্ঞাত মারফত মুহাম্মদ উসমান গণী সাং মতিহার পোঃ ধোপাঘাটা এককালীন ২৲ ১৫। চণ্ডিপুর সভার পক্ষ হইতে মারফত মোহাঃ মাগফুরুর রহমান সাং ও পোঃ চণ্ডিপুর ৫০৲ ১৬। মতিহার জামাত হইতে মারফত মোহাঃ উসমান গণী পোঃ ধোপাঘাট কুরবানী ৫০৲ ১৭। সিন্দুরী জামাত হইতে মারফত মওঃ আবুসাঈদ মোহাম্মদ সাহেব পোঃ মোহনপুর কুরবানী ১৫৲ ১৮। মোহাঃ আবু ওবাইদুল্লাহ সাং চাঁদপুর পোঃ পাক চাঁদপুর কুরবানী ৪৲ ১৯। মোঃ আবদুল কাইউম বি, এ, চকদেব নওগাঁ এককালীন ৫০৲ ২০। মোহাঃ কেরামতুল্লাহ সরকার সাং গোছা কুরবানী ২৫৲ ২১। মোহাঃ সেফাতুল্লাহ শাহ সাং বারঠ পোঃ হাটরা কুরবানী ৫৲ ২২। হাজী মোহাঃ আলীমুদ্দিন সাং সাওকা পোঃ উলিয়া এককালীন ১৲

www.ahlehadeethbd.org

Contents

যিলা বগুড়া

মে মাস

আদায় মারফত জমঈয়ত-প্রেসিডেণ্ট ডক্টর মওঃ আবদুল বারী সাহেব

১। মোহাঃ শামছুদ্দিন সাং রামেশ্বরপুর পোঃ সেরপুর কুরবানী ৩৲ ২। হাজী মোহাঃ ফযলুল হক সাং ধামাচাপা পোঃ নিমগাছী কুরবানী ৩৲ ৩। হাজী মোহাঃ সৈয়দ আলী মণ্ডল সাং আচারের পাড়া পোঃ পাকুল্লা ফিৎরা ১৭৲ ৪। মোঃ খায়রুজ্জামান মণ্ডল সাং ও পোঃ পাকুল্লা এককালীন ১৲ ৫। মোঃ আবদুল মজিদ দক্ষিণ বাঁসহাটা শাখা জমঈয়তে আহলে হাদীস পোঃ চন্দনবাইশা ফিৎরা ৪৲ ৬। মোহাঃ কাজেম উদ্দিন মণ্ডল ঠিকানা ঐ ফিৎরা ৫৲ ৭। মোহাঃ আবদুল বাকী সাং শিয়ানী পোঃ নিমগাছি এককালীন ১৲ ৮। মোহাঃ জালাল উদ্দিন মণ্ডল ঠিকানা ঐ কুরবানী ৯৲ ৯। মোহাঃ রোস্তম আলী সরকার সাং ঝিনাই কুরবানী ২৲ ১০। মোঃ মোহাঃ হুসাইন সাং নাশিপুর পোঃ বাগবাড়ী এককালী ১৲ ১১। মোঃ ইসমতুল্লাহ সাং পাত্তামারী এলঙ্গি এককালীন ১৲ ১২। রহিমা খাতুন সাং কালের পাড়া পোঃ ধুনট কুরবানী ৫৲ ১৩। আবেদা খাতুন ঠিকানা ঐ কুরবানী ১৲ ১৪। মোহাঃ মাহফুজুর রহমান সাং ঝিনাই পোঃ চিকাসী এককালীন ১৲।

তফতরে এবং মনিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১৫। মোহাঃ ইউনুছ আলী সরদার সাং ও পোঃ কালাই কুরবানী ৪৲ ১৬। এম মুফাযযল হোসেন মণ্ডল সাং ও পোঃ রমেশ্বরপুর কুরবানী ৬৲ ১৭। মোহাঃ ওবায়দুল্লাহ সরকার সাং কালের পাড়া পোঃ ধুনট এককালীন ৫৲ ১৮। মোহাঃ মুজাফ্ফর হোসেন সাং নজর মামুদ পোঃ চৌধুরাণী কুরবানী ১০৲ ১৯। মোহাঃ তাজাম্মল হোসেন সাং সোন্দা বাড়ী পোঃ গাবতলী কুরবানী ১২'৭০ ২০। মোহাঃ কাজেম উদ্দিন মণ্ডল সাং বিহিগ্রাম পোঃ ডেমাজানি কুরবানী ১৯'৭০ ২১। মাষ্টার মোহাঃ ফহিম উদ্দিন আখন্দজী সাং হুয়াকুয়া পোঃ পাকুল্লা কুরবানী ... ২২। মুন্সী ... পোঃ ডেমাজানী কুরবানী ২৫৲ ২৩। মুন্সী পিয়ার মোহাঃ সাং বড় নগর পোঃ ডেমাজানী কুরবানী ৫৲ ২৪। মোহাঃ তমিজ উদ্দিন প্রাং ঠিকানা ঐ ফিৎরা ৫৲ কুরবানী ৪৲।

যিলা রংপুর

দফতরে এবং মনিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১। সেরুডাঙ্গা জামাত হইতে আবদুল মান্নান মিঞা সাং ও পোঃ সেরুডাঙ্গা যাকাত ৬৲ ফিৎরা ৩০৲ কুরবানী ২০৲ ২। মোঃ মোহাঃ রহিম বখশ সরদার প্রেরক মোঃ মোহাঃ আলী মতর পাড়া পোঃ শাঘাটা বিভিন্ন জামাত হইতে আদায় কুরবানী ৯২'৪০ ৩। মোহাঃ আমান উল্লাহ সাং কুঠিপাড়া কুরবানী ৫'৭০ ৪। এস, এম, মুসলেমুদ্দিন সেক্রেটারী ইলাকা জমঈয়তে আহলে হাদীস পোঃ গবিন্দপুর কুরবানী ২০৲।

আদায় মারফত জমঈয়ত-প্রেসিডেণ্ট ডক্টর মওঃ আবদুল বারী সাহেব

৫। হাজী মোহাঃ ছিদ্দিক হোসেন সাং চক দাতেয়া পোঃ বোনার পাড়া কুরবানী ২০৲ ৬। মোঃ শাহ মোহাঃ ফযলুর রহমান সাং ও পোঃ ঐ কুরবানী ১০৲ ৭। মোহাঃ খোদাবখশ সরকার কৃষ্ণপুর পোঃ বাদিয়া খালী কুরবানী ৫৲ ৮। শাখাহাটী জামাত হইতে মারফত মওঃ মোহাঃ সাফায়াতুল্লাহ পোঃ মহিমাগঞ্জ কুরবানী ২০'৫০ ৯। আবদুল জব্বার সাং কৃষ্ণপুর পোঃ তুলসিঘাট এককালীন ১৲ ১০। চক দাতেয়া জামাত হইতে মোহাঃ আবুবকর মণ্ডল পোঃ বোনার পাড়া কুরবানী ৫৲ ১১। ডাঃ মোহাঃ শাহাব উদ্দিন সাং শীবপুর পোঃ কোচাশহর কুরবানী ৩৫৲ ১২। কৃষ্ণপুর জামাতের তরফ হইতে মোঃ মাছুদুর রহমান সাং মহানন্দপুর পোঃ তুলসীঘাট অন্যান্য ১৮৲ ১৩। ডাঃ মোঃ মোহাঃ দেলওয়ার হোসেন সাং বড় দুর্গাপুর পোঃ তুলসীঘাট এককালানী ১১৲ ১৪। মো মোহাঃ খলিলুর রহমান সাং মনোহরপুর পোঃ রহমতপুর ফিৎরা ২৫৲ কুরবানী ৩৫৲ ১৫। কৃষ্ণপুর জামাত হইতে আবদুল বারী মণ্ডল পোঃ তুলসীঘাট কুরবানী ...

www.ahlehadeethbd.org

৩৲ ১৭। আবদুস মাবুদ আজাদ সাং রঘুনাথপুর পোঃ তুলসিঘাট কুরবানী ৬৲ ১৮। রওশন বাগ ও কৃষ্ণপুর সভার তরফ হইতে ২০০৲।

যিলা দিনাজপুর

দফতরে এবং মণি অর্ডারযোগে প্রাপ্ত

১। এম, এ, গাফ্‌ফার শিক্ষক নবীপুর এ, পি, স্কুল পোঃ নান্দরাই কুরবানী ৩৲ ২। আলহাজ মৌঃ মোহাঃ হযরত আলী সাং ও পোঃ বোয়াল দার পাকহিলী এককালীন ২৲।

মারফত জমঈয়ত-প্রেসিডেন্ট ডক্টর আবদুল বারী সাহেব

৩। আবদুল হাদী মোহাম্মদ আনওয়ার সাং ও পোঃ নুরুল হুদা কুরবানী ১৮'২৫।

যিলা ফরিদপুর

মণি অর্ডারযোগে প্রাপ্ত

১। আলহাজ এস, এম, লুৎফর রহমান সাং বহালতলী পোঃ কে, ডি, গোপালপুর কুরবানী ১৫৲।

যিলা ঢাকা

জুন মাস

দফতরে প্রাপ্ত

১। মোহাঃ সোনা মিঞা সাং তেঁতুলিয়া পোঃ ধামরাই কুরবানী ১৲ ২। চামুর খান জামাত হইতে মারফত মৌঃ মোহাঃ আসাদুল্লাহ পোঃ আজমপুর ফিৎরা ২০৲ দফে ৫৲ ৩। আবদুল বারী ক্লার্ক ঢাকা সেণ্ট্রাল জেল ফিৎরা ৪৲ ৪। হাজী আবদুর রাজ্জাক সাং আশুলিয়া পোঃ ধামরাই ফিৎরা ১২৲ ৫। মোহাঃ রোকুনউদ্দিন মিঞা সাং মাউসাইদ পোঃ উত্তরখান কুরবানী ১০৲

যিলা ময়মনসিংহ

আফিসে এবং মণি অর্ডারযোগে প্রাপ্ত

১। মোহাঃ আবদুর রকিব গোলরা জামাত হইতে পোঃ কালোহা কুরবানী ২৪৲ ২। মৌঃ মোহাঃ আবদুশ্‌ শুকুর সাং ঘোনী পোঃ বাথুলী কুরবানী ৩'৭৫ ৩। মোহাঃ আছিরউদ্দিন মুন্সী সাং ভেবারীয়া কুরবানী '৭৫ ৪। খন্দকার আবদুল মতীন সাং আকালু এককালীন ৫৲ ৫। মোহাঃ হেলাল উদ্দিন সরকার সাং কাঞ্চনপুর, তারাবাড়ী ফিৎরা ৭'৫০ কুরবানী ১'৫০

যিলা কুষ্টিয়া

মণি অর্ডারযোগে প্রাপ্ত

১। মোহাঃ মুসলেমুদ্দিন শেখ পোঃ কুমারখালী যাকাত ৫০৲ কুরবানী ৩'৫০

যিলা যশোর

আফিসে প্রাপ্ত

১। মওঃ আবদুর রহমান সাং কিসমত ঘোড়াগাছা পোঃ সাগারা এককালীন ১৲

যিলা পাবনা

মনিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১। মোহাঃ আবদুল জব্বার মিঞা সাং ঠেঙ্গামারা পোঃ চালুহারা কুরবানী ২০৲।

যিলা রংপুর

মনিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১। আলহাজ মোহাঃ ইউসুফ উদ্দিন সাং বাজাবাড়ি পোঃ মহিমাগঞ্জ কুরবানী ৫৲ ২। হাজী মোহাঃ আমানতুল্লাহ কবিরাজ সাং শমস পোঃ ধরমপুর কুরবানী ৯'৭৫।

যিলা রাজশাহী

আফিসে এবং মণি অর্ডারযোগে প্রাপ্ত

১। মোহাঃ মরেজ উদ্দিন ইমাম নামোশংকরবাটী নয়ানশুকা জামাত হইতে কুরবানী ২০৲ ২। মোহাঃ আফছার হোসেন সরকার সাং অনন্তপুর পোঃ ভবানীগঞ্জ কুরবানী ৭৲ ৩। মোহাঃ তমিজ উদ্দিন শাহ সাং হামিরকুৎশা পোঃ গোয়ালবাসন্তি কুরবানী ৮'৫০ ৪। আলহাজ আবদুল জলিল সাং ও পোঃ চাঁচকৈর এককালীন ৫৲ ৫। মোহাঃ দাউদ হুসাইন সুপারিনটেণ্ডেণ্ট আলিয়া মাদরাসা রাধাকান্তপুর কুরবানী ২৯'৫৫ ৬। মৌঃ মোহাঃ বহির উদ্দিন সরকার সাং খুটিপাড়া পোঃ বানেশ্বর জায়গীরপাড়া জামাত হইতে কুরবানী ৫৲

যিলা বগুড়া

আফিসে এবং মণি অর্ডারযোগে প্রাপ্ত

১। মৌঃ মোহাঃ আমজাদুর রহমান সাং সোন্দাবাড়ী পোঃ গাবতলী বিভিন্ন জামাত হইতে আদায় ৩০৲

www.ahlehadeethbd.org

Contents

২। কালাইহাটা জামাত হইতে মারফত মৌঃ মোহাঃ হাবিবর রহমান পোঃ জুমারবাড়ী কুরবানী ২৫৲

যিলা কুমিল্লা

মনিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১। হাজী মোহাঃ সায়েদুর রহমান সাং রাধানগর পোঃ মোহনপুর বাজার ভায়া চান্দিনা কুরবানী ১০৲।

আদায় মারফত মওঃ আবদুস সামাদ সাহেব জমঈয়ত সদর দফতর

২। মোহাঃ ইউনুস মুন্সী সাং বনকোট কুরবানী ২৲ ৩। মৌঃ মোহাঃ এসহাক সাং পারুয়ারা মুন্সী বাড়ী কুরবানী ৫৲ ৪। হাজী মোহাঃ রকিব উদ্দিন ভুইঞা সাং ফুলতলী কুরবানী ৫৲ ৫। কাকিয়ার চর জামাত হইতে মারফত মৌঃ আবদুর রহমান পোঃ নিমসার কুরবানী ১০৲ ৬। কোরপাই জামাত হইতে মারফত মৌঃ জাফর আহমদ ভুইঞা কুরবানী ২০৲ ৭। মোহাঃ মুজাফ্ফর হোসেন কুরবানী ২৲ ৮। মোহাঃ মনোহর আলী দক্ষিণ শ্যামপুর কুরবানী ১৲ ৯। মোহাঃ নওয়াব আলী মাষ্টার সাং মড়ইয়া কুরবানী ১৲ ১০। মৌঃ মোহাঃ আবদুল জলিল কুরবানী ১০৲ ১১। জগতপুর জামাত হইতে মারফত হাজী মৌঃ আবদুল মজিদ কুরবানী ৪৫৲ ১২। রামপুর জামাত হইতে মৌঃ মোহাঃ সেকান্দার আলী ভুইঞা কুরবানী ৫৲।

যিলা ঢাকা

জুলাই মাস

আদায় মারফত মুন্শী মোহাঃ আব্বাছ আলী সাহেব সাং ব্রাহ্মণখালী

১। মোহাঃ মফিজুদ্দিন সাং ইয়াল পোঃ পশি বাজার কুরবানী ৫৲ ২। কাজী মোহাম্মদ সাং কালনী পোঃ পশিবাজার কুরবানী ১৲ ৩। আবদুল খালেক মোল্লা সাং রঘুরামপুর পোঃ পশিবাজার কুরবানী ২৲ ৪। মোহাঃ মুমতাজ উদ্দিন সাং শিমুলিয়া পোঃ কাঞ্চন কুরবানী ১৲ ৫। আবদুল হাকীম ভুঞা ঠিকানা ঐ কুরবানী ১৲ ৬। মোহাঃ ইয়াকুব আলী মুন্সী সাং কালনী পোঃ পশিবাজার কুরবানী ৬৲ ৭। মোহাঃ নছর উদ্দিন সাং রাঘবপুর পোঃ পশিবাজার কুরবানী ১৲ ৮। মোহাঃ হাসেন আলী ভুঞা সাং গোবিন্দপুর পোঃ পশিবাজার কুরবানী '৫০ ৯। মোহাঃ দাণ্ড মুন্সী ঠিকানা ঐ কুরবানী ১'৫০ ১০। মোহাঃ দাইমুদ্দিন মুন্সী সাং সোলফিনা পোঃ পশিবাজার কুরবানী ১'৫০ ১১। হাফীজুদ্দিন আহমাদ সাং কাজীরবাগ পোঃ বিরাব কুরবানী ১০৲ ১২। মোহাঃ মজত আলী মুন্সী সাং ব্রাহ্মণখালী পোঃ কাঞ্চন বাজার কুরবানী ১৲ ১৩। মোহাঃ আবু মিঞা সাং বাগবের পোঃ পশি বাজার কুরবানী ২৲ ১৪। মোহাঃ আব্বাছ আলী মুন্সী সাং ব্রাহ্মণখালী পোঃ কাঞ্চন বাজার কুরবানী ১৲ ১৫। আবদুস সালাম ভুঞা ঠিকানা ঐ কুরবানী ১৲ ১৬। মোহাঃ হাকীমউদ্দিন ঠিকানা ঐ কুরবানী ১৲ ১৭। মোহাঃ কান্দুরী বেপারী ঠিকানা ঐ কুরবানী ১৲ ১৮। আবদুল খালেক বেপারী ঠিকানা ঐ কুরবানী ১৲ ১৯। মোহাঃ আইজুদ্দিন ঠিকানা ঐ কুরবানী '৭৫ ২০। মোহাঃ মোমেন উদ্দিন ঠিকানা ঐ কুরবানী ১৲ ২১। মোহাঃ মরেজ উদ্দিন ও আবদুল হান্নান কুরবানী ১৲ ২২। মোহাঃ আজর উদ্দিন মুন্সী সাং মাঝিপাড়া পোঃ পশিবাজার কুরবানী ৩৲ ২৩। একজন নাম নাই সাং ব্রাহ্মণখালী কুরবানী '৫০ ২৪। মোহাঃ শফিকুর রহমান ঠিকানা ঐ কুরবানী '৫০ ২৫। ঠিকানা ঐ জনৈক ব্যক্তি কুরবানী '৫০।

যিলা মোমেনশাহী

দফতরে এবং মনিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১। মোহাঃ আবদুল্লাহ মিঞা পোঃ ও সাং সিলের কান্দা এবকালীন ৩৲ ২। বেহালা বাড়ী জামাত হইতে মারফত আবদুস সবুর মিঞা পোঃ বল্লা বাজার কুরবানী ১৬৲ ৩। নরসিংহপুর জামাত হইতে মোহাঃ আবু তালেব পোঃ কাকুরার চর ফিংরা ১২৲।

যিলা কুষ্টিয়া

মনিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১। এম, এ, সাত্তার চ্যায়ারম্যান কে, টি, সি পোঃ কুমার খালী ফিংরা ২৫৲ ২। মোহাঃ আহসানুল্লাহ সাং দুর্গাপুর পোঃ কুমার খালি অন্যান্য ৩'৭৫।

যিলা পাবনা

মনিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১। মোহাঃ নূরুল হক মুন্সী সাং ধুলাউড়ি পোঃ হবিপুর ফিংরা ১০৲।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

যিলা রাজশাহী

মানিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১। মোহাঃ রমযান আলী মোল্লা সাং কালিকাপুর পোঃ নন্দনালী ফিৎরা ১০৲ কুরবানী ২'৫০ উশর ১০৲ ২। মোহাঃ আবদুল হামীদ সাং সাতু বৈকণ্ঠপুর পোঃ আইহাই এককালীন ৮৲ ৩ মুন্সী মোহাঃ মকবুল হোসেন সাং ও পোঃ দেবী নগর এককালীন ৬৲।

যিলা বগুড়া

দফতরে এবং মনিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১। তাফাজ্জল হোসেন জয়পুর হাট ফিৎরা ৪০৲ কুরবানী ২০৲ ২। মুন্সী আবদুল গফুর সাং নগর পোঃ ডেমাজানী ফিৎরা ২০৲ ৩। মিঃ ফাতেহুজ্জ মান, আই পী, ও, এস দেলুয় বাড়ী জামাত হইতে পোঃ সারিয়াকান্দি ফিৎরা ১০৲।

যিলা খুলনা

দফতরে ও মনিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১ মোহাঃ কিসমত আলী সাং ও পোঃ বোয়ালিয়া পোঃ সাতক্ষীরা অন্যান্য ১৫৲ ২। খুলনা ও যশোর যিলা জমঈয়ত হইতে মারফত মৌঃ মোহাঃ এব্রাহিম বি, এ, ১০০৲।

যিলা কুমিল্লা

দফতরে প্রাপ্ত

১। মোহাঃ ওয়াসেক মুক্তার সাহেব ফিৎরা ২৲ ২। মোহাঃ বজলুর রহমান চৌধুরী এ্যাডভোকেট ফিৎরা ২৲ ৩। প্রফেসার সুলতান আহমদ ভিক্টোরিয়া কলেজ এককালীন ২৲ ৪। কাঠালিয়া জামাত হইতে মোহাঃ মুদাব্বের রহমান সাং হাজীগঞ্জ এককালীন ২৫৲ ৫। বিলোয়াই জামাত হইতে মারফত মোহাঃ মফিজুল্লাহ মিঞা ফিৎরা ১৭'৬২ ৬। খন্দকার মোহাঃ নজির হোসেন মোল্লা মেহেরপুর দাউদকান্দি এককালীন ৮৲।

যিলা মোমেনশাহী

আফিসে প্রাপ্ত

আগষ্ট মাস

১। মোহাঃ আবদুল্লাহ মিঞা সাং কাঞ্চনপুর পোঃ ঐ কুরবানী ২৲ ২। মোহাঃ মহিউদ্দিন মুন্সী টঙ্গুরিয়া পাড়া

আবদুল আলী ফিৎরা ৩০০, কুরবানী ৩০০৲

যিলা কুষ্টিয়া

মারফত ডাঃ মোহাঃ রহমতুল্লাহ সাহেব

সাং ও পোঃ মেহেরপুর

১। মেহেরপুর জমাত হইতে কুরবানী ২০৲ ২। কালিগাংনী জামাত হইতে কুরবানী ৯৲ ৩ শাহারবাটী জামাত হইতে কুরবানী ৮'৫০ ৪। ভবানীপাড়া জামাত হইতে কুরবানী ৫৲ ৫। ফুলবাড়িয়া জামাত হইতে কুরবানী ৫৲

যিলা রাজশাহী

মনিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১। কে, এম, এ, মান্নান খান রাজশাহী কলেজ হোষ্টেল ক্লাব রুম নং ১১ অন্যান্য ৫৲।

যিলা বগুড়া

মনিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১। আলহাজ আব্‌বাছ আলী সাং ফুলকোট পোঃ ডেমাজানী কুরবানী ২০৲।

যিলা রংপুর

মনিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১। মোহাঃ আছির উদ্দিন পোঃ গোল মুন্ডা এককালীন ২৲ ২। মোহাঃ সোলাইমান আলী সাং জগন্নাথপুর পোঃ চান্দপাড়া কুরবানী ৩২৲।

যিলা দিনাজপুর

দফতরে প্রাপ্ত

১। ফরক্কাবাদ উত্তর পাড়া জামাত হইতে মোহাঃ রিয়াজ উদ্দিন মালদহ পাট ফিৎরা ৫৲ কুরবানী ৩৲।

যিলা খুলনা

মনিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১। মোহাঃ ইয়াছিন এ, রহমান ২৫ নং ইউসোফ রেড (নির্জ পুর রোড) খুলনা টাউন কুরবানী ৫৲

যিলা ফরিদপুর

১। আদাঃ মারফত আলহজ্জ মওলানা আবদুর রাজ্জাক সাহেব বিভিন্ন জামাত হইতে কুরবানী ৪৮'৩৫

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আরাফাত-সম্পাদক মৌলবী মুহাম্মদ আবদুর রহমানের

শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কর্ম

নবী-সহধর্মিণী

[প্রথম খন্ড]

ইহাতে আছে: হযরত খদীজাতুল কুবরা রাঃ, সওদা বিনতে যমআ রাঃ, হাফসা বিনতে ওমর রাঃ, যয়নব বিনতে খুযায়মা রাঃ, উম্মে সলমা রাঃ, যয়নব বিনতে জাহশ রাঃ, জুয়ায়রিয়াহ বিনতে হারিস রাঃ, উম্মে হাবীবাহ রাঃ, সফীয়া বিনতে হুয়াই রাঃ এবং মায়মুনা বিনতে হারিস রাঃ— মুসলিম জননীবৃন্দের শিক্ষাপ্রদ ও প্রেরণা সঞ্চারক, পাকপূত ও পুণ্যবর্ধক মহান জীবনালেখ্য।

কুরআন ও হাদীস এবং নির্ভরযোগ্য বহু তারীখ, রেজাল ও সীরত গ্রন্থ হইতে তথ্য আহরণ করিয়া এই অমূল্য গ্রন্থটি সঙ্কলিত হইয়াছে। প্রত্যেক উম্মুল মুমেনীনের জীবন কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চরিত্র বৈশিষ্ট্য, রসূলুল্লার (দঃ) প্রতি মহব্বত, তাঁহার সহিত বিবাহের গূঢ় রহস্য ও সুদূর প্রসারী তাৎপর্য এবং প্রত্যেকের ইসলামী খেদমতের উপর বিভিন্ন দৃষ্টি কোণ হইতে আলোকপাত রা হইয়াছে।

বাংলা ভাষায় এই ধরণের গ্রন্থ ইহাই প্রথম। ভাবের দ্যোতনায়, ভাষার লালিত্যে এবং বর্ণনার স্বচ্ছন্দ গতিতে জটিল আলোচনাও চিত্তাকর্ষক এবং উপন্যাস অপেক্ষাও সুখপাঠ্য হইয়া উঠিয়াছে।

স্বামী-স্ত্রীর মধুর দাম্পত্য সম্পর্ক গঠনঅভিলাষী এবং আচরণ ও চরিত্রের উন্নয়নকামী প্রত্যেক নারী পুরুষের অবশ্যপাঠ্য।

প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অপরিহার্য, বিবাহে উপহার দেওয়ার একান্ত উপযোগী।

ডিমাই অক্টেভো সাইজ, ধবধবে সাদা কাগজ, গাম্ভির্যমণ্ডিত ও আধুনিক শিল্প-রুচিসম্মত প্রচ্ছদ, বোর্ডবাঁধাই ১৭৬ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থের মুল্য মাত্র ৩'০০।

পুর্ব্ব পাক জমঈয়তে আহলে হাদীস কর্তৃক পরিবেশিত।

প্রাপ্তিস্থান: আলহাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস,

৮৬, কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

www.ahlehadeethbd.org

Tarjumanul Hadeeth
Phone : 45490

Regd. No. DA—130

মরহুম আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল্‌কুরায়শীর
অমর অবদান

দীর্ঘদিনের অক্লান্ত সাধনা ও ব্যাপক গবেষণার অমৃত ফল

আহলে-হাদীস পরিচিতি

আহলে হাদীস আন্দোলন, উহার আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য এবং প্রকৃত পরিচয় জানিতে হইলে এই বই আপনাকে অবশ্যই পড়িতে হইবে।

মূল্য : বোর্ডবাঁধাই : তিন টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান : আল্-হাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস, ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দী রোড, ঢাকা—২

লেখকদের প্রতি আরজ

- তর্জুমানুল হাদীসে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন যে কোন উপযুক্ত লেখা—সমাজ, দর্শন, ইতিহাস ও মনীষিদের জীবন চরিত্র-সম্পর্কিত আলোচনামূলক প্রবন্ধ, তরজমা ও কবিতা ছাপান হয়। নূতন লেখক-লেখিকাদের উৎসাহ দেওয়া হয়।
- উৎকৃষ্ট মৌলিক রচনার জন্য লেখকদিগকে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়।
- রচনাসমূহ কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কাররূপে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। লেখার দুই ছত্রের মাঝে একছত্র পরিমাণ ফাঁক রাখিতে হইবে।
- অমনোনীত রচনা ফেরত পাঠান হয় না। অতএব রচনার নকল রাখা বাঞ্ছনীয়।
- বেয়ারিং খামে প্রেরিত কোন রচনা গ্রহণ করা হয় না।
- রচনা সম্পর্কে সম্পাদকের মতামতই চূড়ান্ত। অমনোনীত রচনা সম্পর্কে কোনরূপ কৈফিয়ত দিতে সম্পাদক বাধ্য নন।
- তর্জুমানুল হাদীসে প্রকাশিত রচনার যুক্তিযুক্ত সমালোচনা সাদরে গ্রহণ করা হয়।

—সম্পাদক

Printed and Published by Md. Abdul Bari At Al-Hadeeth Printing and Publishing House, 86, Qazi Alauddin Road, Dacca—2 East Pakistan.

www.ahlehadeethbd.org